এবং ঐ সকল ব্যাপারের সুনিয়ম দৃষ্টে ও শ্রবণে মনুষ্য হৃদয়ে যে প্রকার ঈশ্বরভক্তির উদয় হয়, নীরস নীত্যুপদেশে তাহা কখন সম্ভবে না। সৃষ্টির বর্ণনদ্বারা স্রেষ্টার গুণ-গান করা সকল মহাত্মাদিগের অভিপ্রায়। অপিচ জীবদেহ অত্যন্ত বিস্ময়জনক; তৎসম্বন্ধে প্রয়োজনানুসারে এক২ সামান্য নিয়মের ও গঠনের কত ভাবান্তর দৃষ্ট হইতেছে? পশুরা ভূমিতে বাস করিবার নিমিত্তে তদুপযুক্ত শরীর ও হস্ত পদাদি প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা জরায়ু মধ্যে স্ব২ অবয়ব প্রাপ্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়; ও জন্মানন্তর কিয়ৎ কাল মাতৃ স্তন্যে প্রতিপোষিত হয়; এই হেতু গ্রন্থকারেরা ইহাদিগকে "জরায়ুজ" বা "স্তন্যজীবী" শব্দে কহেন। পক্ষিদিগের চরিবার স্থান বিমান। তাহাদের হস্তের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তৎপরিবর্ত্তে আকাশে ভ্রমণ-সুসাধন-জন্য উড্ডীয়মান হইবার উপযুক্ত যন্ত্রের আবশ্যক; অতএব তাহাদের শরীরে হস্তের আকৃতি ভেদে ডানা প্রস্তুত হয়; এবং পশুদেহাবরক লোমের অবান্তর ভেদে পালখ হয়। মৎস্যের আবাস জল। তাহাতে সামান্য লোম ও পালখ উভয়েই সিক্ত হইয়া নষ্ট হইতে পারিত, সুতরাং তদ্দ্বয়ের ভাবান্তর প্রয়োজন হওয়াতে কানকুয়া ও শল্কের সৃষ্টি হইল। এই লক্ষণ দৃষ্টে ভূচর, জলচর, খেচর ভেদে জীবদিগকে এতদ্দেশীয় জনগণ ত্রিবিধ নিরূপণ করেন। পরন্তু এতদ্রূপে আধার ভেদে জীব ভেদের সৃষ্টি সত্ত্বেও সর্ব্ব নিয়ন্তার আজ্ঞানুসারে এক আধারের জীব অন্যাধারের উপযুক্ত হইতেছে। মৎস্য সকল জলচর, অথচ কোন২ মৎস্য খেচরের ন্যায় আকাশে ভ্রমণ করিয়া থাকে। পক্ষিরা কেহ২ জলে বা ভূমিতে চরিয়া থাকে; কদাপি আকাশে উড্ডীয়মান হইতে পারে না। তথা অনেক পশু পক্ষির ন্যায় আকাশে উড়িতে পারে, ও অপর অনেকে মৎস্যবৎ আজন্মকাল জলে বাস করে; কদাপি শুষ্ক ভূমিতে আগমন করে না।

এই জলবাসী পশুরা ভূচর পশুর ন্যায় জরায়ুজ; এবং জন্মানন্তর কিয়ৎকাল মাতৃস্তন-পানদ্বারা প্রতিপ্রালিত হয়। ইহাদের দেহ কদাপি লোমরহিত হয়, কিন্তু কখন শল্কদ্বারা আবৃত হয় না। ইহাদের শ্বাস কর্ম্মও পশুর ন্যায় ফুস্ফুস যন্ত্রদ্বারা নিষ্পাদিত হয়; মৎস্যের ন্যায় ইহাদের কানকুয়া নাই। পরন্তু, জলজন্তুদিগের নাসিকা পশুদিগের নাসিকার তুল্য নহে। ইহাদের মস্তকের ঊর্দ্ধ ভাগে শ্বাসকর্ম্ম-নিষ্পাদক এক মাত্র ছিদ্র হয়; এবং তাহাতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় থাকে না। * সুতরাং তাহা নাসিকা শব্দ বাচ্য হইতে পারে না; "শ্বাসছিদ্র" শব্দ তাহার উপযুক্ত আখ্যান। এই শ্বাসছিদ্রদ্বারা জলজন্তুরা অতি দূরে জলনিক্ষেপ করিতে পারে। সামান্য ব্যক্তিরা জলজন্তুদিগকে মৎস্যশব্দে কহিয়া থাকে; কিন্তু সে ভ্রম মাত্র। জলজন্তু ও মৎস্য মধ্যে সম্পূর্ণ বৈষম্য আছে; কদাপি এক বর্গাক্রান্ত হইতে পারে না। পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বতোভাবে বৃহৎকায় জীব যে কিছু আছে তাহা এই জলজন্তুমধ্যে গণ্য হয়; কিন্তু তাহাদের বর্ণনা এইক্ষণে আমাদের উদ্দেশ্য নহে। পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্রে বিলাতি শিশুকের অবয়ব অঙ্কিত হইয়াছে; অতএব তাহারই বিবরণ মাত্র লেখিতব্য।

শিশুকের সংস্কৃত নাম শিশুমার; এবং প্রচলিত ভাষায় ইহাকে শুশুক, শুশ, ও শোঁশ শব্দেও কহে। ভারতবর্ষের প্রায় সকল নদীর মুখে শিশুক জন্তু দৃষ্ট হইয়াছে; ফলতঃ যে স্থানে নদী ও সাগরের সংমিলন হয় সেই স্থান ইহাদের প্রিয়; এবং সর্ব্বদা

* রোর্কোয়াল নামক তিমি জন্তুর ঘ্রাণেন্দ্রিয় থাকে এমত প্রবাদ আছে।

তথায় দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। সমুদ্রতটেও ইহারা উল্লম্ফন প্রোল্লম্ফন পূর্ব্বক ক্রীড়া করিয়া থাকে; এবং তৎপ্রযুক্ত ইহাদের নাম "উলপী" হইয়াছে। বিলাতি শিশুকের দেহ পরিমাণ এতদ্দেশীয় শিশুকের ন্যায়, ৩। ৪ হস্ত দীর্ঘ; কদাপি ৫-৫।। হস্তও হইয়া থাকে; কিন্তু ইহাদের বর্ণ ও আস্য ভারতবর্ষীয় শিশুকের তুল্য নহে। ইহাদের পৃষ্ঠ দেশের বর্ণ ইষদ্-নীলাক্ত কৃষ্ণ; এবং বক্ষোদেশের বর্ণ রজতবৎ শ্বেত। ইহাদের শরীর কোমল এবং নির্ম্মল। কেশ বা লোম ইহাদের দেহে কুত্রাপি নাই; চক্ষুঃ পল্লব ও বারিকোষ রহিত; সুতরাং কুন্দন সময়ে শিশুকের নয়নহইতে বারি পতন হয় না। ইহাদের কর্ণ অতি ক্ষুদ্র, তন্মধ্যে এক শূচিকা প্রবেশ করাণও কঠিন। শিশুক মাংস ঘোর রক্তবর্ণ; এবং অনেকে তাহা অতি সুখাদ্য বোধে ভক্ষণ করে। ঐ মাংস অতি পরিষ্কার শুক্লবর্ণ স্নেহদ্বারা আবৃত থাকে; এবং তাহা উত্তপ্ত করিলে উত্তম তৈল জন্মে, এবং ঐ তৈল গ্রীনলেণ্ড দেশজ মনুষ্যেরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট পেয় দ্রব্য জ্ঞান করে। বিলাতি শিশুকের দন্ত সংখ্যা ৯২; কিন্তু এতদ্দেশীয়দিগের ১২০। ইহাদের খাদ্য বস্তু মৎস্য; এবং তদুপার্জনে ইহারা সর্ব্বদা তৎপর থাকে। আন্দর্শন সাহেব লেখেন যে স্ত্রী শিশুকেরা ছয় মাস গর্ভধারণ করে; এবং অপত্য প্রতিপালনে নিয়ত সম্যগ্ যত্নশীলা থাকে। শিশুকেরা ১০ বৎসরে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়।

এতদ্দেশে শিশুক মাংসের ও শিশুক তৈলের কোন বাণিজ্য নাই; কিন্তু তাহা এতদ্দেশে যে প্রকার সুলভ প্রাপ্য তাহাতে বোধ হয় যে এতৎ কর্ম্মে যে কেহ প্রবৃত্ত হইবেন, তেঁহ অবশ্যই উত্তম ফলভাগী হইবেন। শিশুক চর্ম্মও নানাবিধ ব্যবহারযোগ্য। পরিধেয় বসন, অশ্ব-সজ্জা ও গাড়ির আচ্ছাদনী তৎ চর্ম্মে উত্তম রূপে প্রস্তুত হইতে পারে।

ভারতবর্ষীয় শিশুক অন্যান্য লক্ষণে বিলাতিশিশুকের তুল্য; কেবল ইহাদের দন্ত সংখ্যা অধিক; বর্ণ সম্পূর্ণ রূপে কাল; এবং ওষ্ঠ অপ্রশস্ত এবং প্রায় অর্দ্ধহস্ত দীর্ঘ।

সরলের উপন্যাস।

যে স্থানে হিমগিরির নীহারমণ্ডিত শৃঙ্গ সকল আকাশ-ভেদ করত মেঘোপরি আরোহণ করিতেছে; যথায় পতনোন্মুখ পর্ব্বত-খণ্ড-সমূহ ধূম-জ্যোতিতে বেষ্টিত হইয়া পথিকদিগের হৃৎ কম্পায়মান করিতেছে; যথায় প্রবল বেগবত নদী ভীষণ নাদ করত অতি উচ্চ হইতে প্রপতিতা হইতেছে; যেস্থলে ঘোরতর ঘনঘটা ও ভয়ঙ্কর বায়ু এবং ভীষণ বজ্র ও বিদ্যুৎ আপনাদিগের রঙ্গভূমি নিরূপণ করিয়াছে; সেই নির্জন নিষ্ঠুরালয়ের এক গহ্বরে সরল নামক জনৈক মনুষ্য আপন আবাস স্থির করিয়াছিলেন।

যৌবনাবস্থায় তিনি জনগণের সমভিব্যাহারে বাস করিয়াছিলেন; তাহাদের সহিত একত্রে নিয়ত ক্রীড়ানুরত হইয়াছিলেন; এবং তাহাদিগের শাঠ্য প্রেমে মুগ্ধ ছিলেন। তাঁহার নিকটে দরিদ্রের প্রার্থনা কদাপি নিষ্ফলা হয় নাই; অতিথি তাঁহার দ্বারহইতে অতৃপ্তেন্দ্রিয় লইয়া কদাপি প্রত্যাগমন করে নাই; তাঁহার বর্ত্তমানে তাঁহার বন্ধুরাও অর্থাভাবরূপ ক্লেশের লেশও জ্ঞাত হয় নাই। কিন্তু এ অবস্থা চিরস্থায়িনী হইল না। সরলের পিতৃ-সঞ্চিত ধনের অবশেষ হইল; উপায়াভাব প্রযুক্ত দীনের দুঃখ মোচন করিতে তিনি অক্ষম

হইলেন; ভোজের বিরলতায় পূর্ব্ব বন্ধু-সকলও বিরল হইল—বরং স্বয়ং সরলকে পরের সাহায্য প্রার্থনা স্বীকার করিতে হইল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে তিনি অহরহ যাহাদিগের উপকার করিয়াছেন তাহাদিগের আশ্রয় যাচ্ঞামাত্র প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু পরের প্রতি স্নেহ ও কৃতজ্ঞতা ধর্ম্ম অতি ক্ষীণ। তাহাদের সাহায্য প্রত্যাশা করিলে পুনঃ২ হতাশ হইতে হয়; এবং সরলের সম্বন্ধে এই প্রবল রীতির অন্যথা হয় নাই। সুতরাং জনগণের প্রতি তাঁহার পূর্ব্ব প্রেমের বিভাব হইল। যৎকালে তাঁহার বন্ধু মণ্ডলী ধনলোভে লোলুপ হইয়া সরলতার স্বচ্ছন্দ-বেশে তাঁহার নিকট অগ্রসর হয়, তখন তিনি স্বীয় উদার স্বভাব প্রযুক্ত তাহাদের প্রাকৃতরূপ জ্ঞাত ছিলেন না, এবং সকলকেই কমনীয় ও প্রিয়তম জ্ঞান করিতেন। এই ক্ষণে প্রয়োজনাভাব প্রযুক্ত তাহারা ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করাতে তাহাদের অঙ্গে শঠতা ও কুটিলতা, জীবহিংসা ও অকৃতজ্ঞতাদি নানাবিধ কুষ্ঠরোগ ব্যক্ত হইল; এবং সরল তাহাদিগকে এতদ্রূপ কদর্য্য রোগে আক্রান্ত দেখিয়া, ঘৃণার বশীভূত হওত মানবজাতির প্রতি বিরক্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত নিভৃত স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই স্থলের স্বভাব সিদ্ধ ভীষণ বস্তু সকল তাঁহার ইষ্টাকাঙ্ক্ষী ছিল না; পরন্তু তাহারা বন্ধুতার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াও অনিষ্ট করিত না।

যদিচ কেবল পার্ব্বত্য ফল ও বহু কষ্টে আহৃত বারিদ্বারা তিনি এই স্থানে জীবন ধারণ করিতেন, তত্রাপি তাহাতে তাঁহার মনে কোন ক্লেশ হয় নাই। পাপাত্মা মনুষ্যদিগের সহবাসহইতে মুক্ত হওয়াতে তাঁহার চিত্তে প্রগাঢ় সন্তোষামৃতের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া তিনি অন্য সকল মানসিক বৃত্তিকে জয় করিয়াছিলেন।

সরলের এই নুতন আলয়ের অনতিদুরে এক মনোহর তড়াগ ছিল। তিনি ঐ তড়াগের স্থির দর্পণবৎ গর্ভে আপন প্রতিবিম্ব সংদর্শন করিয়া সর্ব্বদা জগদীশ্বরের মহিমা চিন্তা করিতেন। কোন দিবস এই প্রকার ধ্যান করিতে২ কহিলেন; "হায়! জগৎ কি মনোহর! এতদ্রূপ ভয়ঙ্কর স্থানেরও কি অপরূপ শোভা! সম্মুখে কি বিস্তৃত ক্ষেত্র! তাহার পার্শ্বে কি অপরিমেয় উচ্চ শিখর! পরন্তু এই সকল স্থান যেমত দেখিতে সুন্দর, মনুষ্যোপকার জননেও ততোধিক। শত ২ নদী এই স্থানহইতে নির্গতা হয়; এবং তাহারা পৃথিবীর যত দূর পর্য্যন্ত গমন করে তৎসর্ব্বত্র ধন ও সৌন্দর্য্য ও কুশলতার প্রবাহ বিস্তার করে। ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্রই উত্তম, সর্ব্বত্রই অপ্রমেয় জ্ঞানের দ্বারা চালিত হইতেছে। কেবল মনুষ্য—দুরাত্মা মনুষ্যই ইতোমধ্যে কুলাঙ্গার জন্মিয়াছে। বজ্র ও মহাবাতও উপকারজনক; কেবল মনুষ্য জাতিই এই মনোহর মণ্ডলের কলঙ্কস্বরূপ। হে পরমাত্মন্! কেন আমি এমত ঘৃণিত বংশে জন্মিয়াছিলাম, যাহার পাপাচরণদ্বারা অহরহ তোমার নিন্দা গান হইতেছে। যদ্যপি পৃথিবীর সর্ব্বত্র ও সকল বস্তু উপস্থিতাবস্থায় থাকিত, এবং মনুষ্য পাপাচরণ পরিত্যাগ পুরঃসর সত্য ধর্ম্মের অনুরত হইত, তাহা হইলে এই জগৎ কি অতুল্য সুখের আধার হইত! হে ঈশ্বর! কেন আমাকে এই পাপিষ্ঠদিগের সংশ্রবে রাখিয়াছ? ইহাহইতে আশু মুক্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ"।

এই বাক্য-সকল উচ্চারণ করিতে২ সরলের মনে দুর্জ্জয় বৈরাগ্য উপস্থিত হইল; এবং তিনি স্বয়ং জলে নিমগ্ন হইতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু পাদ-

প্রসারণ করিবামাত্র দেখেন যে জলহইতে এক মহাত্মা গন্ধর্ব্ব উত্থিত হইতেছে। তদ্দৃষ্টে আপন মানস সিদ্ধ করিতে তিনি বিরত হইলেন।

অতঃপর ঐ মহাত্মা সরলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন; "হে মনুষ্য সন্তান! আত্মহত্যা-রূপ দুষ্কর্ম্মহইতে ক্ষান্ত হও। জগৎপিতা তোমার ধর্ম্ম ও কৃতজ্ঞতা ও পরোপকারিতা ও উপস্থিত মনোবেদনা দেখিয়া আমাকে তোমার মঙ্গলার্থে প্রেরণ করিয়াছেন। মায়ামুগ্ধ ব্যক্তিদিগের মোহ-বিমোচনার্থে আমি নিযুক্ত আছি। আমার সমভি-ব্যাহারে আইস; এবং অপূর্ব্ব জ্ঞানদ্বারা আপন মনের মালিন্য দূর কর"।

সরল তৎক্ষণাৎ তড়াগ-গর্ভে অবতরণ করিয়া মহাত্মার পশ্চাদ্গামী হইলেন; এবং তড়াগের মধ্য-ভাগে উপস্থিত হইলে জলমধ্যে নিমগ্ন হই-লেন; ও ক্ষণ কালানন্তর জলের অধোভাগে সূর্য্যালোকে প্রদীপ্ত ও এতল্লোকের বৃক্ষ-তৃণাদি-বৎ বৃক্ষ-তৃণাদি-বিশিষ্ট এক অপূর্ব্ব লোকে উত্তীর্ণ হইয়া যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হওয়াতে মহাত্মা তাঁহাকে কহিলেন; "এই পৃথিবী দৃষ্টে তুমি অনা-য়াসে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পার। ব্রহ্মার সৃষ্টিতে পাপ দৃষ্টে পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ তোমার ন্যায় সন্দিগ্ধমনা হইয়াছিলেন। সেই সন্দেহ ভঞ্জনার্থে এই লোকের সৃজন হয়। এই স্থানের চরাচর সকল পদার্থ তুমি যে পৃথিবীহইতে আসিয়াছ তথা-কার পদার্থ তুল্য; কেবল এখানকার মনুষ্য তো-মাদিগের তুল্য নহে। ইহ নিষ্পাপ পৃথিবী; এই স্থানের ব্যক্তিরা দুষ্কর্ম্মরূপ মালিন্যতে আবৃত হয় না; ও ইহারা কদাপি কোন সজীব পদা-র্থের মন্দ করে না। যদ্যপি এই স্থান তোমার মনোনীত হয় তবে তুমি এই খানে অনায়াসে যাবজ্জীবন বাস করিতে পার। পরন্তু কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে আমি তোমার নিকট থাকিয়া তোমার সন্দেহ ভঞ্জন করিব।"

"নিষ্পাপ পৃথিবী! দুষ্কর্ম্মহীন মনুষ্য! হা পর-মেশ্বর! ইহাহইতে মঙ্গলদায়ক আর কি আছে? অকৃতজ্ঞতা, অন্যায়, অবিচার, জীবহিংসা, দোরা-ত্ম্যাদি পাপ, যাহাতে আমার জন্মভূমি ছারখার করিতেছে, তদ্রহিত মনুষ্যের সহবাসে কি সুখ! অমর হইয়া ভোগ করিলেও ঐ সুখের পর্য্যাপ্তি হয় না। পরমাত্মার ধন্যবাদ, যে তিনি এত দিনে আমার চিরপ্রার্থনীয় প্রদান করিয়াছেন।"

সরল এতদ্রূপে বক্তৃতা করিতে উদ্যত হইলে মহাত্মা তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন; "তো-মার বক্তৃতার সমাধা কর। এইক্ষণে এই দেশ পর্য্যটন করিয়া তোমার মনে যে কিছু জিজ্ঞাস্য হয় তাহা কহ; আমি তোমাকে উপদেশ দিতে প্রস্তুত আছি"।

এই আদেশানুসারে পথদর্শকের সমভিব্যা-হারে সরল অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে বন ও বন্য পশু ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না; ইহাতে সরল জিজ্ঞাসা করিলেন; "ঊর্দ্ধে যে পৃথি-বী রাখিয়া আসিয়াছি তথায় যদ্রূপ হিংস্র পশু সকল আছে এখানেও তদ্রূপ। এ বড় দুঃখের বি-ষয়; নারদ ঋষির নিকট আমি উপস্থিত থাকিলে ইহার নিবারণ করিতাম। প্রাণি মধ্যে খাদ্যখাদক ভাব অতি মন্দ। কেবল উদ্ভিদ বস্তু ভক্ষণ করাই সকলের কর্ত্তব্য"।

মহাত্মা কহিলেন; "তুমি পূর্ব্বে কেবল মনুষ্যের স্বভাব পরিবর্ত্তন হয়, এই মানস করিয়াছিলা; পূর্ব্ববৎ পশু থাকায় তোমার কোন আপত্তি ছিল না; অতএব এইক্ষণে এ কথা অযোগ্য। পরন্তু, প্রা-ণিদিগের অধিকাংশ আমিষ ভক্ষণ করে। যদ্যপি সকলেই উদ্ভিদ বস্তু ভক্ষণ করিত, তাহা হইলে

পৃথিবীর যে পরিমাণে উদ্ভিদ বস্তু উৎপন্ন হয় তাহাতে অতি অল্প প্রাণী খাদ্য প্রাপ্ত হইত। সুতরাং এইক্ষণে যৎসংখ্যক জীব আছে তাহার সম্যগ্ হ্রাস হইত। ফলতঃ প্রাণিদিগের পরস্পর খাদ্যখাদক সম্বন্ধ থাকাতে তাহাদের সংখ্যার হ্রাস না হইয়া সর্বতোভাবে বৃদ্ধিই হইয়াছে। পৃথিবীতে যে সঙ্খ্যক জীব আছে, তাহাদের সকলের উপযুক্ত উদ্ভিদ খাদ্য প্রস্তুত করিতে হইলে পৃথিবীর আয়তন তিন চারিগুণ বৃদ্ধি করিতে হইত"।

এই কথা কহিতে২ সরল এবং তাঁহার উপদেশক বন উত্তীর্ণ হইয়া জনসমাজে উপনীত হইলেন। সরল পাপরহিত মনুষ্যদিগের সহকারে যে সকল সুখভোগ করিবেন তাহাই ধ্যান করিতেছিলেন, এমত সময়ে এক জন মনুষ্য কএকটা কাঠবিড়ালদ্বারা তাড়িত হওয়াতে মহাভয়ে পলায়ন করিতেছে ইহা দেখিয়া কহিলেন; "কি আশ্চর্য্য! এব্যক্তি এমত দুর্ব্বল হেয় জীবের ভয়ে কি কারণে পলায়ন করিতেছে"? এই কথা কহিতে২ একজন মনুষ্য দুইটা ছাগের ভয়ে পলায়ন করিতেছে তাহা দেখিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন "এই আচরণের আমি কোন কারণ বুঝিতে পারি না। এ কি আশ্চর্য্য"?

গন্ধর্ব্ব প্রত্যুত্তর করিলেন; "জীব-হিংসা অধর্ম্ম বোধে এতল্লোকের ব্যক্তিরা কখন কোন জীবের প্রাণহানি না করাতে এইক্ষণে এস্থানে পশুদিগের সঙ্খ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে; এবং তাহারা সর্ব্বদা মনুষ্যদিগের প্রতি অত্যাচার করে"।

সরল কহিলেন; "এ বড় অবিবেচনার কর্ম্ম হইয়াছে। হিংসক পশুদিগকে সংহার করাই কর্ত্তব্য। দেখুন তাহাদের সংহার না করাতে কি অনিষ্ট ঘটিয়াছে"।

গন্ধর্ব্ব সহাস্যবদনে কহিলেন; "প্রাণিদিগের প্রতি তোমার পূর্ব্ব-প্রকাশিত স্নেহ এইক্ষণে কোথায় থাকিল? বোধ হয় একথা পূর্ব্বে তোমার হৃদয়ঙ্গম না হইয়া থাকিবে।" সরল কহিলেন; "এ আমার ভ্রম হইয়াছিল। এইক্ষণে আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে, যে পৃথিবীর সম্যগ্ সুখ ভোগ করণার্থে পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিতে হয়। যাঁহারা কেবল উদ্ভিদ বস্তু ভক্ষণের নিয়ম পোষক, তাঁহারাও দুগ্ধপান নির্দ্দোষী মনে করেন; কিন্তু অধুনা আমার বোধ হইতেছে, যে অত্যাচার ভিন্ন দুগ্ধের উপার্জন হয় না। পশুশাবকদিগের খাদ্যাপহরণদ্বারা দুগ্ধ প্রাপ্তি হয়; সুতরাং তাহা পাপ কর্ম। পরন্তু এই পশুদিগকে আমার আর দেখিতে ইচ্ছা নাই। চল মনুষ্যের অবস্থা অবলোকন করি"।

সরল এবং গন্ধর্ব্ব এতদ্রূপে কথোপকথন করিতে২ ক্রমশঃ মনুষ্য-আবাসের নিকট উত্তীর্ণ হইলে তথায় কোন উত্তম অট্টালিকা, কিম্বা সুচারু বিমান, কি মনোহর উদ্যানাদি কিছু না থাকায় সরল ক্ষুণ্ণমনা হওয়াতে গন্ধর্ব্ব তাহার মনোগত ভাব জ্ঞাত হইয়া কহিলেন; "এতল্লোকের জনগণ সকলেই আপন২ অবস্থায় সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট আছে। লোভ কি হিংসা কি মদমাৎসর্য্যাদি দুষ্ট মনোবৃত্তি-সকল ইহাদের কাহার শরীরে প্রবল নাই; সুতরাং গর্ব্ব ও অহঙ্কার প্রকাশ করণার্থে কেহ পরের হিংসাজনক অনাবশ্যক বৃহৎ বাটী কি উদ্যানাদি প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হয় না। যৎ সামান্য কুটীরে বাস করিয়া অনায়াসে কালযাপন হইতে পারে, অতএব অহঙ্কারজনক তাহাহইতে উৎকৃষ্ট বাটী বানাইবার কোন প্রয়োজন নাই"। সরল কহিলেন; "বোধ হয় তবে ইহাদিগের মধ্যে শিল্পকর, চিত্রকর, ভাস্করাদি সুসভ্য-বিদ্যা ব্যব-

সায়ী মাত্র নাই। অপর ঐ সকল বিদ্যাও বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে; তাহার অভাবে আমার কোন ক্ষতি নাই। এই স্থানের পণ্ডিতদিগের সহবাস আমার প্রার্থনীয়। তাহাদের জ্ঞানবিষয়ক-বিচার শ্রবণ করিবার লালসা আমার হৃদয়ে বলবতী হইয়াছে; অতএব চল, জ্ঞানিদিগের নিকট প্রস্থান করি"।

গন্ধর্ব্ব কহিলেন; "তোমার প্রস্তাব কি হাস্যজনক! জ্ঞানশব্দে কর্ত্তব্য কর্ম্মের আচরণ ও অকর্ত্তব্যের পরিবর্জন। এস্থানে সকলেই আপন২ স্বাভাবিক সংস্কারদ্বারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া থাকে; সুতরাং জ্ঞানির আর কি প্রয়োজন? যদি কহ যে জ্ঞান শব্দে পদার্থ সমূহের কারণানুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়া নানাবিধ স্বকপোল কল্পিত মত প্রকাশ করাকে বোঝায়, তাহা হইলেও ঐ জ্ঞান এই স্থানের উপযুক্ত হয় না, কারণ এখানকার সুবোধ ব্যক্তিরা কেবল অহঙ্কার জ্ঞাপক নিরর্থক কর্ম্মে কদাপি প্রবৃত্ত হয় না"। "এ কথা সত্য বটে। পরন্তু এই স্থানের ব্যক্তিরা বিশেষ প্রণয়ী বোধ হইতেছে না। সকলেই পৃথক২ বাস করিতেছে; কেহ কাহার সহিত সংস্রব করে না। সভ্যতার এমত রীতি কেন হইল"?

গন্ধর্ব্ব কহিলেন; "প্রেম ও সভ্যতা ভয় কি বন্ধুতা মূলক হয়। কিন্তু যে স্থানে কেহ কাহাকে ভয় করে না, এবং সকলে সকলকে সর্ব্বতোভাবে তুল্য প্রিয় জ্ঞান করে, ও সৎকর্ম্মে সকলেই তুল্যরূপে রত, সে স্থানে কি প্রকারে আত্মীয়তা কি সৌহৃদ্য কি সভ্যতা সম্ভবে"? সরল কহিলেন, "ভাল তাহাই না হইল। যে স্থানে আমার অবশিষ্ট জীবন ক্ষেপ করিতে হইবে, তথায় দুই একজন সমবয়স্ক সহচর পাইলে ভাল হয়। তাহাদের সহিত পরস্পর মনের ভাব প্রকাশ করিয়া যথাযোগ্য মিষ্টালাপে কাল যাপন করিব"।

গন্ধর্ব্ব তাহার প্রত্যুত্তরে কহিলেন; "ইহার প্রয়োজন কি? বৃথা বাক্যব্যয় ও নিরর্থক পরস্পর প্রশংসা করা বয়স্যদিগের ধর্ম্ম। তাহাতে পাপের উৎপত্তি হয়; সুতরাং তাহা নিষ্পাপিদিগের যোগ্য নহে"।

সরল পুনঃ কহিলেন; "সে যাহা হউক, এখানকার ব্যক্তিরা অবশ্য সুখী হইবেক, ইহাতে সন্দেহ নাই। লোভ, হিংসা, কৃপণতা, জুগুপ্সা, অর্জনস্পৃহাদি পাপ-সকল এই স্থানে নাই। সকলেই আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট আছে; এবং পরস্পর উপকার করিতে সমর্থ ও প্রবৃত্ত আছে"-কিন্তু এই কথা কহিবামাত্র কোন পীড়ার্ত্ত ব্যক্তির ক্রন্দন-ধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল; এবং তৎক্ষণাৎ তাহার উপকারার্থে তিনি নিকটে গিয়া দেখিলেন যে পথপার্শ্বে জনৈক কাশরোগী ব্যাধি-যাতনায় জর্জর হইয়া মৃদুস্বরে বিলাপ করিতেছে; ও ঐ ব্যক্তির অবস্থা দৃষ্টে কহিলেন; "একি আশ্চর্য্য! যে স্থানে পাপমাত্র নাই; যথায় সকলেই ধার্ম্মিক; সেস্থানে এমত দুরবস্থান্বিত ব্যক্তির উপকারার্থে কেহ প্রবৃত্ত হয় না? এস্থানে দয়ার এমত অভাব যে এতদ্রূপ রোগিকে গ্রাসাচ্ছাদন দিতে কেহ উৎসুক হয় না"? রোগী কহিল; "ইহাতে আশ্চর্য্য কি যে ব্যক্তিরা লোভী ও কৃপণ নহে; যাহারা আপনাদিগের আবশ্যক মত একবারের খাদ্য দ্রব্যমাত্র এককালে আহরণ করে; কদাপি কৃপণের ন্যায় প্রয়োজনাধিক বস্তু সঞ্চয় করিয়া রাখে না; তাহারা আপনাকে অথবা আপন পরিবারকে নৈরাশ না করিয়া আমার উপকার করিতে পারে না। কিন্তু একজনার মন্দ করিয়া অন্যের ভাল করা ধর্ম্ম নহে, সুতরাং এতদ্দেশস্থ নিষ্পাপি ব্যক্তিরা আমার

উপকার করিতে কি প্রকারে সক্ষম হইবে"? সরল এই কথা শুনিয়া তাঁহার সর্মভিব্যাহারির নিকট প্রত্যাগমন করত প্রশ্ন করিলেন; "এতদ্দেশে স্বদেশানুরাগ ধর্ম্ম কি প্রকার আছে? বোধ হয় ইহারা আপনাদিগের নিষ্পাপ পৃথিবীর পক্ষে সম্যগ্ অনুরাগান্বিত হইবেক"। গন্ধর্ব্ব কহিলেন "স্থির হও; আর এতদ্রূপ প্রশ্নদ্বারা আপন অদূরদর্শিতা প্রকাশ করিও না। পরের বস্তুহইতে আপন বস্তুকে প্রিয়মানা যদ্রূপ পক্ষপাতের ধর্ম্ম; পরের দেশহইতে আপন দেশের প্রতি অনুরাগান্বিত হওয়াও তদ্রূপ। সকলের প্রতি সমপ্রীতিই নিষ্পাপের ধর্ম্ম; এবং তাহাই এখানে প্রচার আছে"। সরল এই বাক্য সকল শ্রবণ করত ও নিষ্পাপ পৃথিবীর অবস্থা দৃষ্ট করত নিরাশ হইয়া কহিলেন, "হা! কি বিস্ময়জনক পৃথিবী! যথায় পরিমিত আহার ভিন্ন আর কোন ধর্ম্মই নাই; এবং সেই পরিমিত আহার ও বা কি? পশুমাত্রেই ঐ প্রকার মিতাহার করিয়া থাকে। দয়া, ধর্ম্ম, বিক্রম, স্বদেশানুরাগ, ঔদার্য্য, বন্ধুতা, জ্ঞান, সদালাপ, ইত্যাদি সুখদায়ক কোন ধর্ম্মপদার্থই এস্থলে নাই। হে মহাত্মন্! এমত পৃথিবীহইতে আমাকে মুক্ত কর। ব্রহ্মার সৃষ্টিতে আমাকে পুনঃ স্থাপিত কর। নারদ ঋষির নিষ্পাপ পৃথিবীহইতে সে সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট। অকৃতজ্ঞতা, ঘৃণা ও অবজ্ঞায় আর আমার মনোবেদনা জন্মিবেক না, যেহেতুক সেই সকল যাতনা জগৎপিতার অতুল্য মহিমায় যে দোষারোপণ করিয়াছি সেই মহা পাপের উপযুক্ত শাস্তি। এইক্ষণে আপনি পাপহইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া সেই জগদীশ্বরের অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টিতে বাস করত অন্যের প্রতি স্নেহ করি, এই আমার মানস"।

এই কথা শুনিবামাত্র গন্ধর্ব্ব অন্তর্হিত হইলেন; সরল তড়াগ সন্নিধানহইতে প্রত্যাগমন করত স্বদেশে যাত্রা করিলেন, এবং এইস্থলে আমাদের উপন্যাসেরও উপসংহার হইল।

বোড়া সর্পের ইতিহাস।

সরে নামক প্রদেশের পশুবাসোদ্যানে যে সকল অদ্ভুত জন্তু সংগ্রহ হইয়াছে তন্মধ্যে বোড়া নামক সর্প অতি চমৎকার। এই প্রকাণ্ড অজগর, এক বৃহৎ পিঞ্জর মধ্যে কুণ্ডলিত হইয়া থাকে; এবং ঐ পিঞ্জরের উপরি ভাগস্থ ছিদ্র দিয়া অবাধে দৃষ্টি করা গিয়াছে যে ঐ বিষধর কএক সপ্তাহ স্থির ও স্পন্দনরহিত ভাবে পড়িয়া থাকে, কারণ বোড়া জাতীয় সর্প মাত্রেই প্রায় সর্ব্বদা অলসাবস্থায় কালক্ষেপ করে। ইহাদের ক্ষুধার উদ্রেক অনেক দিবসানন্তর হয়; এবং যখন ঐ ক্ষুধা বড় প্রবলা হইয়া উঠে, তখন তাহাদের বহুকাল ব্যাপি আলস্য পরিহার পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করত পূর্ব্বাবস্থায় যে প্রকার অত্যন্ত নিরুদ্যম ছিল তদপেক্ষায় অধিক পরিমাণে চঞ্চল ও খাদ্য বস্তু আহরণে তৎপর হয়। প্রস্তাবিত অহিরাজ পিঞ্জর বদ্ধাবস্থায় এক মাস অথবা ছয় সপ্তাহের পর আহার করে; এবং তৎসময়ে একটা কুক্কুট বা শশক পিঞ্জরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রাস করে।

সর্পজাতি মাত্রেই মাংসভোগী; তন্মধ্যে যাহারা ক্ষুদ্র তাহারা কীট, ইন্দুর, গৃহগোধিকা, ও শম্বুক প্রভৃতি ক্ষুদ্র২ জীব ভক্ষণ করিয়া থাকে। বৃহৎকায় উরগেরা বিশেষতঃ বোড়া সর্পেরা বড়২ চতুষ্পদ জন্তু আক্রমণ করে। বোড়া সাপ খরগোশের ন্যায় ক্ষুদ্র জন্তুকে গ্রাস করিতে কোন

প্রকার ক্লেশ বোধ করে না, যেহেতুক এই জাতীয় অহিদিগের গলার ও মুখের গঠন এরূপ সঙ্কলিত যে মুখব্যাদান করিলে আপন শরীরের ব্যাসাপেক্ষা বৃহৎ জন্তুকেও নিগিলন করিতে পারে। যখন ঐ নাগ কৃষ্ণসারের ন্যায় বৃহৎ চতুষ্পদ জীবকে আক্রমণ করে তখন আপন শরীর তাহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করত অত্যন্ত বলপূর্ব্বক তাহার প্রধান২ অস্থি সমুদায় চূর্ণ করণদ্বারা তাহার শরীরের আয়তন ক্রমশঃ হ্রাস করত বহু কষ্টে গ্রাস করে; এবং তৎসময়ে কখন২ কণ্ঠাবরোধ হওনোপক্রম হয়।

বোড়া সর্পের অদ্ভুত ক্ষমতা বিষয়ে নানাবিধ ইতিহাস প্রচার আছে। ইহারা স্বীয় বিষম শক্তিদ্বারা ব্যাঘ্র ও মহিষ প্রভৃতি জন্তুচয়কে নষ্ট করিয়া থাকে। ১৮-১৭ সালে লার্ড আম্হর্ষ্ট সাহেব স্বগণ সমভিব্যাহারে যে জাহাজে ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন, সেই জাহাজদ্বারা ব্যাটেবিয়া নামক নগর হইতে একটা বোড়া সর্প পূর্ব্বোক্তদেশে নীত হইয়াছিল।

এই ভুজঙ্গের আকৃতি যদিও অত্যন্ত বৃহৎ ছিল না, তথাচ অসাধারণ বটে। কোন সময়ে তাহার পিঞ্জরে একটা সজীব ছাগ রাখিবাতে সে তাহার প্রতি কিয়ৎকাল দৃষ্টিপাত করত জিহ্বাদ্বারা আস্বাদ লইয়া, পশ্চাৎ মস্তক উত্তোলন করত তাহার গলদেশে দংশন করিল। দুর্ভাগ্য ছাগল দংসিত হওয়াতে সক্রোধে আপন শৃঙ্গদ্বারা সর্পকে আঘাত করিলেক। বিষধর ইহাতে কোপান্বিত হইয়া তাহাকে বধ করণাভিপ্রায়ে প্রথমতঃ তাহার পদে আক্রমণ করত উহাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া, পরে অদ্ভুত বেগে তাহার গাত্রে বেষ্টন করত বলপূর্ব্বক তাহার গলদেশ দারণ করিলেক। ছাগ ইহাতে নির্জীব হইয়া পড়িল, এবং পলাইবার জন্য কোন প্রকার চেষ্টা করিতে পারিল না। ছাগলের মৃত্যুর পর সর্প কিয়ৎক্ষণ একভাবে অবস্থান করণানন্তর ক্রমে২ শ্লথ হওত বন্ধন মোচন করিয়া ঐ মৃগয়া-লব্ধ পশুকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ অজাকে জিহ্বাদ্বারা চাটিয়া তাহার মস্তক আপন গলদেশের মধ্যে টানিতে লাগিল, কিন্তু তাহার শৃঙ্গ চারি বুরুল লম্বা প্রযুক্ত মস্তক গলাধঃকরণ ক্লেশকর হইল। সর্প তাহাতে নিরুদ্যম না হইয়া প্রায় দুই ঘণ্টা কাল পরিশ্রমানন্তর সেই মৃত ছাগকে উদরস্থ করিলেক। এই অদ্ভুত ভোজন-সময়ে সর্পের শরীর এমত বিকটাকার হইয়াছিল যে কণ্ঠাবরোধ যাতনা ও কপোলদ্বয় বিদীর্ণ ও ছাগ-শৃঙ্গ তাহার চর্ম্মভেদ করিয়া যেন নিঃসৃত হইতেছে এমত বোধ হইল। আহারাবসানে সর্পের ব্যাস পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণহইয়াছিল। তৎপরে কিয়দ্দিবসাবধি ঐ উরগরাজ এমত নিষ্পন্দাবস্থায় এক স্থলে পড়িয়াছিল যে বিরক্ত করিলেও সে ঐ অবস্থা ত্যাগ করে নাই।

রা. চ. মি.

বে বৃক্ষ।

উদ্ভিজ্জ বস্তুদ্বারা মনুষ্যের যে প্রকার উপকার হয় এমত অন্য কোন পদার্থে সম্ভবে না। জীবনের অবলম্বন স্বরূপ অন্ন, সুখাদ্য ফল, মধুর প্রতিনিধি-স্বরূপা সর্করা, সুগন্ধি ও সুরম্য পুষ্প, শ্রান্ত পথিকদিগের প্রেয়সী-প্রতিরূপা ছায়া, শীত-নিবারক বস্ত্র, এতৎ সমুদয় উদ্ভিদ্ পদার্থ হইতে জন্মে। বৃক্ষ উদরের পূর্ত্তিকর, জিহ্বার তৃপ্তিকর, নয়নের সুখদ, নাসিকার প্রমোদক, এবং ত্বকের শান্তিহৃৎ। ফলতঃ আমাদিগের প্রায় সকল ইন্দ্রিয়ের সম্ভোগ বৃক্ষবর্গহইতে উৎপন্ন হয়। অপিতু জীব দেহে যে সকল আশ্চর্য্যজনক পদার্থ দৃষ্ট হয় তরু সম্বন্ধে ও তাহার কোন অংশে লাঘব নাই। বৃক্ষদিগের স্ত্রীপুরুষ ভেদ, জাতি ভেদ, গর্ভসঞ্চার, ভিন্ন২ জাতি সংশ্রবে বর্ণ সঙ্কর অপত্যের উৎপাদন, বিষয়ক বিচারাপেক্ষা বিস্ময় জনক পদার্থ আর কি হইতে পারে? বৃক্ষ জড় পদার্থ; অথচ ইহাদের ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান বিলক্ষণ আছে; এবং তদনুসারে তাহারা অনিষ্ট বস্তুর পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক ইষ্ট বস্তুকে গ্রহণ করে; কদাপি তাহার অন্যথা করে না। একথা এমত বিস্ময় জনক যে অনেকের পক্ষে আশু বিশ্বাস যোগ্য বোধ হইবেক না; কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলে ইহার পরম সত্যতা অনায়াসেই ব্যক্ত হইতে পারে। বৃক্ষ-বর্গের আকৃতি ও স্বভাব বিষয়ে নানা প্রকার লক্ষণ-ভেদ দৃষ্ট হয়। তাহাদের কোন২ ব্যক্তি এমত ক্ষুদ্র যে মনুষ্য চক্ষুর দুর্লক্ষ; অপর কেহ এতাদৃশ বৃহৎ যে, বোধ হয়, তাহার অগ্রভাগ আকাশ ভেদ করত মেঘোপরি আরোহণ করিতেছে। পৃথিবী মধ্যে অনেক পাইন্ বংশীয় বৃক্ষ আছে, যাহারা ২০০-২৫০ হস্ত দীর্ঘ হয়; অপর কোন ২ বৃক্ষ এতাদৃশ স্থূল * যে বিংশতি মনুষ্য হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহাদিগকে বেষ্টন করিতে পারে না। বটবৃক্ষের বৃহৎ কায় সকলেই জ্ঞাত আছেন। সুরত দেশস্থ এক বট বৃক্ষের ছায়া এত বিস্তার যে তাহার নীচে অনায়াসে ১৪০০ ব্যক্তি অবস্থান করিতে পারে। অশ্বত্থ বৃক্ষও এ বিষয়ে প্রধান। ভগবদ্গীতায় এতৎ বৃক্ষের মাহাত্ম্য প্রকাশ করণাভিপ্রায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে আপন সাদৃশ্য রূপে বর্ণন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ঝাউ বংশীয়, দেবদারু বংশীয়, ও তাল বংশীয় নানা বিধ অতি দীর্ঘকায় বৃক্ষ-সকল এতদ্দেশে প্রসিদ্ধ আছে। উদ্ভিজ্জ বস্তু মধ্যে সৈবালকে সহসা অতি ক্ষুদ্র গণ্য করা যায়; কিন্তু কোন সৈবাল এমত দীর্ঘ আছে যে তাহার তুল্য বৃক্ষ অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। হোম্বোল্ডট্ সাহেব লেখেন যে সমুদ্র মধ্যে ৫০০ ফুট দীর্ঘ সৈবাল সর্ব্বদা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৃক্ষদিগের অনেকে উষ্ণ দেশ প্রীয়; কেহ২ হিম দেশে উত্তমরূপে জন্মে; কেহবা সম কটিবন্ধে বর্দ্ধিষ্ণু হয়; অন্যত্র আনিলে মরিয়া যায়। বৃক্ষের অনেকেই সুরস উর্ব্বরা ক্ষেত্রে উত্তমরূপে প্রতিপোষিত হয়; অথচ কোন২ বৃক্ষ মৃত্তিকা হীন পর্ব্বতোপরি জন্মে; সরস মৃত্তিকায় রোপিত হইলে তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া যায়। অপর কেহ ২ শুষ্ক কাষ্ঠোপরি অবলম্বন করত তাহাহইতে রস শোষণ করিয়া কালযাপন করে †; কদাপি মৃত্তিকা স্পর্শ করে না। কতক্ গুলিন বৃক্ষ এক বৎসর কাল মধ্যে জীবনের কর্ম্ম নিষ্পন্ন করতমরিয়া যায় ‡। কাহার জীবন দুই বৎসর কাল ব্যাপি ‖; এবং অপরে রশত২ বৎসর পর্য্যন্তও বর্ত্তমান থাকে §।

* অফ্রিকা দেশস্থ "বাবোয়াব" বৃক্ষ।

† আগাছা।

‡ প্রাচীন গ্রন্থকারেরা ইহাদিগকে "ওষধি" শব্দে কহেন।

‖ দ্বিবার্ষিকী।

§ বহুবার্ষিকী।

পুষ্প বিষয়েও বৃক্ষ জাতির বিবিধ লক্ষণ ভেদ আছে। নারিকেল বৃক্ষে অতি ক্ষুদ্র পুষ্প হইতে বৃহদাকার ফল সম্ভবে; ততঃ দক্ষিণ অমরিকা দেশজ "আরিষ্টোলোকিয়া কর্ডেটা" নামকপুষ্প, যাহার আয়তন ১ হস্ত এবং তদ্দেশীয় বালকেরা টোকার ন্যায় তাহাদ্বারা মস্তক আচ্ছাদন করে, তাহার ফল অতি ক্ষুদ্র। কোন পুষ্প অবিকল ভ্রমরের আকার; কেহ বা প্রজাপতি, কেহ বা পক্ষ্যাকৃতি হয়। পুষ্প স্বাভাবিক ক্ষুদ্র ও লঘু; অথচ কোন ২ পুষ্প অতি বৃহৎ হয়। সুমাত্রা দ্বীপে "রাফল্লিয়া" নামক এক পুষ্প আছে তাহার আয়তন ২ হস্ত; এবং পরিমাণ ৭ সের। পুষ্প-সকলের কমনীয় অংশ তাহাদের বর্ণ ও গন্ধ। পৃথিবী মধ্যে যে কোন মনোহর বর্ণ মনুষ্য-নয়ন-গোচর হইয়াছে তৎ সমুদয় পুষ্পেতে যে প্রকার পরিপাটীর সহিত বিভাষমাণ আছে এমত আর কুত্রাপি নহে; এবং প্রায় সকল উৎকৃষ্ট সৌরভ-পদার্থ পুষ্প হইতে জন্মে। বঙ্গদেশীয় অনেকের এতদ্বিষয়ে এক ভ্রম আছে। তাঁহারা মনে করেন যে পুষ্পের সমাদরণীয় পদার্থ সৌরভমাত্র, এবং যে পুষ্পের সৌরভ নাই তাহা আদর যোগ্য নহে। তরু সকল যে আমাদিগের প্রায় সকল ইন্দ্রিয়ের সম্ভোগার্থে হইয়াছে তাহা তাঁহাদের মনে উদিত থাকিলে, বোধ হয় যে, তাঁহারা এ কথা কহিতেন না। সুন্দর বর্ণ ও সদ্গন্ধ একত্র থাকিলে গুণের বাহুল্যে অধিক আদরণীয় হয় বটে; কিন্তু যে পুষ্প অনির্বচনীয় মনোহর বর্ণে বন প্রফুল্ল করে তাহা কি সুগন্ধাভাব প্রযুক্ত আমাদের আদরনীয় হইবেক না? বিচিত্রিত ময়ুর কি সুস্বরাভাব প্রযুক্ত আমাদিগের হেয় হইবেক? সপুষ্প কিংশুকবন দর্শনানন্তর যে কেহ সৌরভ পূর্ণ মল্লিকা দর্শন করিয়াছেন তিনি অনায়াসে মীমাংসা করিতে পারেন যে নির্গন্ধ পলাশ আদর যোগ্য কি না।

বৃক্ষ বর্গের মাহাত্ম্য প্রতি কটাক্ষমাত্র এতৎ সংখ্যার নিয়মিত পত্র পরিপূর্ণ হইল, এবং প্রকৃত প্রস্তাবালোচনার স্থানাভাব প্রযুক্ত তদ্বিষয়ে যথা যোগ্য বিবরণ এইক্ষণে প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়াছি। পরন্তু ৭৮ পৃষ্ঠায় তদ্বিষয়ক ছবি প্রকাশ হইয়াছে সুতরাং তৎসম্বন্ধে আমাদিগের যৎকিঞ্চিৎ অবশ্য বক্তব্য হইয়াছে।

বে বৃক্ষ ইউরোপ খণ্ডে অতি প্রসিদ্ধ। দারুচিনি যে প্রকার বৃক্ষে জন্মে ইহাও তদ্রূপ; এবং ইহার সুগন্ধ ফল ও পত্র প্রাচীন গ্রীস ও রোম রাজ্যে অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ইহার পল্লব নির্ম্মিত মুকুট উক্ত দেশ-দ্বয়ে বিশেষ সম্মানের চিহ্ন রূপে গণ্য হইত; এবং তাহার প্রাপ্ত্যর্থে তদ্দেশীয় যোদ্ধা ও কবিগণেরা প্রাণপণে স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন। বে পত্র সুগন্ধি বিশিষ্ট, তৎপ্রযুক্ত বিলাতি রন্ধন শালায় সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। ইহার ফলেও সুগন্ধ তৈল জন্মে; এবং বিলাতি চিকিৎসকেরা নানাবিধ রোগাপনয়নার্থে ইহাকে ব্যবহার করিয়া থাকে।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ।

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

১ খণ্ড] শকাব্দা ১৭৭৩, চৈত্র। [৬ সংখ্যা।
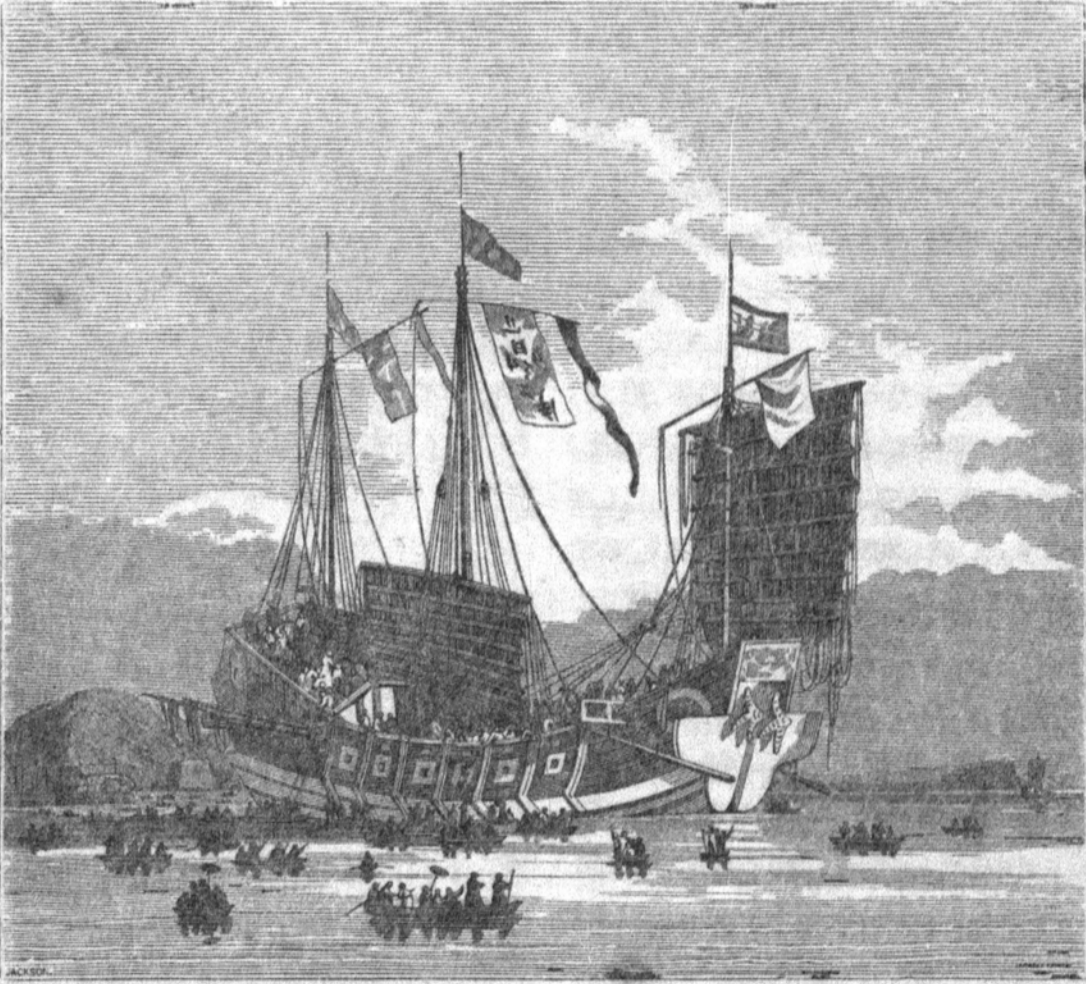
চীনদেশীয় জঙ্ক নামক সমুদ্র নৌকা।

সমুদ্র-পথ-দ্বারা দূরদেশে গমনাগমন জন্য যে সকল উপায় প্রচার আছে তন্মধ্যে চীনদেশীয় "জঙ্ক" নামক তরী সর্ব্বকনিষ্ঠ। পোত নির্ম্মাণ বিষয়ে "হোনরে চীন ও হুজ্জতে বাঙ্গালা" এই প্রসিদ্ধ বাক্য চীন-জাতির প্রতি কদাপি প্রয়োগ হইতে পারে না। প্রায় পঞ্চদশ-শত বৎসর হইল তাহারা সমুদ্র পর্য্যটন করি-

তেছে; কিন্তু ঐ বিস্তার কাল মধ্যে তাহাদের সমুদ্র যানের অবস্থা কোন প্রকারে উৎকৃষ্টা করিতে পারে নাই; পূর্ব্বাপর সমপ্রকার হীন অবস্থাতেই রাখিয়াছে। উপরে মুদ্রিত চিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে অনায়াসে ব্যক্ত হয় যে ঐ উডুপবৎ দুর্ব্বল ক্ষণভঙ্গুর পোতে সমুদ্র পার হওন অত্যন্ত ক্লেশকর ও আপদজনক। ফলতঃ চীন দেশের নিকটবর্ত্তী সমুদ্র প্রায় সর্ব্বদা স্থির অবস্থায় না থাকিলে এই পোত নিতান্ত হানিকর হইত। এই তরীর আয়তন অতি বিস্তার। ইহার গর্ভে ১০ সহস্র অবধি বিংশতি সহস্র মন দ্রব্য অনায়াসে স্থান প্রাপ্ত হয়; এবং তাহা চীন দেশীয় স্থির সমুদ্র দিয়া স্থানান্তর করণে কোন ব্যাঘাত হয় না। জঙ্ক তরীর অধিকাংশ বংশ ও শর নির্ম্মিত; বিলাতি জাহাজের ন্যায় ইহাতে লৌহ নির্ম্মিত যন্ত্র তাদৃশ অধিক নাই। চীনেরা পাইল নির্ম্মাণার্থে কেম্বিস্ বস্ত্রের পরিবর্ত্তে শর নির্ম্মিত মাদুর ব্যবহার করে। প্রতি জঙ্কে ৩ টা করিয়া মাস্তুর থাকে; এবং তাহার প্রত্যেক মাস্তুরে ৩ খানা মাদুরের পাইল ব্যবহার হয়। এই দুর্ব্বল পাইল বায়ুর বিরুদ্ধে চালিত হইলে অনায়াসে ভগ্ন হয়, সুতরাং বিলাতি জাহাজ যে প্রকারে বায়ুর বিপক্ষে গমন করে, তদ্রূপ জঙ্ক তরী করিতে পারে না। বিলাতি জাহাজ সুদৃঢ় স্থূল কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত হইয়া তাম্র পাতে আচ্ছাদিত হয়; জঙ্ক তরী তদ্রূপ না হওয়াতে অনায়াসে ভগ্ন হইয়া গর্ভস্থ দ্রব্যাদি সহ জলমগ্ন হইত; কিন্তু চীন দেশীয় নাবিকেরা তাহার সদুপায়ের নিমিত্তে জঙ্কের গর্ভমধ্যে বহু কুটীর নির্ম্মাণ করে; এবং ঐ কুটীর সকলের পরস্পর সংশ্রব রাখে না। ইহাতে তরীতল ভগ্ন হইলে এক কালে একটী কুটীর মাত্র জলে পরিপূর্ণ হয়, এবং অপর কুটীর সকলের সহিত তাহার কোন সংশ্রব না থাকায় সে জলে কোন হানি হয় না; ও তরীতল ছিদ্র রোধ করণেও বিশেষ ক্লেশ হয় না। জঙ্ক তরীর নাবিকেরা বেতনভুক নহে; তরীসঞ্চালনে যে লভ্য হয় তাহা তাহারা আপন২ পদের অনুসারে বিভাগ করিয়া লয়।

মনুষ্যের প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত।

মনুষ্য কি? এই প্রশ্নোত্তরে কোন সুচতুর পণ্ডিত কহিয়াছিলেন "যাহার সহিত আমরা সকলেই সর্ব্বোত্তম রূপে পরিচিত আছি সেই মনুষ্য।" এই প্রত্যুত্তর অবলম্বন করত আমরাও মনুষ্যের লক্ষণ নিরূপণে প্রবৃত্ত না হইয়া তাহাদের প্রাকৃতিক অবস্থা বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ প্রকটন করিতেছি। ইহার বিস্তার বিবরণ এতৎ ক্ষুদ্র পত্রে সম্ভবে না; সুতরাং এই সঙ্ক্ষেপ সঙ্গ্রহ মাত্র প্রকাশ হইল।

কোন২ গ্রন্থকার লেখেন যে মনুষ্য স্বভাবতঃ চতুষ্পদ প্রাণী, বহুকাল অভ্যাসদ্বারা দ্বিপদে গমন করিতে শিখিয়াছে; এবং ইহার প্রমাণার্থে কএক মনুষ্যের ইতিহাস লিখিয়াছেন, যাহারা বনে পশুর ন্যায় বাস করিত, এবং বাক্যালাপ করিতে অক্ষম ছিল। এই প্রকার লিখিয়া ইহাঁরা এই সাব্যস্ত করেন যে মনুষ্য সুবোধ বানর বিশেষ। মনুষ্য ও বানরে অনেক লক্ষণে ঐক্য হয় বটে, কিন্তু তদ্ধেতুক তাহাদিগকে বিজ্ঞ বানর কহিবার কোন ফল নাই। প্রাণিসমূহ অতি অধম অবস্থা হইতে উত্তর২ উত্তম অবস্থা প্রাপ্ত হইবাতে যে গণ যাহার উত্তর হয় তাহার সহিত পূর্ব্বগণের অনেক বিষয়ে ঐক্য থাকে; তথা মানবগণেরই পরে বানরগণ হইবাতে উভয়গণের মধ্যে অনেক বিষয়ে একতা আছে; কিন্তু বানরের উত্তরগণের সহিত বানরগণের

যে প্রকার লক্ষণের তুল্যতা দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ মনুষ্য বানরে নাই; এই কারণ বিজ্ঞ প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা মনুষ্য ও বানরকে এক গণ মধ্যে নিরূপণ করেন না। পরন্তু এপ্রকার কহিলে গোকে মেষ বিশেষ, এবং অশ্বকে ছাগশ্রেষ্ঠ কহিবার বাধা থাকিত না।

উর্দ্ধাকৃতি এবং দুইপদে গমনশক্তি স্বভাবতঃ মনুষ্য ভিন্ন অন্য কোন স্তন্যজীবি প্রাণির নাই। কতগ্‌ গুলিন্‌ প্রাণিকে শিক্ষাদ্বারা পশ্চাৎ পদদ্বয়ে গমন করান যাইতে পারে বটে; কিন্তু সরলতা ও স্বচ্ছন্দতার সহিত এবং ইচ্ছা বশতঃ তাহারা দুই পদে গমন করিতে পারে না। বানরের কর মনুষ্য-করের তুল্য, কিন্তু তাহাদের পদ উর্দ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিবার যোগ্য নহে। ইহাদের পদাঙ্গুষ্ঠ অপর অঙ্গুলি সকলের বিপক্ষ থাকিয়া বৃক্ষ শাখাদি ধৃত করিবার যোগ্য হয়; এবং ঐ পদের ও উহাদিগের করের আকৃতি অভেদ প্রযুক্ত কুবীয়র সাহেব বানরকে চতুষ্কর প্রাণী, এবং মনুষ্য-পদ কেবল উর্দ্ধ হইয়া ভ্রমণোপযোগ্য ও করদ্বয়মাত্র বস্তু-ধৃত করণক্ষম হইবাতে, মনুষ্যকে দ্বিকর প্রাণী, কহেন।

উর্দ্ধাকৃতি হইবাতে মনুষ্য আপন হস্তকে উত্তম রূপে ব্যবহার করিতে পারে। ঐ হস্ত বানরের হস্তের সদৃশ হইয়াও উহাহইতে নিপুণ এবং উত্তমরূপে গঠিত হইয়াছে। মনুষ্যের করাঙ্গুষ্ঠ স্থূলকায়; এবং তাহাদের অনামিকা ভিন্ন সকল অঙ্গুলীর ভিন্ন২ গতি আছে; এবং তাহারা আপন২ প্রশস্ত নখদ্বারা অতি ক্ষুদ্র২ বস্তু ধারণ করিতে পারে। ইহাদের বাহুর গতিও যথেষ্ট বিস্তার। অপিচ এই সকল শুভ গঠন সত্ত্বেও মনুষ্য আপন শরীরের তুল্য শরীরি অন্য প্রাণি-সকলহইতে দুর্ব্বল, এবং ইহাদিগের গতিও দ্রুত বা বেগবান হয় না। অধিকন্তু ইহাদিগের শরীর রক্ষার্থে স্বভাব-দত্ত কোন অস্ত্র কিম্বা আচ্ছাদনও নাই; সুতরাং মনুষ্য যিনি সভ্যাবস্থায় পৃথিবীস্থ সকল প্রাণির প্রভু এবং জয়কর্ত্তা হইয়াছেন, তেঁহ স্বভাবতঃ সকল পশুহইতে দুর্ব্বল, ক্ষীণ এবং নিরাশ্রয় হয়েন।

প্রাণি-সকলের জন্মাবধি যৌবনাবস্থার মধ্যগত সময়কে শৈশবকাল কহি। এইকালে ইহারা আত্মপ্রতিপালন ও বংশ রক্ষা করিতে পারে না। এতৎ কারণ প্রযুক্ত তাহারা তৎ সময়ে পিতৃ-মাতরাশ্রয়ে থাকে। দেশ, অবস্থা ও প্রাণিভেদে শৈশবাবস্থার সীমার অন্যথা হয়। মনুষ্যের শৈশবাবস্থা হস্তী ও খড়্গী ভিন্ন সকল পশুহইতে বহুকাল ব্যাপিকা; কিন্তু এই অবস্থার ব্যাপকতা মনুষ্যের মন্দকারী হয় না; বরং সম্পূর্ণ লাভজনক হইয়াছে। কারণ ঐ সময়ে জনক জননীর নিকটে থাকিয়া তাহাদের জ্যেষ্ঠত্বের ফল যে বিজ্ঞতা তাহাকে শিক্ষাদ্বারা উপলব্ধ হইবায় মনুষ্যেরা যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হওত আত্ম-প্রতিপালনাদি কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে বিজ্ঞতার অভাবে তৎকর্ম্ম সম্পন্নার্থে অক্ষম হয় না। শৈশবাবস্থা অল্পকাল-ব্যাপিকা হইলে অবকাশাভাবে অল্প শিক্ষায় জ্ঞানোপার্জন করিতে অপারক হইয়া যুবত্ব প্রাপ্ত হওত মনুষ্যেরা স্ব২ কর্ম্ম নিষ্পাদনে অপটু হইত। অধিকন্তু, যে সকল পশুরা শীঘ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তাহাদের জীবনের পরিমাণ অল্প; সুতরাং মনুষ্য অল্পকালে যৌবন প্রাপ্ত হইলে তাহাদের পরমায়ুও অল্প হইত। ভারতবর্ষাদি গ্রীষ্মদেশে মনুষ্যেরা ২০ বৎসরে যুবত্ব প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তাহাদিগের শরীর চতুর্ব্বিংশতি হইতে অষ্টাবিংশতি বৎসর অবধি বৃদ্ধি হইতে থাকে। তৎপরে স্থূল হইতে পারে; কিন্তু দীর্ঘে আর বৃদ্ধি হয় না। স্ত্রীলোকেরা পুরুষহইতে শীঘ্র তরুণত্বে আইসে। এপ্রদেশে স্ত্রীলোকদিগের যৌবন কাল

ষোড়শবৎসর; এবং অনেক নগরবাসিনীর দেহে উহাহইতেও শীঘ্র, ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ বৎসর মধ্যেই যৌবনাবস্থার লক্ষণ-সকল উদিত হয়। শীতল দেশে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই দুই তিন বৎসর বিলম্বে যুবত্ব প্রাপ্ত হয়। নগরহইতে পল্লীগ্রামেও তদ্রূপ; এবং শরীর ব্যাধিতে জড়িত থাকিলেও যৌবনাবস্থার বিলম্বে আরব্ধ হয়।

জন্মাবধি প্রৌঢাবস্থা পর্য্যন্ত শরীর শরীরস্থ ইন্দ্রিয়াদি সকলের পরিমাণের গঠনের ও তীক্ষ্ণতার ও প্রাখর্য্যতার ও শক্তির ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। তৎপরে যত বয়স অধিক হইতে থাকে তত অস্থি সকল অতি দৃঢ় হয়, মাংসপেশী-সকল কঠিন হয়, উপাস্থি-সকল অস্থি হইয়া যায়, অন্তরস্থ ত্বক্-সকল কঠিন হইয়া উপাস্থিবৎ হয়, ইন্দ্রিয়-সকল আপন২ কর্ম্মে অক্ষম হয়, শক্তির হ্রাস হয়, এবং মনুষ্য-শরীর যাহা আদৌ কোমল ও নম্য, ও সকল কর্ম্মে তৎপর এবং ইচ্ছার অধীন থাকে তাহা ক্রমশঃ কঠিন, জড়, এবং ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই সকল ঘটনা মৃত্যুর প্রধান এবং উন্মুখ কারণ; এবং ইহাদের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া শরীর সম্পূর্ণ জরা হওত পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু এই প্রকার জরা হইয়া অল্প লোকে মরে। ব্যাধি, যুদ্ধ, দুরাচার ও হিংসাতেই অনেককে বিনাশ করে। জন্মাবধি অষ্টম বর্ষ মধ্যে ব্যাধিতে অর্দ্ধেক বালকের মৃত্যু হয়। অপর অর্দ্ধেকের মধ্যে অতি অল্প লোক মারিভয়, যুদ্ধভয়, কালস্বরূপ অপরিমিত ইন্দ্রিয় সুখ এবং অন্যান্য দুর্দান্ত শত্রুহইতে ত্রাণ পাইয়া পরে বৃদ্ধাবস্থাতে পরমায়ু শেষে স্ব২ কারণে লীন হয়।

মনুষ্য পরমায়ুর সংখ্যা নিশ্চিত নাই। এতদ্দেশে অধিকাংশের জীবন সংখ্যা সপ্ততি বৎসর; এবং শীতল দেশে ইহার কিঞ্চিৎ অধিক। কিন্তু অনেক দৃষ্টান্ত আছে যাহাতে মনুষ্য এই সংখ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইংলণ্ডদেশস্থ ইয়র্কসায়র প্রদেশবাসী হেনরী জঙ্কিন্স্ নামক এক ব্যক্তি দীর্ঘজীবি মধ্যে অগ্রগণ্য। ইংরাজি ১৬৭০ অব্দে ডিসেম্বর মাসের ৮ দিবসে একশত ঊনসপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে এই ব্যক্তির মৃত্যু হয়!!! ঐ প্রদেশস্থ ফ্রান্সিস্ কন্সিষ্ট নামক এক ব্যক্তি একশত পঞ্চাশৎ বৎসর জীবিত ছিল। ইংরাজি ১৭৬৮ অব্দে জানুয়ারি মাসে ইহার মৃত্যু হয়। ইংরাজি ১৭৭১ অব্দে মার্গেট ফষ্টর নাম্নী এক শত ষট্ত্রিংশৎ-বর্ষ-বয়ঃক্রমিণী এক স্ত্রী ও এক শত চতুর্বর্ষ বয়ঃক্রমিণী তাহার কন্যা একত্রে কম্বর্লেণ্ড দেশে দৃষ্টা হইয়াছিল। তমস্ পার নামক এক ব্যক্তি ১৫২ বৎসর বাঁচিয়াছিল। উইলিয়ম্ ইবান্স্ ১৪৫ বৎসর বাঁচিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন অনেক লোক এদেশে এবং অন্যত্র শতাধিক বর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত ছিল এবং আছে, কিন্তু তাহাদের নাম ও নিবাস লিখিয়া পাঠকগণকে শ্রান্ত করিবার ফলাভাব।

দেশভেদে মনুষ্যের আকৃতি, গঠন, বর্ণ এবং স্বভাবের বৈলক্ষণ্য হয়, এবং ঐ লক্ষণ-সকল দৃষ্টে তাহাদিগের জাতিভেদ করা যায়। মনুষ্য-মধ্যে এই লক্ষণ ভেদের কারণ অনেক পণ্ডিতেরা অনুসন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাবধি তদ্বিষয়ের কোন মীমাংসা হয় নাই। অনেকে দেশ, স্বভাব এবং অবস্থাকে মনুষ্যের এই শারীরিক ও মানসিক লক্ষণ ভেদের কারণ কহেন; কিন্তু কেবল তাহাতেই যে এই স্বতন্ত্রতা বর্ত্তে ইহা সম্ভবে না; অতএব তদ্বিষয়ে বিজ্ঞ প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা অজ্ঞতা স্বীকার করেন। ব্লুমেনবেক্ সাহেব মনুষ্যগণকে পঞ্চ প্রধান জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন; তদ্যথা; ১ ক্বাকস্যসঃ অর্থাৎ কাস্পিয় এবং কৃষ্ণ

হ্রদের মধ্যগত ককশ্যস নামক পর্ব্বতীয় জাতি; ২; মৌগল, অর্থাৎ উত্তর তাতারদেশীয় মোগল নামে খ্যাত জাতি; ৩; আমরিক, অর্থাৎ অমরিকা দেশজ জাতি; ৪; আফরিক, অর্থাৎ আফরিকা দেশসম্ভূত কাফরি জাতি; ৫; মালয়ীন; অর্থাৎ মালায় কিম্বা মালাকা দেশজাত মালাই জাতি।

১ ককশ্যস। এই জাতীয় ব্যক্তি-সকলের মস্তক অণ্ডাকার, অতি সুন্দর; ইহাদিগের ললাট বিস্তৃত ও সুদৃশ্য; এবং ইহাদিগের বদনের অবয়বও অতি সুব্যক্ত, এবং সর্ব্বতোভাবে স্ব২ মস্তকের যোগ্য। ইহাদিগের বর্ণ এক প্রকার নহে। শুক্ল ও ঈষদ্ আলক্ত অবধি অতি ঘোর রঙ্গের ব্যক্তি পর্য্যন্ত এই জাতিমধ্যে আছে। ইহাদিগের কেশের ও চক্ষুর বর্ণও নানা প্রকার। ইহাদিগকে ককশ্যস, কহিবার কারণ প্রাচীন ইতিহাসে ব্যক্ত আছে যে ইহাদিগের আদিম জন্ম-স্থান ককশ্যস পর্ব্বত; এবং ঐ স্থানহইতে ইহারা সম্প্রতি পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপিয়াছে। মনুষ্য মাত্রে অদ্যাবধি এই পর্ব্বত নিকটস্থ জর্জীয়া এবং সর্কেশীয়া দেশজ স্ত্রীপুরুষদিগকে সর্ব্বসুলক্ষণযুত ও সকল জাতিহইতে অতি সুন্দর জ্ঞান করে। আসীরীয়, কালডীয়, ফিনিশীয়, ইয়াহুদ, মিসর-দেশীয়, পারসীক, গ্রীনীয়, রূমাণ, হিন্দু আদি প্রায় সকল বিখ্যাত প্রাচীন জাতি-সকল এই জাতিহইতে উদ্ভব হইয়াছে; এবং এইক্ষণকার আশিয়ার পশ্চিম অঞ্চলের প্রায় সকল জাতি, ইউরোপের প্রায় সকল জাতি, এবং অমরিকাবাসি ইউরোপীয়দিগের সন্তান, ও হিন্দু-সকল এই জাতির শাখা। এই ককশ্যস জাতি সুন্দর অবয়ব, শ্রেষ্ঠবুদ্ধি ও উত্তম নীতি বিষয়ে চিরকাল বিখ্যাত আছে; এবং সভ্যতা সুখভোগিতা, ও চতুরতা বিষয়েও ইহারা সর্ব্বপ্রধান। এই জাতীয় প্রায় প্রত্যেক শ্রেণির বাহু ও অস্ত্র বলে পৃথিবীর অন্য সকল জাতি পরাস্ত আছে। জ্ঞানশাস্ত্র, শিল্পবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, উত্তম ধর্ম্ম, সুচারু কবিতাদি যে কিছু মনুষ্যমধ্যে খ্যাতিজনক পদার্থ আছে তৎ সমুদয়ের আকর এই জাতি; সুতরাং মনুষ্যমধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠতা ও সভ্যতা ইহাদিগেরই স্বীকার করিতে হইবে।

২ মৌগল*। এই জাতির অবয়বের বিশেষ যথা; শরীর খর্ব্ব, কপোল উচ্চ, ললাট পশ্চাদ্ভাগে নত, চক্ষুঃ অপ্রশস্ত, নাসিকা স্থূল ও প্রশস্ত, ওষ্ঠাধর স্থূল, কেশ কৃষ্ণ, এবং বর্ণ পিঙ্গল।

বুদ্ধি ও নীতিজ্ঞানে ইহারা পূর্ব্বোক্ত জাতিহইতে নিকৃষ্ট। এবং বিদ্যা বিষয়েও ইহাদের তাদৃশ উন্নতি নাই; চিরকাল ককশ্যস জাতি অপেক্ষায় সভ্যতাবিষয়ে নিকৃষ্ট হইয়া আছে। রণ-পাণ্ডিত্যে ইহারা কএক বার প্রকাশ করিয়াছিল, এবং আত্তিলা, জঙ্ঘিস্ খাঁ, ও তিমুরশাহের কর্ত্তৃত্ব সময়ে তিন বার ইউরোপের কতক অংশ ও আশিয়ার অধিকাংশ জয় করিয়াছিল; কিন্তু পরাজিত দেশসকল আপন অধীনে রাখিবার শক্তি ও বুদ্ধি ইহাদিগের বিশিষ্টরূপ হয় নাই।

৩ আমরিক। এই জাতি অনেক লক্ষণে মৌগল জাতির তুল্য; কিন্তু ইহাদিগের তাম্রবর্ণ ও সুব্যক্ত মুখাবয়বদ্বারা ইহারা মোগলহইতে প্রভেদ হয়। এস্কুইম ব্যতীত অমরিকার সকল প্রাচীন জাতি এই জাতির অন্তঃপাতি। ইহাদিগের অনেকেই গৃহে বাসাদি রূপ সভ্যতার ফলভোগাপেক্ষায় মৃগয়াদ্বারা কালযাপন অভিমত

* চীন ও জাপান দেশীয় ব্যক্তি-সকল, কালমুক জাতি, মোগল জাতি, প্রাচীন হুন জাতি, লাপ্‌লণ্ডীয় জাতি, কামস্কাটক জাতি, উত্তর অমরিকার এস্কুইমঃ জাতি এবং অন্য কতিপয় অপ্রসিদ্ধ জাতি-সকল মোগল জাতির অন্তঃপাতি।

জানিয়া তদ্রূপেই কাল যাপন করিয়া থাকে। মেক্‌সিকো এবং পিরুদেশবাসিরা এই জাতিমধ্যে উত্তম সভ্য।

৪ আফরিক। অফরিকা দেশজ ব্যক্তিরা কৃষ্ণ বর্ণ, ক্ষুদ্র চক্ষু, খাঁদা নাসিকা, দীর্ঘ হনু, স্থূল ওষ্ঠাধর, অপ্রশস্ত পশ্চান্নত ললাট, কোঁকড়া লোমের ন্যায় কৃষ্ণ কেশ, এবং অন্যান্য কায়িক কুচিহ্নদ্বারা বহুকাল খ্যাত আছে। ইহাদিগের বংশ যে২ স্থানে আছে তাহারা সকলেই এই লক্ষণে লক্ষিত; এবং সকলেই বুদ্ধি ও বিদ্যা বিষয়ে অপটু, ও সভ্যতাপূর্ব্বক নিয়মমত বাস করিতেও অক্ষম।

৫ মালয়ীন। মালাই জাতি এই জাতির প্রধান ব্যক্তি। নব হলাণ্ড-আদি অনেক উপদ্বীপ-বাসি ব্যক্তিরা এই জাতিমধ্যে গণিত হয়; কিন্তু ইহাদিগের লক্ষণ-সকল পরস্পর অনৈক্য, এবং ঐ সকল অসভ্য জাতিদিগের প্রত্যেকের বিবরণ এই স্থলে বিবৃত করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে।

অপর, যদিচ মনুষ্য জাতি সভ্যতার ভিন্ন২ সোপানে সমারূঢ় হইয়াছে, তত্রাপি তাহারা পৃথিবীস্থ অন্য সকল প্রাণিহইতে আপনাদের উৎকৃষ্টত্ব সংস্থাপন করিয়া আসিতেছে। মনোগত-ভাব বাক্য দ্বারা অন্যকে জ্ঞাত করিবার ক্ষমতা ও বিচার-শক্তি মনুষ্য ভিন্ন কোন প্রাণির নাই। এবং একত্রে বাসাদিরূপ সভ্যতার ফলও মনুষ্য ব্যতীত কোন প্রাণী সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিতে পারে না; তথা স্ব২ পরীক্ষাদ্বারা উপলব্ধ জ্ঞান স্ব২ পুত্র পৌত্রাদিকে প্রদান করাও মনুষ্যেরই অসাধারণ ধর্ম্ম। এই সকল সামান্য শক্তিদ্বারা বিশেষতঃ সম্প্রদায় ভুক্ত থাকিয়া মনুষ্য পশুসকলকে আপনাদের অধীনে ও ব্যবহারে আনিয়া তাহাদিগের উপর আপনাদের প্রভুত্ব স্থির রাখিয়াছে। অধিকন্তু, মনুষ্য এতৎ ক্ষমতাদ্বারাই স্বভাবত দুর্ব্বল ও কঠোর শীত গ্রীষ্ম সহ্য করিতে অক্ষম হইয়াও পরীক্ষা প্রকটিত উপায়দ্বারা দুঃসহ শীত ও দুর্দান্ত গ্রীষ্মকে জয় করত, কি হিম কটিবন্ধের ভয়ানক বিষম শীত, কি উষ্ণ কটিবন্ধের অসহ্য গ্রীষ্ম, উভয়কেই তুচ্ছ করিয়া পৃথিবীর সকল স্থানে আধিপত্য করিতেছে।

পশুরা স্বাভাবিক সংস্কার অর্থাৎ পরীক্ষাদ্বারা অনর্জিত স্বভাব-দত্ত বিজ্ঞান শক্তি দ্বারাই আপনাদিগের সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। মনুষ্য স্বাভাবিক সংস্কার অধীন নহে; এবং ঐ বিজ্ঞানও মনুষ্যেতে উত্তমরূপে ব্যক্ত হয় না। মনুষ্যের জ্ঞান, শিক্ষা ও পরীক্ষার ফল। পরের শিক্ষাদ্বারা প্রাপ্ত কিম্বা আপনার পরীক্ষাদ্বারা অর্জিত ভিন্ন অন্যোপায়ে মনুষ্য কিছুমাত্র জানিতে পারে না। পরন্তু ভাষা ও লিপিদ্বারা এক কালিক ব্যক্তির প্রকাশিত সুনিয়ম-সকল উত্তর২ ব্যক্তিরা অনায়াসে জানিতে পারিবায় পরীক্ষা না করিয়া তত্তন্নিয়মের ফল ভোগ করিতে সক্ষম হওয়াতে ক্রমশ সভ্যতার উন্নতি অতি উত্তমরূপে হইতেছে। পশুরা কেবল স্বাভাবিক সংস্কারদ্বারা চালিত হইবাতে ও স্ব২ পরীক্ষার ফল প্রচার করিতে অক্ষম হওয়াতে তাহাদিগের বুদ্ধির হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। প্রথম ঝাঁক মৌমাছি যে প্রকার নিপুণতার সহিত চাক বানাইয়াছিল, এই ক্ষণকার মৌমাছিরাও তাহাহইতে অধিক নৈপুণ্য প্রকাশ করে না। ঐ নৈপুণ্যও তাহাদের পরীক্ষার ফল নহে;—শুদ্ধ স্বভাব-দত্ত বিজ্ঞান। পরীক্ষার ফল হইলে তাহার ক্রমশঃ উন্নতি হইত; তাহা না হইয়া মৌচাকের দোষ গুণ পূর্ব্বাপর সমভাবে আছে। মনুষ্যের রীতি তদ্রূপ নহে। দেখ প্রাচীন অসভ্য ব্রীটনদিগের কুটীর হইতে

এইক্ষণকার সভ্য ইংরাজদিগের অট্টালিকা কত সহস্র গুণ উত্তম?

মনুষ্য সর্ব্বত্র উন্নতীচ্ছুক হইবাতে স্থানভেদে সভ্যতার ও অবস্থা-ভেদ হইয়াছে। আদৌ মনুষ্য বনে মৃগয়াদ্বারা মাংস ও তত্রত্য বৃক্ষের ফল আহরণ করিয়া তদবলম্বনেই কাল যাপন করে। এবং সর্ব্বদা পশু অন্বেষণে ব্যস্ত থাকিয়া আপন২ অপত্যদিগকে শিক্ষা দিবার ও বিদ্যাদি অনুশীলন করিবার সময়াভাব প্রযুক্ত তৎকর্ম্মে মনোযোগ করে না। আপনারাও যৎসামান্য কুটীর ও দ্রোণী নির্ম্মাণ ভিন্ন অন্য কোন শিল্প কর্ম্ম শিক্ষা, কিম্বা পরিচ্ছদ কারণ পশু চর্ম্ম এবং বল্কল ভিন্ন অন্য কোন বস্তু প্রস্তুত, করে না। তৎপরে গো, অশ্ব ও মেষাদিকে প্রাপ্ত হইলে তাহাদিগের দুগ্ধে ও মাংসে অক্লেশে পোষণ হইবায় এবং তাহাদিগকে চারণ করিতেও অধিক কাল ব্যয় না হইবায় মনুষ্যের যথেষ্ট অবকাশ হয়। ঐ অবকাশে স্বভাবতঃ কর্ম্মেচ্ছুক ব্যক্তিরা উপস্থিত মেষাদির লোমদ্বারা বস্ত্র বপন করিতে নিযুক্ত হয়; এবং গৃহ নির্ম্মাণ করিতেও যথেষ্ট অবকাশ পাইয়া অধিক কাল ব্যয়দ্বারা অধিক পরিশ্রমে নৈপুণ্য প্রাপ্ত হয়।

এই প্রকার কর্ম্মে সকল মনুষ্য সম পরিশ্রম ও আগ্রহ প্রকাশ না করাতে মনুষ্যের অবস্থার ভেদ হয়। যে ব্যক্তিরা বহু পরিশ্রম করত উত্তম গৃহ ও নানাপ্রকার বস্ত্রাদি প্রস্তুত করে তাহারা অবশ্যই অন্য হইতে মান্য ও আদরণীয় হয; এবং আপন২ উত্তম গৃহ-সকলের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধ্যর্থে তাহারা তত্রস্থ স্থান পরিষ্কার করিয়া স্ব স্ব প্রয়োজনীয় ও মনোমত সুদৃশ্য ফল-পুষ্পের বৃক্ষ রোপণ করে। এই প্রকারে রূঢ় অসভ্যেরা প্রথম রাখাল পরে কৃষক হইয়া আদিম ভ্রমণশীল অবস্থাকে ত্যাগ করত পরস্পর নিকটে২ দলবদ্ধ থাকিয়া গ্রামস্থ হয়। পরিশেষে কৃষি কর্ম্মে বিশেষ মনোযোগদ্বারা আপন২ ক্ষেত্র হইতে অধিক ফল লাভ করাতে উদ্বৃত্ত ফলে স্ব২ জ্ঞাতি পরিজন প্রতিপালনে উত্তমরূপে পারগ হয়। এই জ্ঞাতি পরিজনেরাও আপন২ পরিশ্রমদ্বারা কেহ কৃষি কর্ম্মে, কেহ মেষাদি চারণে, কেহ বস্ত্র বপনে, কেহ বা গৃহ নির্ম্মাণাদি কর্ম্মে, নিযুক্ত হইয়া গৃহ-স্বামিদিগের সম্পত্তি তথা বল ও আধিপত্যের বৃদ্ধি করে। কেহ২ বা শিল্পবিদ্যা জ্যোতির্ব্বিদ্যাদিতে মনোনিবেশ করত সভ্যতার বৃদ্ধি করিতে থাকে; এবং ক্রমে এক জনের অনাবশ্যক কোন সম্পত্তি অন্যের অন্য কোন সম্পত্তির সহিত পরিবর্ত্ত করণদ্বারা বাণিজ্যের সূত্র হয়, এবং পরে পরে বাণিজ্যের বৃদ্ধিতে এক দেশের বস্তু অন্যদেশে চালনা কারণ বৃহন্নৌকাদি প্রস্তুত ও তাহাকে চালনা কারণ জল, বায়ু, নদী, সমুদ্র, আকাশ, নক্ষত্রাদির স্বভাব, গতি ও ধর্ম্মাদির অনুসন্ধান, তথা পরস্পর সুশালতা ও নম্রতা ও শিষ্টতা ও সৌজন্য প্রকাশ, ও বুদ্ধি, ও জ্ঞান, ও বিদ্যাদির আলোচনা করিতে যাহাদিগের যে প্রকার আগ্রহ হইয়াছে তাহারা তদ্রূপ সভ্যতা ও সচ্ছন্দতা ও সুখভোগ করিতেছে।

কুঞ্চিত চূড় আরিকারি।
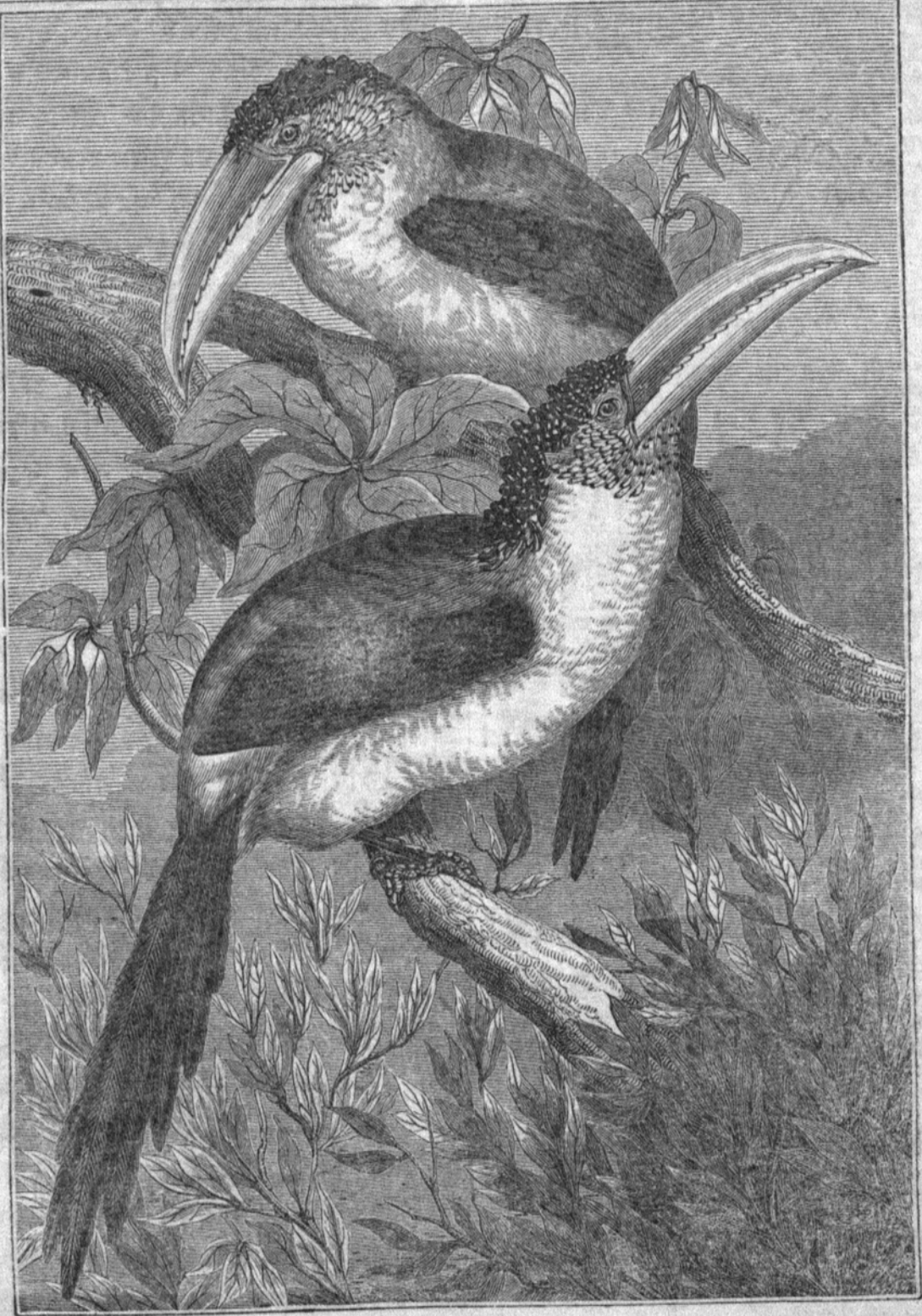
বিবিধার্থ সঙ্গ্রহের দ্বিতীয় সংখ্যায় টৌকন পক্ষির প্রসঙ্গে আরিকারি পক্ষির উল্লেখ হইয়াছে; এবং তাহার লক্ষণ বিষয়েও যৎকিঞ্চিৎ উক্ত হইয়াছে। অপর আরিকারি পক্ষির স্বভাব টৌকনের

তুল্য, সুতরাং তদ্বিষয়ের পুনরুক্তি করিবার প্রয়োজন নাই, অতএব সম্প্রতি পূর্ব্বপত্রে মুদ্রিত চিত্রদ্বারা লক্ষিত আরিকারি পক্ষি বিশেষের শারীরিক বিবরণ মাত্র লেখিতব্য।

আরিকারির চঞ্চু টৌকন পক্ষির চঞ্চুর ন্যায় অতি দীর্ঘ, এবং তাহার উভয় পার্শ্ব করাতের দন্তবৎ অসম। চঞ্চূর্দ্ধ-খণ্ড নারাঙ্গিবর্ণ; এবং তাহার উভয় পার্শ্বে মলিন নীলবর্ণের রেখাদ্বয় দৃষ্ট হয়। নাসিকা এক শুক্ল রেখাদ্বারা বেষ্টিত হয়। চঞ্চ্বধঃ-খণ্ডের অগ্রভাগ নারাঙ্গিবর্ণ, এবং অপরাংশ বিচালির বর্ণ। চঞ্চুমূল উজ্জ্বল সুরঙ্গ বর্ণের * এক রেখাদ্বারা বেষ্টিত থাকে। মস্তক কুঞ্চিত, ধাতুনির্ম্মিতবৎ ক্ষুদ্র২ পক্ষে মণ্ডিত হয়। এবং তাহার বর্ণ কমনীয় উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ। মস্তকের পশ্চাৎ ভাগ এবং পুচ্ছমূল ঘোরাল রক্তবর্ণ। বক্ষঃস্থল পীতবর্ণ, এবং তদুপরি স্থানে২ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রক্তবর্ণের রেখা-সকল দৃষ্ট হয়। পৃষ্ঠদেশ, পুচ্ছ এবং উরু হরিৎবর্ণ; ডানা কটাবর্ণ; এবং পদ শিশক বর্ণ।

এই মনোহর পক্ষির শরীর আচঞ্চু-পুচ্ছাগ্র-পর্য্যন্ত এক হস্ত দীর্ঘ; তন্মধ্যে পুচ্ছ ৭ বুরুল, চঞ্চু ৪ বুরুল, এবং কণ্ঠ ও কবন্ধ ৭ বুরুল। দক্ষিণ অমরিকাস্থ আমাজন নদীর সুরম্য তট ইহাদিগের বাসস্থান; এবং তথায় ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে।

ঢাকাই বস্ত্র।

ঢাকাই বস্ত্র সকলেরই প্রিয়; সকলেই ঐ মনোহর পরিচ্ছদের প্রশংসায় ব্যগ্রচিত্ত হন; অতএব ক্ষণৈক তদ্বিষয়ের আলোচনায়, বোধ হয়, কেহই বিরক্ত হইবেন না। অপিচ হিন্দুদিগের শিল্প-কর্ম্মে নৈপুণ্য বিষয়ে এই অনুপম বস্ত্র এক মহতী ধ্বজা। পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল পারদক্ষ তন্তুবায়েরা ইহার তুল্য বস্ত্র বপনে বহু কালাবধি যত্নশীল আছে; কিন্তু অস্মদ্দেশীয় ঐ জয়-পতাকার গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে অদ্যাপি কেহ সক্ষম হয় নাই। ঢাকাই বস্ত্র যৎপরো নাস্তি সামান্য যন্ত্রে প্রস্তুত হয়, কিন্তু সেই সামান্য যন্ত্র ও তদ্ব্যবহার-কর্ত্তৃদিগের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা, যে বিলাতের অদ্বিতীয় শিল্প-কুশল ব্যক্তিরা বহুমূল্য বাষ্পীয়-যন্ত্র সহকারেও তাহার সদৃশ সুক্ষ্ম পরিচ্ছদ প্রস্তুত করণে পরাস্ত হইয়াছে! দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই অনুপম বস্ত্র প্রাচীন রোমরাজ্যে প্রসিদ্ধ হইয়া হিন্দুদিগের শিল্প-সাফল্যের অনির্ব্বচনীয় প্রমাণ স্বরূপে গণ্য ছিল, এবং অধুনা ইংলণ্ড দেশের তন্ত্রবায়দিগের তিরস্কার স্বরূপে জনসমাজে বিখ্যাত আছে। জনৈক সুবিজ্ঞ ইউরোপীয় শিল্পকর ইহার প্রশংসায় কহিয়াছিলেন যে "বোধ হয় ইহা বিদ্যাধরী ও অপ্সরারা বপন করিয়াছে; এতাদৃশ সুক্ষ্ম বস্ত্র মনুষ্যের স্থূল হস্তে সম্ভবে না।" ফলতঃ এই প্রশংসা-বাক্য অপ্রযোজ্য নহে।

ঢাকা প্রদেশের সর্ব্বত্র এই উত্তম বস্ত্র প্রস্তুত হয়; পরন্তু পশ্চাৎ লিখিত নগর-সকল ইহার প্রধান আড়ং। তদ্যথা; ঢাকা, সুবর্ণগ্রাম, ডুমরায়, তিতবাদি, জঙ্গলবাড়ীও বাজেতপুর। এই সকল নগরমধ্যে ঢাকা সর্ব্বতোভাবে সুপ্রসিদ্ধ। এতন্নগরীয় বস্ত্রার্থে পূর্ব্বকালে পৃথিবীর সকল সুসভ্য দেশহইতে বণিক্-সকল ঐ স্থানে আগমন করিত। অধুনা অল্প মূল্যের বিলাতি বস্ত্র ব্যবহারের রীতি প্রচলিত হওয়াতে বহুমূল্য ঢাকাই বস্ত্রের প্রতি জনগণের তাদৃশ অনুরাগ ও স্পৃহা নাই; তথাপি ঐ নগর নিতান্ত শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।

---

* ঈষৎ পীতাক্ত-রক্তবর্ণ। হয়ব্যবসায়িরা এই বর্ণকে "সুরঙ্গ" শব্দে কহে; এবং আমরা তদ্দৃষ্টে ঐ শব্দ ব্যবহার করিলাম।

অদ্যাপি তথায় নানাবিধ ব্যবসায়িদিগের তদর্থ সমাগম হইয়া থাকে।

বস্ত্র বপনের প্রথম ক্রিয়া সূত্র প্রস্তুত করণ। এই কর্ম্ম ঢাকা প্রদেশে স্ত্রীলোকদ্বারা সম্পন্ন হয়। এই স্ত্রীলোকদিগকে সামান্য লোকে "কাটনী"* বা "সূতাকাটনী" বলিয়া থাকে। এই কাটনীদিগের ত্বগিন্দ্রিয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, এবং তদ্দ্বারা ইহারা সূত্রের সুক্ষ্মতা-তারতম্য যে প্রকার উত্তমরূপে অনুভব করিতে পারে. পৃথিবী মধ্যে এমত আর কুত্রাপি কোন জাতি পারে না। অল্প-বয়স্কা স্ত্রীরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট সূত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে; বয়ঃক্রম ত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইলে, তাহাদিগের নয়ন ও ত্বগিন্দ্রিয় তৎকর্ম্মে অপটু হয়, সুতরাং তাহারা আর তত উত্তমসূত্র প্রস্তুত করণে সক্ষম থাকে না। পূর্ব্বাহ্নে বেলা ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত, ও অপরাহ্নে ৪ ঘটিকার পর সূত্র কাটিবারসময়। এতদ্ব্যতীত অন্য সময়ে বিশেষতঃ রৌদ্র প্রখর থাকিলে, উত্তম সূত্র প্রস্তুত হয় না। "মলমল্ খাস্" নামক সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র বুনিবার সূত্র অতি প্রত্যুষে কাটিতে হয়; এবং যদ্যপি সেই সময়ে কাটুনীর চতুর্ব্বর্ত্তিত স্থানে শিশির না থাকে, তবে এক পাত্রে কিঞ্চিৎ জল রাখিয়া তদুপরি সূত্র কাটিবার প্রয়োজন হয়; নচেৎ সূত্র ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। এই প্রকারে যে সূত্র প্রস্তুত হয় তাহা ঊর্ণনাভের সূত্র হইতেও সুক্ষ্ম। ইহার ১৭৫ হস্ত সূত্রের পরিমাণ এক রতি মাত্র। ফলতঃ ইহার এক সের পরিমাণ সূত্র বিস্তার করিলে প্রায় ৪০০ জ্যোতিষী ক্রোশ স্থান ব্যাপ্ত হয়!!! অপিতু এই অদ্ভুত সূত্র যাদৃশ সুক্ষ্ম, ইহা প্রস্তুত করণে তৎপরিমাণে শ্রমবাহুল্য। দুই মাস কাল নিয়ত পরিশ্রম করিলে

* সূত্র প্রস্তুত করণের প্রচলিত আখ্যা "সূত্র কাটন", এবং তাহাহইতে সূত্র প্রস্তুতকারিণীদিগের নাম উদ্ভব হয়।

এক তোলক পরিমাণ সূত্র প্রস্তুত হয়; সুতরাং ইহার মূল্যও অত্যন্ত মহার্ঘ হয়। এক সের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সূত্র ৬৪০ টাকার ন্যূনে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

সূত্র প্রস্তুত হইলে ফেটী বা লুটীর আকারে রক্ষিত হয়। পরে তন্তুবায়েরা ঐ ফেটী বা লুটী জলে ভিজাইয়া বংশ নির্ম্মিত এক চরকিতে বেষ্টন করিয়া ঐ সূত্রকে দুই অংশে পৃথক্ করে। যাহা উত্তম তাহা "টানার"* নিমিত্তে ব্যবহার হয়, এবং অবশিষ্ট "পড়েনের"† উপযোগ্য। সূত্র এই প্রকারে পৃথক২ হইলে টানার সূত্র তিন দিবস নির্ম্মল জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। চতুর্থ দিবসে উহাহইতে জল নিষ্পীড়ন করত এক চরকিতে বেষ্টন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। অনন্তর তাহা অঙ্গার-চূর্ণ‡-মিশ্রিত জলে পুনরায় ভিজাইতে হয়। দুই দিবস এই রূপে থাকিলে পর ঐ সূত্রকে পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করাযায়। অতঃপর ঐ সূত্র পুনরায় এক রাত্র কাল পরিষ্কার জলে ভিজান থাকিলে মাড় দিবার উপযুক্ত হয়। ঢাকাই প্রদেশে খৈয়ের মণ্ড ব্যবহার আছে; এবং উহা সূত্রোপরি লিপ্ত করিবার পূর্ব্বে তাহার সহিত কিঞ্চিৎ চুনা মিশ্রিত করিয়া থাকে। এই প্রকারে টানার সূত্র প্রস্তুত হইলে তাহাকে "উত্তম" "মধ্যম" ও "অধম" এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া উত্তম সূত্র বস্ত্রের দক্ষিণ পার্শ্বে, মধ্যম সূত্র বাম পার্শ্বে, ও অধম সূত্র মধ্য ভাগে, ব্যবহার করিয়া থাকে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র-বপন কালেও এই নিয়মের অন্যথা করে না। পড়েন প্রস্তুত করণে

* বস্ত্রের দীর্ঘ সূত্র।

† বস্ত্রের খর্ব্ব সূত্র।

‡ অঙ্গার চূর্ণের পরিবর্ত্তে ভূষা অর্থাৎ পাক পাত্রের তলজাত অঙ্গারবৎ পদার্থও ব্যবহার হয়।

পূর্ব্ববৎ পরিশ্রম নাই। তাহাকে এক-রাত্র-কাল জলে ভিজাইয়া তৎপর দিবস প্রাতে মণ্ডে লিপ্ত করিতে হয়; পরন্তু টানার সূত্র এককালে প্রস্তুত হয়, পড়েনের সূত্র প্রত্যহ প্রস্তুত করিতে হয়; এককালে এক থানের ব্যবহারোপযোগি সূত্র প্রস্তুত করিলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়।

পূর্ব্ব প্রকারে সূত্র প্রস্তুত হইলে যথা নিয়মে বপন কর্ম্ম আরম্ভ হয়; কিন্তু স্থানসঙ্কীর্ণতা প্রযুক্ত তাহার বিস্তার বিবরণে অধুনা নিরস্ত থাকিতে হইল। "মলমল্ খাস্" নামক বস্ত্র বপনের উত্তম সময় আষাঢ়, শ্রাবণ এবং ভাদ্র মাস। এতভিন্ন অন্য সময়ে তৎকর্ম্ম করিতে হইলে তাঁইতের নীচে কিঞ্চিৎ জল রাখিয়া কেবল প্রাতঃকালে পরিশ্রম করত তাহা সুসম্পন্ন করিতে হয়।

ঢাকা প্রদেশে যে সকল বস্ত্র প্রস্তুত হয় তন্মধ্যে মল্‌মল্ খাস, সরকার আলি, ঝুনা, রঙ্গ, আব-রওয়াঁ, খাসা, শব্‌নম্, আলাবলী, তঞ্জেব, তরন্দম্, সরবন্দ, সরবতি, কমিস, ডোরিয়া, চারখানা, এবং জামদানী, এই কএক প্রকার বস্ত্র সর্ব্ব প্রসিদ্ধ।

"মল্‌মল্ খাস্" মুসলমান্ রাজাদিগের আধিপত্য-সময়ে রাজপরিবারেরা ব্যবহার করিত, তৎপ্রযুক্ত ইহা "খাস্" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার টানায় ১৮০০ সূত্র থাকে, এবং এক অর্দ্ধ (আধি) থানের পরিমাণ ৮ তোলা ৵ আনা মাত্র!!! ঐ থান অনায়াসে এক বরণাঙ্গুরীর মধ্য দিয়া চালিত হইতে পারে। ইহা বপনে ছয় মাস কাল ব্যয় হয়, এবং ইহার মূল্য ১০০-১৫০ টাকা।

"সরকার আলি" পূর্ব্বাপেক্ষায় মধ্যম। রাজপ্রতিনিধিরা ইহা ব্যবহার করিত, এবং ইহার টানায় ১৯০০ সূত্র থাকে।

"ঝুনা" বস্ত্র এমত অত্যন্ত সুক্ষ্ম যে ইহা পরিধান করিলে শরীরোপরি বস্ত্র আছে এমত বোধ হয় না। ইহার তুলনায় গাজ নামে প্রসিদ্ধ বস্ত্রও অতি স্থূল জ্ঞান হয়। ইহার দুই হস্ত প্রশস্ত বস্ত্রে ২০০০ টানার সূত্র থাকে। মুসলমান্ রাজমহিষীরা ও নর্ত্তকীরা এই বস্ত্র ব্যবহার করে; অন্যত্র ইহার ব্যবহার নাই। প্রাচীন বৌদ্ধ-গ্রন্থে এই বস্ত্রের ব্যবহার স্ত্রীলোক-পক্ষে নিষেধ আছে। তাবর্নিয়র সাহেব লেখেন যে মুসলমান্ রাজাদিগের আজ্ঞাক্রমে কোন বনিক্ এই বস্ত্র ক্রয় করিয়া স্থানান্তর করিতে পারিত না।

"রঙ্গ" বস্ত্র পূর্ব্ববৎ, কেবল বপনের প্রথায় স্বতন্ত্র; ও ইহার টানায় ১২০০ সূত্র থাকে।

"আব-রওয়াঁ" অতি প্রসিদ্ধ বস্ত্র। ইহার তুল্য স্বচ্ছ বস্ত্র আর কুত্রাপি হয় নাই। ইহার টানায় ৭০০ সূত্রমাত্র থাকে। যবনেরা ইহার স্বচ্ছতা স্রোতো-জলের তুল্য জ্ঞান করিয়া ইহাকে "আব" (বারি) "রওয়াঁ" (গতি বিশিষ্ট) উপাধি দিয়াছেন। এই বস্ত্রোদ্দেশে কথিত আছে যে কোন সময়ে আওরঙ্গজেব পাদশাহ স্বতনয়ার বর্ণ তাহার বস্ত্র ভেদ করিয়া প্রকাশ হইয়াছে দেখিয়া তাহাকে তিরস্কার করাতে সে কহিয়াছিল "পিতঃ, সপ্তস্তর বস্ত্র পরিধান করিয়াছি, তথাপি আমাকে কেন তিরস্কার করেন"।

"খাসা" বা "জঙ্গল খাসা" পূর্ব্বে সোনারগাঁয় প্রস্তুত হইত। ইহা অন্যান্য মল্‌মল্ অপেক্ষা ঘন, এবং অধিক প্রশস্ত। ৩ হস্ত প্রশস্ত খাসা অপ্রাপ্য নহে।

"শব্‌নম্।" এই মল্‌মল্ অতি মনোহর। ইহাকে রজনী-যোগে তৃণময় ক্ষেত্রে বিস্তৃত করিয়া রাখিলে উহা শিশিরদ্বারা সিক্ত হইয়া পরদিবস প্রাতে অদৃশ্য হয়; ক্রমশঃ যত দিবা বৃদ্ধি হইতে থাকে তত শিশির শুষ্ক হইলে তাহা পুনরায় দৃষ্টি-

গোচর হয়। সর্ব্বোত্তম শবনমের টানায় ৭৮০ সূত্র থাকে।

স্থানাভাব প্রযুক্ত "আলাবালি" "তঞ্জেব" ইত্যাদি বস্ত্রের বিবরণ অধুনা বিবৃত হইল না। অবকাশমতে এবিষয়ের পরিশেষ ও ঢাকাই বস্ত্র ধৌত করণ প্রণালীর রীতি সম্বন্ধে পুনরায় যৎকিঞ্চিৎপ্রকটিত হইতে পারে।

কেলং বাদুড়।

শিশুক জাতির প্রসঙ্গে (৭০ পত্রে) যে সকল খেচর স্তন্যজীবি প্রাণির উল্লেখ হইয়াছে তন্মধ্যে কেলং বাদুড় অতি প্রসিদ্ধ। ইহার বাসস্থান জাবাদ্বীপ, এবং তত্রত্য সকল বনে এই জীবের সহস্র২ একত্র দলবদ্ধ হইয়া সর্ব্বদা তথাকার কৃষকদিগের ক্ষেত্রাপহরণ করিয়া থাকে। ইহাদিগের শরীর এক পক্ষাগ্রহইতে অপর পক্ষাগ্র পর্য্যন্ত ৫ ফুট দীর্ঘ; এবং স্কন্ধ অবধি উদরের ঊর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত এক ফুট। বাহুদ্বয় অঙ্গুলীমূলপর্য্যন্ত ১ ফুট ২ বুরুল দীর্ঘ।

বাদুড় মাত্রের হস্তাঙ্গুলী-সকল অতি দীর্ঘ হয়; এবং অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী ভিন্ন অপর অঙ্গুলীতে নখ থাকে না। পদাঙ্গুলী সকল অতি খর্ব্ব হয়; এবং তাহার প্রত্যেকের অগ্রে অপ্রশস্ত বক্র এক২ নখ থাকে। এই হস্তাঙ্গুলী অবধি পদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক ত্বক্ থাকাতে বাদুড় জাতি উড্ডীন হইতে সমর্থ হইয়াছে।

যে প্রকার মনুষ্য ও বানরদিগের বক্ষঃস্থলে স্তনদ্বয় থাকে, বাদুড়দিগেরও তদ্রূপ। লিনিয়স্ সাহেব এই লক্ষণ দৃষ্টে ইহাদিগকে মনুষ্য-গণ মধ্যে নিরূপণ করিয়াছিলেন; কিন্তু আধুনিক প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা তাহার অন্যথা করিয়া বাদুড়দিগকে "মাংসাদ বর্গ" মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন।

কতিপয় প্রকার বাদুড় কেবল পতঙ্গ ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করে (পতঙ্গাদ); অপরে ফলমূল ভক্ষণ করিয়া থাকে, (ফলাদ)। অপর আম কি পক্ব মাংস প্রাপ্ত হইলে সকলেই তাহা আহ্লাদ পূর্ব্বক গ্রহণ করে। কেলং বাদুড় ফলাদ, অথচ জাতি-ধর্ম্মানুসারে মাংসাহারে বিরত নহে। কেলং বাদুড়দিগের দেহ কেশদ্বারা মণ্ডিত হয়। ঐ কেশ বাল্যাবস্থায় সুক্ষ্ম ও কোমল ও উজ্জ্বল থাকে; পরে বয়োবৃদ্ধির সহিত স্থূল ও কঠিন ও কুঞ্চিত হয়। এতৎ কেশের বর্ণ ধুমুক্ত ঘোর কটা; এবং উহা বাদুড়দিগের ডানায় দৃষ্ট হয় না।

বাদুড়দিগের চক্ষুঃ অতি ক্ষুদ্র, এবং দিবসে ব্যবহারোপযোগ্য নহে। কথিত আছে যে ইহাদের পক্ষের প্রতিনিধি-স্বরূপ-অঙ্গুলি-মধ্যগত-ত্বচস্পার্শক শক্তি এমত তীক্ষ্ণ যে তদ্দ্বারা নয়নেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়। এই প্রবাদের যাথার্থ্য নিরূপণার্থে স্পালাঞ্জিনি সাহেব এক প্রশস্ত গৃহে কএকটা বস্ত্র কাণ্ডার বিস্তার করিয়া তাহার মধ্যে২ বাদুড় গমনাগমনের উপযুক্ত ছিদ্র করত ঐ গৃহে রজনীযোগে কএক টা অন্ধ বাদুড় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বন্ধন-বিমুক্ত হইবামাত্র বাদুড়েরা উড্ডীয়মান হইয়া অনায়াসে কাণ্ডার মধ্যগত ছিদ্র দিয়া পারাপার হইল কদাপি কাণ্ডার স্পর্শ করিল না। এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষ পর্য্যন্ত জাল প্রসারণ পূর্ব্বক এতদ্দেশীয় বাদুড় ধরিবার রীতি দৃষ্টে এই আশ্চর্য্য পরীক্ষার প্রতি সন্দেহ জন্মে; কিন্তু স্পালাঞ্জিনি অতি প্রসিদ্ধ শারীর-বিধান-বেত্তা; এবং তিনি কোন জাতি বাদুড় লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহা আমরা জ্ঞাত নহি, অতএব এ বিষয়ে স্বমত প্রকাশ করণে সঙ্কিত হইতে হইল।

বাদুড়শ্রেণির বৃহৎকায় জন্তু সকল উষ্ণকটি ভিন্ন অন্যত্র বাস করে না। কিন্তু চামচিকা আদি এতৎ শ্রেণির ক্ষুদ্র২ প্রাণিরা পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিস্তার আছে; এবং সর্ব্বত্রই ইহাদের স্বভাব তুল্য; কেবল যে সকল বাদুড়েরা হিমকটি বন্ধে বাস করে তাহাদের এক বিশেষ আছে। গ্রীষ্ম কালে ইহারা অন্য বাদুড়ের ন্যায় দিবসে নিদ্রিত থাকিয়া রজনীযোগে খাদ্যাহরণে প্রবৃত্ত হয়। ঐ খাদ্য বস্তু শীতকালে হিমকটিবন্ধে অপ্রাপ্য হয়, সুতরাং তৎসময়ে বাদুড়েরা তথায় খাদ্যাভাবে নষ্ট হইত। এই দোষাপনয়নার্থে সর্ব্বনিয়ন্তা এক আশ্চর্য্য নিয়ম প্রচার করিয়াছেন। ঐ নিয়মানুসারে হিম প্রধান দেশীয় বাদুড়েরা শীতকালে ক্রমাগত ৪। ৫ মাস কাল নিদ্রিত থাকে; এবং ঐ নিদ্রাবস্থায় ক্ষুৎপিপাসার উদ্রেক না হওয়াতে অনায়াসে অক্লেশে কাল যাপন করত বসন্তের প্রত্যাগমনে বৃক্ষ-গুল্মলতাদির সহিত শীত ঋতুর বহুকাল ব্যাপিকা নিদ্রা পরিহরণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার স্ব২ জীবনের কর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হয়।

শিখ ইতিহাস।

৩ সংখ্যা। ৭৪ পৃষ্ঠাহইতে ক্রমাগত।

তেগ্‌বাহাদুরের-মৃত্যু বিষয়ে এক গল্প প্রচার আছে। তিনি রাজ-সদনে উপনীত হইলে, আওরঙ্গজেব পাদসাহ তাঁহাকে কোন অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন; এবং তদুত্তরে তিনি কহিয়াছিলেন, যে "কেবল ঈশ্বরোপাসনা করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য; তথাপি আমি এক আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রকাশ করিব, দৃষ্টি কর। এই এক কবচ লিখিয়া দিতেছি, ইহা যে ব্যক্তি ধারণ করিবেক, তরবালদ্বারা কদাপি তাহার মস্তকচ্ছেদন হইবেক না।" এই বাক্য কথনানন্তর তিনি আপন গল-দেশে ঐ কবচ বন্ধন করত ঘাতকের নিকটে কণ্ঠপ্রসারণ করিলে সে তৎক্ষ-

পাৎ তীক্ষ্ণাস্ত্রদ্বারা অক্লেশে তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিলেক। রাজসভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি এই ঘটনা দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন হইয়া তেগ্‌বাহাদুরের গলদেশহইতে ঐ কবচ বিমুক্ত করত পাঠ করিয়া দেখিলেন যে তাহাতে “সির দিয়া সর্‌-ন দিয়া,” অর্থাৎ মস্তক দিলাম, কিন্তু আপন গুপ্ত বাক্য প্রচার করিলাম না, অথবা, আমার প্রাণ দণ্ড হইল, তথাচ আমার ধর্ম্ম নষ্ট হয় নাই, এই বাক্য লেখা আছে। এই গল্প যাহা হউক ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে রাজবিপ্লবকরণ অপরাধে তেগ্‌-বাহাদুরের প্রাণ দণ্ড হইয়াছিল।

দিল্লি নগরে যাত্রার পূর্ব্বেই তেগ্‌বাহাদুর গোবিন্দ নামা স্বীয় পঞ্চদশ বর্ষীয় পুত্রকে গুরুপদে অভিষিক্ত করিয়া আপন বৈরনির্য্যাতন বিষয়ে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র আদৌ মোসলমানদিগের হস্তহইতে পিতৃশব উদ্ধার করত যমুনা-তটে তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিলেন। পরে পিতার শত্রুদিগের অত্যাচার ও স্বজাতির দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করত মোসলমান জাতির প্রতি তাঁহার মনে এক প্রবল দ্বেষ জন্মিল, কিন্তু আপন তরুণত্ব ও দুর্ব্বলত্ব প্রযুক্ত তৎপ্রতিকারে প্রবৃত্ত না হইয়া কিয়ৎকালের নিমিত্তে শ্রীনগর-পর্ব্বতে মৃগয়া ও প্রাচীন গ্রন্থাদির আলোচনাদ্বারা কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আত্মীয়বর্গও তদ্বিষয়ে কোন অন্যথা চেষ্টা করে নাই; সকলেই নির্ব্বিবাদে দিনপাত করিতে লাগিল।

এই প্রকারে বিংশতি বৎসর অতীত হইলে গোবিন্দ রায় আপন প্রকৃত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন; পরন্তু ঐ বিংশতি বৎসর বিফলে ব্যয় হইয়াছিল, এমত নহে। ঐ সময়ে তিনি বিদ্যার আলোচনাদ্বারা বুদ্ধি-বৃত্তির বিস্তার করিয়াছিলেন; শৌর্য্য-গুণদ্বারা স্বজাতীয়দিগকে স্বমতে বশীভূত করিয়াছিলেন; নানা জনগণের সহবাসদ্বারা তাহাদের রীতি নীতি অবগত হইয়াছিলেন; এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত কর্ম্মকুশলতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল গুণ-সহকারে স্বজাতীয়-জনসমূহকে দুর্দশা-পঙ্কহইতে উদ্ধার করিতে এবং যবনদিগের বিশাল রাজ্যের সমূলোৎপাটন করিতে সচেষ্ট হইলেন। পুরাকালের মহারাজ ও যোদ্ধাদিগের মাহাত্ম্য তাহাঁর মনোমধ্যে বিরাজমান ছিল; এবং তদ্দৃষ্টান্তে আপনিও মহদ্‌গুণশালী হইবেন এই লালসাও তাহাঁর হৃদয়ে প্রাপ্তাবকাশ হইয়া নিতান্ত বলবতী হইয়াছিল। তিনি কহিতেন যে গোরক্ষনাথ, রামানন্দ, মহম্মদ আদি অনেকে জনগণকে পাপহইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্যের প্রতি নির্ভর না করিয়া স্ব ২ মতপ্রচারদ্বারা তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য না হইয়া সমূহ অনিষ্টই করিয়াছেন। কেবল তিনি যথার্থ ধর্ম্ম বিতরণার্থে অবতীর্ণ হইয়াছেন; এবং পাপের ধ্বংস ও ধর্ম্ম বিস্তৃত করা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। পরন্তু তিনি অন্য মনুষ্যহইতে স্বতন্ত্র নহেন; অন্যের ন্যায় তিনিও ঈশ্বরের দাস; সুতরাং যে কেহ ঈশ্বরবোধে তাঁহাকে উপাসনা করিবেক সে অবশ্যই ঘোর নরকের যন্ত্রণাভোগী হইবেক। বেদ ও কোরাণ পাঠে কোন ফল নাই; মুসলমান ও হিন্দুর ধর্ম্মে কদাপি মুক্তি নাই; বাক্য-বলে ও অঙ্গভঙ্গিদ্বারা ঈশ্বর-প্রাপ্তি হয় না; তাহাঁর বিবেচনায় কেবল আপনার ন্যূনতা স্বীকার ও অনন্যভক্তিদ্বারাই ঈশ্বর জ্ঞান হয়।

গোবিন্দরায়-প্রণীত “বিচিত্র-নাটক” গ্রন্থে এতদ্রূপ বাক্য ভূরি ২ প্রাপ্ত হওয়া যায়; এবং তিনি যে বুদ্ধির কৌশলে শিষ্যগণকে বশীভূত করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন তাহা তদ্দ্বারা স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হইতেছে; কিন্তু শিখসম্প্রদায়েরা

তাঁহার মহদ্গুণে মুগ্ধ হইয়া নানাবিধ অলীক গল্প তাহাঁর সম্বন্ধে প্রচার করিয়াছে। তাহারা কহে যে নৈনা পর্ব্বতে বহুকালাবধি তপস্যা করিয়া উমাদেবীর সন্দর্শন প্রাপ্ত হইলে গোবিন্দ রায় জিজ্ঞাসা করেন যে পূর্ব্বকালে পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন কোন্ উপায়ে এক শরদ্বারা জনসমূহকে ভেদ করিতেন; এবং অনন্তর উমাদেবী আদেশ করেন যে ঐ ক্ষমতা তপস্যা ও হোমদ্বারা সাধনযোগ্য। এই দৈববাণীদ্বারা উৎসাহী হইয়া গোবিন্দ রায় কাশীধাম হইতে যড়যজ্ঞ বিশারদ এক আথর্ব্বণিক ব্রাহ্মণকে নিকটে আনাইয়া স্বয়ং এক মহাযজ্ঞ সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। হোম শিখা প্রজ্জ্বলিত হইলে হোতারা তাহাঁকে কহিলেন যে ঐ শিখা মধ্যে আয়ুধধারিণী দেবীর আবির্ভাব হইলে নির্ভয়ে যথেচ্ছ বর যাচ্ঞা করা তাহাঁর কর্ত্তব্য। পরন্তু গোবিন্দ রায় ঘোররূপা চামুণ্ডার সন্দর্শনে-ভীত হইয়া আপন অসি প্রসারণ মাত্র করিলেন, কিন্তু বর যাচ্ঞা করিতে অক্ষম হইলেন। দেবী ঐ প্রসারিত অসি স্পর্শ করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন, এবং তৎসময়ে উক্ত অগ্নিশিখা মধ্যে এক লৌহ কুঠার দৃষ্ট হওয়াতে ঐ মঙ্গল চিহ্নে সকলেই হর্ষান্বিত হইল। কিন্তু গুরু গোবিন্দের বর যাচ্ঞা বিষয়ক ত্রুটির প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন হইল; এবং গুরু গোবিন্দ স্বয়ং অথবা তাঁহার কোন প্রিয়পাত্র চিতারোহণ না করিলে সেই প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন হইবে না। এই দুর্দ্দৈব ঘটনায় গোবিন্দ দুঃখজ্ঞাপক মৃদুহাস্য করত কহিলেন যে এ পর্য্যন্ত তাহাঁর পিতার বৈরনির্যাতন করা হয় নাই, এবং সংসারযাত্রায় তাহার অনেক কর্ত্তব্য কর্ম্মেরও অবশেষ আছে; এমত সময়ে মাতৃস্নেহে তাঁহার পুত্রেরাও স্থানান্তরিত হইয়াছিল, সম্মুখে উপস্থিত ছিল না কিন্তু তাহাতে বলির অভাব হয় নাই; পঞ্চবিংশতি জন শিষ্য গুরু-কার্য্য-সাধনে তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইলেন, এবং তন্মধ্যে এক জন ইষ্টদেবের আদেশে পরমাহ্লাদে চিতারোহণ পূর্ব্বক দেবীর কোপ শান্তি করিলেন।

অতঃপর গুরুগোবিন্দ সপক্ষিদিগকে এক মহতী সভায় আহ্বান করিয়া তাহাদিগের সদনে আপন ধর্ম্মবীজ রোপণ করিলেন। তিনি কহিলেন, "অদ্যাবধি এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার হইল; এবং এই ধর্ম্মানুগামিরা "খাল্সা" * উপাধি বিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র জয়ী হইবেক। কেবল সত্যের অনুশীলনদ্বারা একান্তচিত্তে ঈশ্বরোপাসনা করা কর্ত্তব্য, কেহ কোন প্রতিমা রচনাদ্বারা সর্ব্বশক্তিমানের অবজ্ঞা করিও না। ভক্তিভাবে খাল্সা দৃষ্টে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয়। সকলকে এক হইতে হইবে; অধম উত্তম হইবেক; জাতিভেদ উচ্ছন্ন করিতে হইবেক; এবং আমার নিকট দিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া চতুর্ব্বর্ণ একত্রে এক পাত্রে ভোজন করিবে। যবনদিগকে ধ্বংস করিতে হইবেক; এবং তাহাদের মধ্যে মহাত্মাদিগের সমাজ অবমানিত করিতে হইবে। যজ্ঞপবিত্র বিসর্জ্জন পূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিতে হইবে; মুক্তির উপায় খাল্সা ভিন্ন আর কিছুই নাই। ধর্ম্মে অনন্যচিত্ত হইয়া সকলে আমার অনুগামী হও। ফলতঃ কীর্ত্তিনাশ কুলনাশ, ধর্ম্মনাশ ও কর্ম্মনাশ না করিলে মুক্তি নাই।" এই সকল বাক্যে তাঁহার হীনজাতীয় শিষ্যেরা আহ্লাদ পূর্ব্বক একত্রে অমৃতসরে স্নান করিয়া তত্রত্য মন্দিরে ভজনা করিতে অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিল। কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষেত্রীয় শিখেরা অসন্তোষ প্রকাশ করাতে

* খালস্ শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ; এবং তাহাহইতে খাল্সা হইয়াছে; এবং বিশুদ্ধ বা ঈশ্বরের চিহ্নিত জাতি এই অর্থে ব্যবহার হইয়া থাকে।

গুরুগোবিন্দ কহিলেন; "অধমকে উত্তম করিতে হইবেক ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং অতঃপর তাহারাই আমার পারিষদ্ হইবেক"। এবং এই বাক্য কথনানন্তর এক পাত্রে কিঞ্চিৎ জল ঢালিয়া দেবীস্পৃষ্ট অসিদ্বারা তাহা বিলোডন করিলেন। এমত সময়ে দৈবযোগে তাঁহার স্ত্রী পঞ্চপ্রকার মিষ্টান্ন লইয়া তাঁহার সদনে আগমন করাতে সকলেই তদ্দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইল; কারণ এই শুভ লক্ষণদ্বারা ব্যক্ত হইল যে খাল্সা বহু-প্রজাকীর্ণ হইবেক। গোবিন্দ ঐ মিষ্টান্ন জলে মিশ্রিত করিয়া পাঁচ জনা প্রধান শিষ্যের অঙ্গে নিক্ষেপ করত তাহাদিগকে "সিংহ" উপাধি প্রদান পূর্ব্বক খাল্সা পদে সমাবিষ্ট করিলেন। এবং স্বয়ং তাহাদিগের হস্তদ্বারা পুর্ব্বোক্ত প্রথানুসারে সিংহ পদে অভিষিক্ত হইয়া এই রীতি প্রচার করিলেন; যে "অতঃপর সকলেই এই প্রকারে অভিষিক্ত হইবেক; এবং পাঁচ জনা শিখ একত্র না হইলে কেহ শিখপদে দিক্ষিত হইতে পারিবেক না। ইন্দ্রিয়াগোচর জগদীশ্বর ভিন্ন অন্য কাহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য নহে। এবং নানক ও তাঁহার উত্তরাধিকারিদিগকে মান্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ধর্ম্মগ্রন্থ ভিন্ন কোন প্রত্যক্ষ পদার্থকে প্রণাম করিও না। সময়ে২ অমৃতসরে অবগাহন করা, ও সর্ব্বদা অস্ত্রধারণ করা সকলের উচিত কর্ম্ম; ও যুদ্ধ ব্যবসায়ে পরাঙ্মুখ হওয়া অত্যন্ত নিষিদ্ধ। সর্ব্বাগ্রে সমর ক্ষেত্রে শত্রুনাশে যে কেহ অগ্রসর হয় সে অত্যুৎকৃষ্ট ফলভাগী হইবে। যুদ্ধে পরাস্ত হইলেও ক্ষুন্নমনাঃ হওয়া কর্ত্তব্য নহে; ও শিখাচ্ছেদ করাও অত্যন্ত গর্হিত।

এই সকল উপদেশদ্বারা গোবিন্দ সিংহ তাঁহার শিষ্যদিগের মন মোহিত করিয়া অতঃপর তাহাদিগের সাহায্যে শত্রুদমনে প্রবৃত্ত হইলেন। এতদর্থে প্রথমতঃ তাহাদিগকে ভিন্ন দলে বিভাগ করিয়া এক২ দলের অধ্যক্ষ স্বরূপে এক২ জন বিশ্বাসযোগ্য প্রধান শিষ্যকে নিযুক্ত করিলেন। কথিত আছে যে এতদ্ভিন্ন এক দল পাঠান সৈন্যকেও স্বকর্ম্মসাধনার্থে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তথা শতদ্রু ও যমুনা নদীতটের স্থানে২ কএকটা দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় শত্রুহইতে পলায়ন করিয়া আশ্রয় পাইবার উপায় স্থির করিয়াছিলেন।

অশুদ্ধ শোধন।

৬৩ পত্রের দ্বিতীয় স্তম্ভের শেষ পঁক্তিতে "উৎকৃষ্ট" শব্দের পরিবর্ত্তে, উৎকৃষ্টা, হইবেক। ৬৭ পত্রের প্রথম স্তম্ভে ৩ পঁক্তিতে "মহীলতার" পরিবর্ত্তে, মহীরুহের, ও ২ স্তম্ভে ৩১ পঁক্তিতে "সুর" শব্দের পরিবর্ত্তে, সুরয়্, হইবেক। ৬৮ পত্রে ১ স্তম্ভে ২১ পঁক্তিতে "কার" শব্দের স্থানে, কর, ও "নখকুলা দন্ত গুলা;" পদের স্থানে, নখ কুলা, দন্ত মূলা, হইবেক। ৬৯ পত্রে-১ স্তম্ভে ৯ পঁক্তিতে "অপ্রাপ্য" শব্দের স্থানে, অপর্য্যাপ্ত, হইবেক। তথা ৭১ পত্রে ২ স্তম্ভে ১৩ পঁক্তিতে "বেগবত" শব্দের স্থানে, বেগবতী, হইবেক। ৭৫ পত্রে ১ স্তম্ভে ১০ পঁক্তিতে "পরিবর্জন" শব্দের পর, বিষয়ক বিশিষ্ট বোধ, এই পদ হইবেক। এবং ৭৬ পত্রে ২ স্তম্ভে ১৮ পঁক্তিতে "ছিল" শব্দের স্থানে, থাকে, হইবেক।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ।

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

১ খণ্ড] শকাব্দা ১৭৭৪, বৈশাখ। [৭ সংখ্যা।
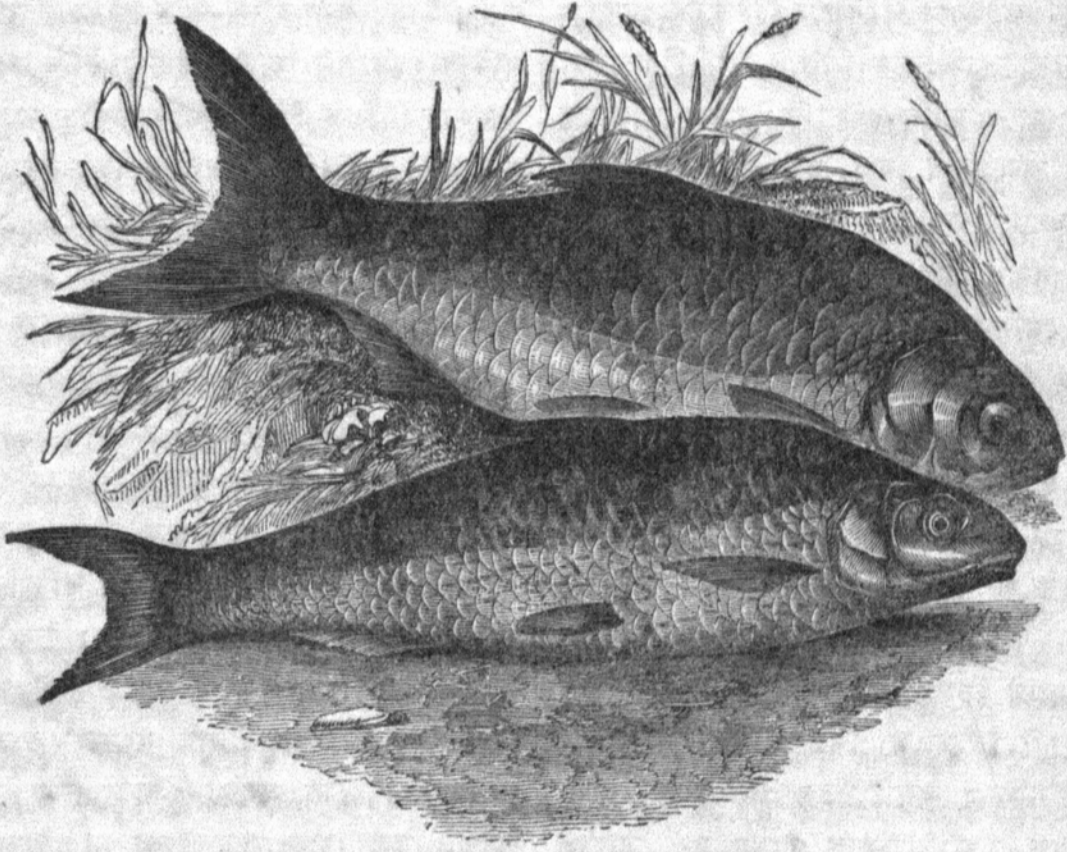
রোচ্ এবং ডেস মৎস্য।

নউদরপরায়ণপণ্ডিতলিখিয়াছেন;

কেচিদ্বদন্ত্যমৃতমস্তি সুরেশলোকে,
কেচিদ্বদন্তি বনিতাধরপল্লবেষু।
ক্রমোবয়ং সকলশাস্ত্রবিচারদক্ষাঃ
জম্বীরনীরপরিপূরিতমৎস্যখণ্ডে॥

অর্থাৎ "কেহ২ কহেন যে অমৃত ইন্দ্রদেবের ভবনে অবস্থান করে; কেহ২ বা কামিনীদিগের অধর-পল্লবে তাহার স্থিতি-নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা শাস্ত্র-সমূহের নির্যাস জ্ঞাত হইয়া

কহিতেছি যে পাতিনেবুর রসে জরা মৎস্যেতেই অমৃত প্রাপ্য।” যদিচ ইহা কেবল কবির বাক্য, তত্রাপি এতদ্দেশীয় মহাশয়দের অনেকে ইহা প্রায় সত্য জ্ঞান করেন। তাঁহাদিগের মতে খাদ্য বস্তুর মধ্যে বড় রোহিত মৎস্যের মস্তক যেরূপ উৎকৃষ্ট তাদৃশ আর কিছুই নাই। ফলতঃ এতাদৃশ মুগ্ধ হইবার উপযুক্ত এতদ্দেশে তপস্যাদি নানাবিধ উত্তম২ সুস্বাদু মৎস্যও প্রসিদ্ধ আছে। এতদ্বিষয়ে কোন মৎস্যপ্রিয় ইংরাজ কহিয়াছেন “বিলাতহইতে এতদ্দেশে আগমন করাতে আমার বিবিধ শারীরিক ক্লেশ হইয়াছে; আমি দুর্ব্বল হইয়াছি; যকৃৎ রোগগ্রস্ত হইয়াছি; অল্পকালে বৃদ্ধ হইয়াছি, বটে, কিন্তু তপস্যা মৎস্য ভক্ষণ রূপ সুখভোগও করিয়াছি, তাহাতেই সকল ক্লেশ দূরীকৃত হইয়াছে।” পরন্তু বঙ্গদেশে যে সকল মৎস্য ব্যবহার আছে তাহার বিবরণেরও বিশেষ রূপে প্রচার আছে; অতএব সম্প্রুতি তদ্বিষয়ের কোন উল্লেখ না করিয়া কেবল “রোচ্” ও “ডেস” নামক বিলাতি প্রসিদ্ধ মৎস্য-দ্বয়ের বিবরণ লেখিতব্য হইল।

প্রস্তাবিত মৎস্যদ্বয়ের অবয়ব পূর্ব্বপত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে বোধ হইবেক যে ইহাদের অবয়বানুসারে ইহারা রোহিত মৎস্যের গণ মধ্যে নির্দেতব্য। রোচ্ মৎস্য বিলাতে অত্যন্ত সুলভ; এবং ইহার সহস্রু২ মন প্রতি বৎসর মনুষ্য ব্যবহারার্থে ধৃত হয়। ইহার পৃষ্ঠের বর্ণ ঘোরাল সবুজ, এবং তদুপরি নীলবর্ণের আভা দৃষ্ট হয়। ঐ বর্ণ উভয় পার্শ্বে ম্লান হইয়া বক্ষদেশে লুপ্ত হওত উজ্জ্বল রজতাভে ব্যক্ত হয়। নয়ন পুত্তলীর বর্ণ পীত; কর্ণকুপির আবর্ত্তনী রজতবৎ; পৃষ্ঠ-ডানা* ও পুচ্ছের বর্ণ মলিন কটা; বক্ষডানার বর্ণ কমলানেবুর ন্যায়; ও উদর-ডানা ও গুহ্য-ডানার বর্ণ উজ্জ্বল রক্তবর্ণ। রোচ মৎস্যের পরিমাণ এক সের; এবং কদাপি ২-২॥ সেরও হয়। রোহিতগণের অন্য ২ মৎস্যের ন্যায় রোচ্ মৎস্যেরা স্থির-জল-প্রিয়; এবং তড়াগ বা মন্দ-গামিনী নদীতে নিয়ত বাস করে; ও দিবসে গভীর জলে থাকিয়া রজনীযোগে অল্প জলে খাদ্যাহরণ করে। শীতকালেও ইহারা গভীর জলে অবস্থান পূর্ব্বক বর্ষা ঋতুর প্রাদুর্ভাব সময়ে অনতি-গভীর স্রোতোজলে আগমন করিয়া অণ্ড প্রসব করে। ইহার অবয়ব স্বর্ণ-পুঁঠি মৎস্যের তুল্য, এবং বাটা মৎস্যের ন্যায় ইহা কণ্টক পূর্ণ, সুতরাং সুখাদ্য নহে; কিন্তু ইহাতে অতি সুস্বাদু ঝোল প্রস্তুত হয়, এবং তদর্থেই ইহাদিগকে সঙ্গ্রহ করা যায়।

রোচ মৎস্য সভাবতঃ মিষ্টজলপ্রিয়; কদাপি লবণ-সমুদ্র-জলে গমন করে না। ইহাদের বুদ্ধি বৃত্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল; এবং তৎপ্রযুক্ত ইংরাজি ধীবরেরা ইহাদিগকে “জল-ভেড়া” নামে বিখ্যাত করিয়াছে।

ডেস মৎস্য রোচের তুল্য, কেবল ইহার শরীর রোচহইতে লঘু ও কৃশ, এবং কতক মৃগাল মৎস্যের ন্যায়। বাটা ও খড়কিয়া বাটার যে রূপ ভেদ ইহাদিগের মধ্যেও তদ্রূপ; ফলতঃ ইহারা উভয়ে বাটা মৎস্যের বংশজাত। ইহার ডানার বর্ণ রোচ্ মৎসের ডানার বর্ণের মত ঘোর হয় না। অপর রোচ্ মৎস্য পুষ্করিণীতে উত্তমরূপে জন্মে, কিন্তু ডেস্ স্রোতোজল না হইলে থাকিতে পারে না। এই মৎস্য-জাতিদ্বয়ের অণ্ড প্রসব করিবার সময় জ্যৈষ্ঠ মাস, এবং মৃদুগামি স্রোতোজলে ঐ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়।

---

* পৃষ্টদেশের ঊর্দ্ধভাগ স্থিত ডানার নাম পৃষ্ঠডানা। বক্ষদেশের উভয় পার্শ্বে স্থিত ডানার নাম বাহুডানা, তৎ পশ্চাতে স্থিত ডানার নাম বক্ষডানা, তৎ পশ্চাৎ উদরডানা, এবং তৎ পশ্চাৎ গুহ্যডানা।

সম্পত্তি শাস্ত্র।

তাহার লক্ষণ।

যে শাস্ত্রে সর্ব্বসাধারণে ধনোপার্জ্জন করিবার নিয়ম সকল প্রাপ্ত হয় তাহার নাম সম্পত্তি শাস্ত্র।

ধন।

যাহা আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনস্কামনা পূর্ণ করে, এবং যাহার বিনিময়ে আমরা প্রয়োজনীয় বা সন্তোষজনক অন্য পদার্থ সংগ্রহ করিতে পারি, তাহার নাম "ধন"। কতিপয় পদার্থে আমাদের মনের সন্তোষ আপাততঃ করিতে পারে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তনে তোষজনক বা প্রয়োজনীয় অন্য পদার্থ পাইতে পারা যায় না; যথা বায়ু, সূর্য্যকিরণ, এবং জল। অপর কতক পদার্থ যে কেবল মনের তোষই সাক্ষাৎ উৎপন্ন করে এমত নহে, কিন্তু যে ২ বস্তুতে আনন্দ জন্মে তাহাও উৎপন্ন করিয়া থাকে; যথা, ধান্য জালানকাষ্ঠ, বস্ত্র, লবণ, লোহা, মুদ্রা প্রভৃতি। এই শেষোক্ত কতিপয় দ্রব্য ধন নামে প্রসিদ্ধ। অবস্থা ভেদে কদাপি পূর্ব্বোক্ত প্রকার পদার্থও বিনিমেয় হয়, সুতরাং তখন ধন পদবাচ্যও হইতে পারে।

এ প্রদেশে অনেকে কেবল স্বর্ণ ও রজতকে ধন বোধ করেন; তাঁহাদিগের পক্ষে ধনের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ আশু বিস্ময়জনক হইতে পারে; কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই ইহার যাথার্থ্য ব্যক্ত হইবেক। যাহার নিকটে এক তোলক মাত্র স্বর্ণ কি রজত নাই আর সে যদ্যপি যথেষ্ট ধান্য বা কার্পাস বা অন্য কোন বিনিমেয় বস্তুর স্বামী হয়, তবে তাহার নিকট অত্যল্প স্বর্ণ বা রজত না থাকিলেও তাহাকে সম্যগ্ ধনশালী কহিবার বাধা থাকে না। ফলতঃ সুবর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রার মূল্য কাল্পনিক মাত্র; এবং পৃথিবীতে তাহা না থাকিলে কোন প্রকারে ধনের অভাব হইত না। পূর্ব্বে এতদ্দেশে কপর্দ্দক ধনরূপে ব্যবহৃত ছিল; অধুনা বেঙ্কনোট নামে প্রসিদ্ধ কাগজ-খণ্ড ধনের প্রতিনিধি রূপে গণ্য হইয়াছে; কোন ২ দেশে মুদ্রিত চর্ম্ম-খণ্ড বা লৌহ-খণ্ডও ঐ পদাভিষিক্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের মূল্য কাল্পনিক অর্থাৎ তত্তদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের কল্পিত, ঐ বস্তুর স্বাভাবিক বিনিমেয় ধর্ম্মের অনুসারে নিরূপিত হয় নাই। প্রস্তুত করণের পরিশ্রম অনুসারে যে সামগ্রীর যে মূল্য নিরূপণ হয়, অর্থাৎ অন্য বস্তুর সহিত যে পরিমাণে বদল করা যাইতে পারে তাহাই তাহার যথার্থ বিনিমেয় মূল্য; ইহার অন্যথায় যে কোন মূল্য নিরূপণ হয় তাহা কাল্পনিক মাত্র।

অসাধারণ ধর্ম্ম।

যে গুণে বিষয় সকল আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সমর্থ হয় সেই অসাধারণ গুণকেই বিষয়ের "অসাধারণ-ধর্ম্ম" কহা যায়। যেমন বায়ুর অসাধারণ ধর্ম্ম প্রাণ রক্ষাকরণ, জলের পিপাসা বারণ, ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত ইহারা শিল্প কর্ম্মেও বিশেষ উপযোগী হয়। জালানকাষ্ঠের অসাধারণ ধর্ম্ম এই যে তাহাতে আমাদের খাদ্য দ্রব্য অন্ন ব্যঞ্জনাদির পাককার্য্য নিষ্পন্ন হয়।

এই গুণকে যখন মানব ব্যবহার সম্পাদন বিষয়ে স্থূলরূপে বিবেচনা করা যায় তখন ইহাকে বিষয়ের "আন্তরিক-অসাধারণ-ধর্ম্ম" কহা যায়।

আমাদের আবশ্যক পদার্থ সংগ্রহ করিতে হইলে যখন কোন বিষয় তজ্জন্য বিনিময় করা যায় তখন তাহার সেই গুণ সম্পত্তি-শাস্ত্রজ্ঞ-ব্যক্তিরা "বিনিমেয় অসাধারণ-ধর্ম্ম" বলিয়া থাকেন। সাধারণে ঐধর্ম্মকে মূল্য শব্দে কহেন। যে সকল বস্তু সর্ব্বত্র সমভাবে প্রচুর হইয়া অবস্থিতি করে;

এবং যাহারা মনের বাসনা পূরণে মানবহইতে কিছুমাত্র সাহায্য গ্রহণ করে না, তাহাদিগকেই আন্তরিক-অসাধারণ-ধর্ম্মশালী বস্তু কহা যায়; যথা বায়ু, এবং দিনকর-কিরণ।

প্রকারান্তরের যে কতিপয় বস্তু মানবীয় চেষ্টা সহকারে তদীয় কার্য্য সম্পাদনে বিশিষ্ট শক্তি-যুক্ত, এবং কোন ২ বিশেষ স্থানে দৃষ্টিগোচর হয় তাহাদেরই সর্ব্বদা বিনিময়ে অসাধারণ ধর্ম্ম থাকে; যেমন খাদ্য দ্রব্য, পরিধেয় বস্ত্র, ধাতু, এবং মনিমুক্তাহীরকাদি আকরোৎপন্ন বস্তু বা তজ্জাত পদার্থ।

শেষোক্ত দ্রব্যজাতপদার্থ যে বিনিময়ে অসাধারণ ধর্ম্মশালী তাহা সপ্রমাণ করা যাইতেছে। দেখ যে বস্তুতে পূর্ব্বে কোন বিশেষ গুণ প্রকাশ হয় নাই, কিন্তু পরিশ্রমদ্বারা যদি আমি তাহাতে সেই গুণরূপ অসাধারণ ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যে ঐ অসাধারণ ধর্ম্মযুক্ত বস্তু-সমূহে আমার অনন্য সাধারণ স্বত্ব জন্মে। এবং এই বস্তু সমূহের সঙ্গ্রহে আমরা যত পরিশ্রম করিয়া থাকি তত্তুল্য আর কোন বস্তু না পাইলে তাহার কদাচ স্বত্ব ত্যাগ করি না। যদি কাহারো এই বস্তু লইতে আবশ্যক হয় তাহা হইলে ইহার তুল্য পরিশ্রমে সংগৃহীত বস্ত্বন্তর বিনিময় স্বরূপে আমারে দিয়া তাহা অবশ্যই পাইতে পারেন। কিম্বা ইহার তুল্য বা অতিরিক্ত পরিশ্রম না করিলে যে বস্তু পাইতে পারি না এমত কোন বস্তু দিয়া তাহা লওয়া আবশ্যক। দেখ যদি পরিশ্রম করিয়া একটা মৎস্য ধরি, তাহা হইলে কোন বস্তুর উপকার নিরপেক্ষে তাহা আমি কদাচ কোন প্রতিবাসিকে দিই না। বায়ু ও সূর্য্য কিরণ আমরা কোন বস্তু বিনিময় না করিয়া অনায়াসেই পাইতে পারি; সুতরাং তৎপরিবর্ত্তেও তাহা আমি দিতে পারি না। এক মুহূর্ত্ত পরিশ্রমের ন্যূনে যাহা আমরা সঙ্গ্রহ করিতে সমর্থ হই তাহাও আমরা নিরর্থক অন্যকে দিতে কদাচ স্বীকৃত হই না। একদণ্ড পরিশ্রমে সঙ্গৃহীত বস্তু লইতে যদি গ্রহীতা এক মুহূর্ত্ত পরিশ্রমে অর্জিত দ্রব্য বিনিময় করিতে চাহেন তাহা হইলে তিনি তাহা কদাচ পাইতে পারেন না; কিন্তু সেই দ্রব্য যদি আমার না থাকে তাহা প্রকারান্তরে পাইবার চেষ্টা করি।

আর এবিষয়ে স্পষ্ট দেখিতেছি, কৃষকেরা তাহাদের পরস্পর পরিশ্রম-সাহায্যে ক্ষেত্রে যে সকল শস্য উৎপন্ন করে, সেই শস্য তুল্যাংশ করিয়া লইবার বাসনায় তাহারা সমভাবে ঐ ক্ষেত্রে শ্রম বিনিময় করিয়া থাকে। এই-রূপ রূপা দিয়া সোণা পরিবর্ত্ত করিতে বাসনা করিলে লোকে স্বর্ণহইতে অধিকাংশ রৌপ্য দিয়া থাকে; কারণ রজত সঙ্গ্রহ করিবার পরিশ্রম অপেক্ষা সুবর্ণ অর্জ্জনের শ্রম অনেক অধিক। এবং ঐ রূপা লোহা দিয়া বিনিময় করিতে গেলে তাহারা তদপেক্ষা লোহা অধিকাংশ অবশ্যই দিবেক। কারণ রূপা সঙ্গ্রহ করণের শ্রম লৌহ সঙ্গ্রহের পরিশ্রম অপেক্ষাকৃত অধিকাংশ।

অধিকন্তু দেখা যাইতেছে, যে২ বস্তুর সামান্যাকারে বিনিময়ে অসাধারণ ধর্ম্ম থাকে, আর তাহা লোকেরা বিনিময় করিতে ইচ্ছুক হয় তাহা হইলে তদুপার্জ্জনে যে রূপ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল সেই প্রকার অবিকল পরিশ্রম করিতে হয়; কেননা দ্রব্য উৎপন্ন করণের পরিশ্রমই ঐ দ্রব্যের যুক্তি যুক্ত প্রকৃত মূল্য।

সে যাহা হউক, এ নিয়ম কোন ২ ক্ষণিক আকস্মিক অচিরস্থায়ি বিষয়ে অসঙ্গত হইয়া থাকে। উৎপাদ্যমান উপস্বত্ব বিষয়ে মনে২ যত পরি-

মা৭ স্থির করা যায়, কখন২ তাহাহইতে অধিকাংশও উৎপন্ন হইয়া উঠে। এস্থলে সেই উৎপন্ন বস্তুর স্বামী, বস্তুর নির্দ্দিষ্ট প্রকৃত মূল্যহইতে ন্যূন মূল্যে তাহা দিতে পারেন বলিয়া ক্রেতৃবর্গকে ক্রয় করিতে প্ররোচনা দিয়া থাকেন; কারণ এককালে সমুদয় নষ্ট না করিয়া বরং কিঞ্চিৎ ন্যূনমূল্যে তাহা বিক্রয় করা উচিত বোধ করেন। এতাদৃশ স্থলে উপস্বত্ব অতিরিক্ত হওয়াতে তাহার বিনিময়-অসাধারণ-ধর্ম্ম অর্থাৎ মূল্য পূর্ব্ববৎসম না থাকিয়া ন্যূন হইয়া পড়ে। এতদ্বৈপরীত্যে যখন উপস্বত্ব অত্যল্প উৎপন্ন হইয়া উৎপাদকের শ্রম সফল না করে তখন বিক্রেতারা পরস্পর সেই বস্তুর স্বাভাবিক মূল্যহইতে মূল্য বৃদ্ধি করিতে থাকে, এবং ক্রেতারা সেই বস্তুর প্রকৃত মূল্য হইতেও অধিক মূল্য দেয়। ফলতঃ বস্তু অত্যল্প প্রস্তুত হইলেই গ্রাহক অতিরিক্ত হয়, তখন তাহার বিনিময় মূল্য বৃদ্ধিহইতে থাকে; এবং যখন বস্তু অধিক হয়, ও গ্রাহক শ্রেণির হ্রাস হয়, সুতরাং তখন তাহার মূল্য ন্যূন হয়। এই প্রকার ক্ষণিক নিয়মের অধীন হওয়াতে কোন বস্তুর মূল্য চিরকাল স্থায়ী হয় না। সচরাচর উৎপন্ন কোন বস্তুর বিনিময় মূল্যের সার্ব্বকালিক প্রথা তাহার মূল্য উৎপাদক-শ্রমের প্রতি নির্ভর করে, অর্থাৎ শ্রম পরিমাণে বস্তুর মূল্য-নিরূপণ হয়। যে বস্তু প্রস্তুত করণে অধিক পরিশ্রম তাহার মূল্য অধিক হয়, ও যাহার উৎপাদনে অল্প শ্রম তাহার মূল্যও অল্প।

উৎপত্তি প্রস্তুত করণ।

যে কর্ম্মদ্বারা আমরা কোন বস্তুতে বিশেষ মূল্য সংস্থাপন করিতে বা মানবীয় প্রয়োজন সাধনে কোন বিশিষ্ট শক্তি বিন্যাস করিতে পারি, তাহার নাম "উৎপত্তি-প্রস্তুত-করণ"। আমরা লোহা জন্মাইতে পারি না; কিন্তু ইহার আকরোৎপন্ন অব্যক্ত ধাতু-পিণ্ডহইতে নির্ম্মল ধাতু বাহির করিতে পারি; পরে তাহাহইতেই স্পাত, এবং সেই স্পাতহইতে ছুরিকাদি তীক্ষ্ণ অস্ত্র সকল প্রস্তুত করিতে সমর্থ হই। এই সকল কর্ম্মের নাম "উৎপত্তি"; এবং এই শ্রমসাধ্য উৎপত্তিদ্বারা দ্রব্যভেদে লৌহের বিশেষ২ মূল্য ব্যবস্থাপিত হয়। যে বস্তুতে এইরূপে মূল্য সংস্থাপন করা যায় তাহার নাম "উৎপন্ন" বা প্রস্তুত বস্তু।

মূল ধন।

পরিশ্রমদ্বারা বস্তু প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলে আদৌ যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন হয় তাহার নাম "মূল ধন"। এই লক্ষণানুসারে বস্ত্র প্রস্তুত করণ সম্বন্ধে কার্পাস মূল-ধন নামে বিখ্যাত হইবে। যে২ যন্ত্রদ্বারা এই বস্ত্র প্রস্তুত করা যায় তাহা, এবং যাহার অবলম্বনে শ্রমী বস্তু উৎপন্ন করণ সময়ে প্রতিপালিত হয় তাহাও, মূল-ধন পদবাচ্য। পরিশ্রম সহকারে উৎপন্ন বস্তু যাহাহইতে পুনঃ সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে, যথা শ্রম-সাধ্য সূত্র যাহাহইতে বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহাতেও মূলধন নাম প্রয়োগ করা যায়।

উপাস্ বৃক্ষ।

প্রাচীন ভ্রমণকর্ত্তারা যে সকল বিস্ময়জনক বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার অধিকাংশের মূল সত্য; কিন্তু সেই সত্য মূলোপরি নানাবিধ মিথ্যা গল্প আরোপিত হইবাতে অধুনা তাহা জন সমাজের অগ্রাহ্য হইয়া উঠিয়াছে। পরন্তু ইতি পূর্ব্বে বহুদিবসাবধি ঐ গল্প সকল ইউরোপ-খণ্ডের ব্যক্তিসমূহের মনকে সম্পূর্ণ রূপে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিল; এবং সকলেই তাহাতে ধ্রুব জ্ঞান করিত। এই সত্য-সঞ্চারযুক্ত মিথ্যা গল্পের এক প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল উপাস্ বৃক্ষ। ইংরাজি ১৭৮৫ অব্দে "লণ্ডন মেগেজিন্" নামক এক সাময়িক পুস্তকে এই বৃক্ষ বিষয়ক আশ্চর্য্য গল্প

প্রথমে প্রকাশ হয়। ফোর্স্ক নামক জনৈক ওলন্দাজ চিকিৎসক ঐ গল্প করেন। তিনি লেখেন যে বহুকালাবধি জাবাদ্বীপে ওলন্দাজদিগের অধীনস্থ সামারাং নগরে বাস করত উপাস্ বৃক্ষের সম্যক্ বিবরণ উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। এবং তদ্বিষয়ে সন্দেহ নিবারণার্থে তিনি আরো কহেন; "আমি কেবল পরিশুদ্ধ অসজ্জীভূত সত্য যাহা আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে তাহাই প্রচার করিতেছি, অতএব পাঠক মহাশয়েরা সত্যবোধে আমার বাক্য বিশ্বাস করুন"। এতাদৃশ ভূমিকানন্তর ফোর্স্ক সাহেব লেখেন যে জাবাদ্বীপস্থ বাতাবিয়া নগরহইতে ৮১ ইংরাজি ক্রোশ অন্তরে "বোহন উপাস্" নামক এক ভয়ানক বিষ-বৃক্ষ আছে, তাহার ঘ্রাণে জীবমাত্রের ধ্বংস হয়। ঐ বৃক্ষ এক পর্ব্বত-বেষ্টিত উপত্যকা মধ্যে অবস্থিত, এবং তাহার সন্নিকটে অন্য কোন বৃক্ষ কি তৃণ জন্মে না। এই বৃক্ষের গরল আনয়নার্থে তদ্দেশীয় রাজা প্রাণ-দণ্ডোপযুক্ত অপরাধিদিগকে প্রেরণ করিয়া থাকেন; এবং তাহাদিগের পারত্রিক মঙ্গলার্থে এই বৃক্ষহইতে ১৫।১৬ ইংরাজি ক্রোশ অন্তরে এক আচার্য্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন। যে সকল ব্যক্তিরা গরলানয়নে যাত্রা করিত তাহাদিগকে তিনি তৎকালে ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া-থাকিতেন। ফোর্স্ক সাহেব এই বিষয়ের যাথার্থ নিরূপণার্থে স্বয়ং ঐ বৃক্ষ দর্শনে যাত্রা করিয়া উক্ত আচার্য্যের সদনে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, যে সে ব্যক্তি ঐ স্থানে ত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত রহিয়াছে, ও ঐ সময়ে ৭০০ ব্যক্তি উপাস্ বৃক্ষের গরলানয়নার্থে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের শতৈকের মধ্যে দশ২ ব্যক্তিমাত্র প্রত্যাগমন করিয়াছে; অপর সকলেই উক্ত বিষবৃক্ষের ঘ্রাণে পঞ্চত্ব পাইয়াছে। যখন ফোর্স্ক সাহেব উক্ত আচার্য্যের নিকট উপস্থিত ছিলেন তৎসময়ে কএক জন অপরাধী ঐ ভয়ানক কর্ম্মে প্রেরিত হইয়াছিল। তাহারা আদৌ আপন ২ বেশভূষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপাদ-মস্তক-পর্য্যন্ত চর্ম্ম নির্ম্মিত কোষে আবৃত করিয়া আচার্য্যের উপদেশানুসারে কোন বিশেষ পথ অবলম্বন করত ঐ বৃক্ষাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। উপাস বৃক্ষের পরিমাণ নিরূপণার্থে ফোর্স্ক সাহেব এই ব্যক্তিদিগকে কএক গাছা রেসমের রজ্জু প্রদান পূর্ব্বক অনুরোধ করেন যে তোমরা আমার নিমিত্তে ঐ বৃক্ষের কিঞ্চিৎ কাষ্ঠ ও পত্র আনয়ন করিও। এই সকল ব্যক্তিমধ্যে যাহারা উপাস্ দর্শনানন্তর প্রত্যাগমন করিয়াছিল তাহারা তদ্বৃক্ষের দুইটা পত্র আনয়ন করিয়াছিল, এবং ফোর্স্ক সাহেবকে কহিয়াছিল যে উপাস্ বৃক্ষ অতি বৃহৎ নহে; তাহার নিকটে কএকটা চারা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন তাহার সন্নিধানে কএক ক্রোশ স্থান মধ্যে আর কিছুমাত্র জন্মে নাই। সর্ব্বদা ঐ বৃক্ষহইতে ভয়ানক দুর্গন্ধ নিঃসৃত হইতেছে, এবং যে কেহ তাহার আঘ্রাণ লয় সে তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করে। কি মনুষ্য, কি পশু পক্ষী, কি কীট-পতঙ্গ, কি বৃক্ষ-তৃণাদি, কিছুমাত্র এই ভয়ঙ্কর বিষ-বৃক্ষের নিকট অবস্থিতি করিতে পারে না; ও যে সকল ব্যক্তি গরলাহরণে যাত্রা করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে তাহাদিগের-মৃৎদেহের গলিতমাংস ও অস্থি ভিন্ন জীবদেহের কোন চিহ্নই এই বৃক্ষের নিকট দৃষ্টিগোচর হয় না। ফোর্স্ক সাহেব আরো কহেন যে তত্রত্য রাজপরিবারের কএক জন স্ত্রী অসতীত্বাপবাদ-গ্রস্তা হইবাতে তাঁহার সম্মুখে রাজাজ্ঞায় ঐ গরল লিপ্ত এক ক্রিচঅস্ত্রদ্বারা অত্যল্প আহতা হইয়া সকলেই ৩০ পল কাল মধ্যে নিরতিশয় ক্লেশ সহ্য করত মরিয়া গেল।

ইউরোপখণ্ডে এই গল্প বহু কালাবধি সত্য রূপে প্রচার ছিল; এবং উপাস্ শব্দ সর্ব্বনাশক শব্দের প্রতিবাক্য হইয়াছিল। পরে ১৭৩৩ শকে যখন জাবাদ্বীপ ইংরাজদিগের অধীনস্থ হয় তৎ সময়ে ডাক্তর হর্স্‌ফিল্ড সাহেব ইহার যাথার্থ্য প্রকাশ করেন। তিনি সপ্রমাণ করেন যে জাবা ও তন্নিকটবর্ত্তি উপদীপ-সমূহে "ওঙ্কার" বা "উপাস্" নামে খ্যাত এক প্রকার বিষ-বৃক্ষ আছে, এবং তৎ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত মিথ্যা গল্প কল্পিত হয়। ১০২ পত্রে মুদ্রিত চিত্রের পুরোবর্ত্তি স্থানে এই বৃক্ষের অবয়ব অঙ্কিত হইয়াছে। ইহা উক্তদ্বীপসমূহের সর্ব্বত্র অতি সুপ্রাপ্য; এবং ইহার পরিমাণ ৫০।৩০ হস্ত দীর্ঘ। পুষ্প বিষয়ে এই বৃক্ষের এক বিশেষ লক্ষণ আছে। ইহার সর্ব্বোর্দ্ধ-শাখায় স্ত্রী পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হয়; এবং অধঃ শাখায় পুংপুষ্প বিকসিত হয়। ইহার ত্বক্ অতি পুরু; এবং তাহাতে অস্ত্রাঘাত করিলে দুগ্ধবৎ মারাত্মকবিষতুল্য নির্যাস নিঃসৃত হয়। ইহার কণামাত্র জীবদেহের শোণিত স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার সর্ব্ব শরীর ব্যাপিয়া প্রাণ বিনাশ করে। জাবা-দেশীয় মনুষ্যেরা তাহাদিগের শরের অগ্রভাগ এই গরলে লিপ্ত করে, সুতরাং যে কেহ ঐ শর-বিদ্ধ হয় সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়। জাবা ও ওলন্দাজদিগের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ সময়ে অনেক ওলন্দাজ সৈন্য এই বিষাক্ত শরে আহত হইয়া অত্যন্ত যাতনা ভোগ করত শমনসদন-পরায়ণ হয়, বোধ হয়, তাহা হইতেই উপাস্ বৃক্ষের পূর্ব্ব প্রকাশিত অলীক গল্পের অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছিল।

ইটালি দেশীয় দস্যু।

রাজার প্রধান কর্ম্ম প্রজাপালন; এবং সম্যগ্রূপে তৎকর্ম্ম সাধনে সমূহ যত্ন ও পরিশ্রম করা আবশ্যক। যে সকল রাজারা বা রাজপ্রতিনিধিরা এতাদৃশ গুণশালী নহে, এবং অলস ও অধর্ম্মাচারী ও ধনলোভে বিমুগ্ধ, কিম্বা অকর্ম্মণ্য হন, তাহাদিগের রাজ্যে সুতরাং প্রজাপালন কর্ম্মের ত্রুটি হয়; এবং তত্রত্য দুষ্টলোকে নানাবিধ অনিষ্ট কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, বিশেষতঃ তথায় দস্যুবৃত্তিরও যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব হয়। রোম রাজ্যের অধঃপতনের কিয়ৎকাল পরে ইটালি দেশে উক্ত কারণ বশতঃ দস্যুদিগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। মুসলমানদিগের আধিপত্য নষ্ট হইবার সময়ে এতদ্দেশে ডাকাইত ও বর্গি ও পিণ্ডারিদিগের যে রূপ উন্নতি হয়, এবং তাহারা ভারতবর্ষের যে প্রকার অনিষ্ট করিয়াছিল, ইটালি দেশজ দস্যুরা তাহার কোন অংশে ন্যুন নহে, বরং কোন২ বিষয়ে ভারতবর্ষীয় দস্যু হইতে অধিক অনিষ্টকারী হইয়াছিল। রোম নগরের দক্ষিণে সিসিলী দেশ পর্য্যন্ত পর্ব্বতীয় স্থান সকল ইহাদিগের বাসের অতি নিভৃত স্থান। তথায় অবস্থান করত উহারা রাজপথে পথিকদিগের সম্পত্তি হরণ করিত; এবং অবকাশ মতে কখন২ শত২ ব্যক্তি একত্র হইয়া রজনীযোগে ধনাঢ্য গ্রামে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য ব্যক্তিবর্গের সম্যক্ অনিষ্ট করিত। বঙ্গদেশীয় ডাকাইতেরা যে প্রকারে প্রথমতঃ চর প্রেরণ পূর্ব্বক গৃহস্থদিগের অবস্থার বার্ত্তা সঙ্গ্রহ করিয়া পরে দস্যুবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের ইটালিদেশজ মাতৃস্বস্রেয় ভ্রাতৃবর্গেরাও সেই প্রথানুসারে চরদ্বারা সংবাদ আহরণ করিয়া থাকে। তাহাদিগের স্ত্রী কন্যারাই প্রায় চরের কর্ম্ম নিষ্পাদনার্থে নিযুক্ত হয়; কখন২ অন্য

স্ত্রীরাও স্ব২ ধর্ম্মের প্রতি জলাঞ্জলি দিয়া দস্যু-দিগের ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হওত তাহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ করে। এই স্ত্রী যাসুরা হস্তে টাকু লইয়া পাট কাটিতে২ ও মৃদুস্বরে গান করিতে২—সময়ে২ স্বীয় কি পরকীয় অপোগণ্ড একটি শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া—রাজপথে ভ্রমণ করে। পথিক-দিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলে নানাছলে তাহা দিগের সহিত আলাপ কৌশল করিতে২ যে স্থানে আপনাদের সহধর্ম্মিরা লুক্কাইত থাকে, তথায় উপনীত করাইয়া ছলক্রমে সত্বরে দস্যুদিগের নিকট গিয়া ইঙ্গিতাদিদ্বারা পথিকদিগকে দেখাইয়া দেয়; এবং দস্যুরা তৎক্ষণাৎ বন্দুকদ্বারা ইষ্টকর্ম্ম সমাধা করে; কখনবা কেবল বন্দুক দর্শাদিয়াই কার্য্য সাধন করে।

বঙ্গ-দেশীয় ডাকাইত অপেক্ষায় ইটালি-দেশজ দস্যুরা অত্যন্ত সাহসিক; বিশেষতঃ বন্দুকধারী হওয়াতে নিতান্ত ভয়ানক হয়। এমত কোন ঘোরতর অনিষ্টকর কুক্রিয়া নাই যাহা নিষ্পাদনে এই দুরাচারিরা অগ্রসর না হয়। নৃহত্যা, ভ্রূণহত্যা, গৃহদাহ, গ্রামদাহ, প্রভৃতি যে কিছু মহাপাপ-জনক কর্ম্ম আছে তাহা সকলই ইহারা করিয়া থাকে। প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে এই দস্যুরা অত্যন্ত বলবন্ত হইয়াছিল; এবং এক২ দলে শত২ ব্যক্তি—কখন২ দুই তিন সহস্র ব্যক্তি—একত্র হইয়া দুর্ভগা ইটালি দেশের অনিষ্ট করিত; এবং রাজ-সৈন্যদিগের সম্মুখ সঙ্গ্রামেও প্রবৃত্ত হইত। তত্রত্য রাজাদিগের পরস্পর বিবাদ হইলে কখন২ ইহারা এক রাজসেনাদিগের সহিত পরিগণিত হইয়া বি-

পক্ষ দলের সহিত ঘোরতর সঙ্গ্রাম করিত। এই শোণিত-পিপাসু ব্যক্তিরা নৃহত্যা করিবার উপায় প্রাপ্ত হইলে কদাপি বিশ্রাম করে না, যে কোন প্রকারে হউক নৃশংসব্যাপারে নৃহিংসা ও ধনাপহরণে সর্ব্বদা রত থাকে।

মনুষ্যমাত্রে দলবদ্ধ হইয়া কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে প্রায় স্বতই এক জন কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া থাকে; বিশেষতঃ দস্যুরা এই নিয়মের অন্যথা করে না। প্রত্যেক দস্যু-দলের এক ২ জন দলপতি বা দস্যুপতি থাকে; এবং দলস্থ অপর সকলেই তাহার আজ্ঞাবহ ও ইষ্টাকাঙ্ক্ষী হয়, এবং অনেকে প্রাণপণে তাহার মঙ্গল চেষ্টায় নিযুক্ত থাকে; কদাপি অনিষ্টকর কোন কর্ম্ম করে না। যে সকল ব্যক্তিরা ঈশ্বরকৃত ও মনুষ্যকৃত সকল নিয়মের বহির্ম্মুখ হইয়া ধর্ম্ম নামক সকল পদার্থে জলাঞ্জলি দিয়াছে—তাহারা যে দলপতির আজ্ঞায় অনন্যমতি হইবেক এবং তৎ প্রতিপালনে প্রাণ দিতেও অগ্রসর হইবেক ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে; পরন্তু ইহা সম্যক্ সত্য, এবং অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন যে দলপতির প্রাণ রক্ষার্থে দলস্থ অন্য ডাকাইত অনেকে আপন প্রাণ দিয়াছে। ধনপ্রাপ্তিই দস্যুদিগের মুখ্য কল্প, অথচ ঐ ধন সঞ্চয় হইলে দলস্থ সকলেই তাহা দলপতিকে সমর্পণ করে, এবং তাহার নিকট হইতে ঐ ধনের একাংশ মাত্র আপনারা বণ্টন করিয়া লয়।

সর্ব্বদা দস্যুবৃত্তিতে প্রবৃত্ত থাকিয়াও অনেক দস্যুরা ও দস্যুপতিরা সত্যপরায়ণ ও বাক্যনিষ্ঠ হয়; এবং প্রতিজ্ঞাপালনে কদাপি অন্যথা করে না। এতদ্দেশীয় বিশ্বনাথ বাবু নামে খ্যাত দস্যুপতি উক্তবিষয়ের এক দৃষ্টান্ত-স্থল। কথিত আছে যে সে এক দিবস গঙ্গাস্নান করিতেছিল এমত সময়ে এক ব্রাহ্মণ কোন বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার বোধে তাহাকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কহিলেন: "মহাশয় আমি বহু শ্রমে দুই শত টাকা উপার্জ্জন করিয়া গৃহে যাইতেছি। মানস যে ঐ অর্থ ব্যয় করিয়া উপস্থিত দুর্গোৎসবে গঙ্গাজল বিল্বদলে মায়ের চরণ সেবা করি। কিন্তু শ্রুত হইলাম যে অনতিদূরে বিশ্বনাথ বাবু নামে এক দস্যুপতি আছে, তাহার হস্তে পতিত হইলে আর ত্রাণ নাই; অতএব প্রার্থনা করি যে মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক জনৈক দৌবারিক সমভিব্যাহারে দিয়া আমাকে গৃহে প্রেরণ করেন"। বিশ্বনাথ বাবু এই প্রার্থনায় স্বীকার করিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে স্বালয়ে লইয়া যায়; এবং পর দিবস প্রাতে তাহাকে এক শত টাকা প্রদান পূর্ব্বক দৌবারিক সমভিব্যাহারে গৃহে প্রেরণ করে; এবং তাহার নিকট স্বীকৃত হয় যে আমি নবমী পূজার দিবসে মহাশয়ের গৃহে প্রতিমা দর্শনার্থে গমন করিব। গৃহে আসিয়া ব্রাহ্মণ এই কথা সকলের নিকট প্রচার করাতে শান্তি রক্ষক রাজকর্ম্মচারিরা ঐ অবকাশে এই প্রসিদ্ধ দস্যুকে ধৃত করিবার উপায় স্থির করিতে লাগিল। বিশ্বনাথ বাবু এই বৃত্তান্ত সকল শ্রুত হইয়াছিল, তথাপি আপন সত্য প্রতিপালনার্থে নিয়মিত সময়ে ব্রাহ্মণ-গৃহে আগমন পূর্ব্বক শান্তিরক্ষকদিগের হস্তে পতিত হইল। এই স্থলে মনস্তত্ত্ববেত্তাদিগকে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য যে প্রগাঢ় অর্জ্জন স্পৃহা ও জীবহিংসাদি নানাবিধ কুপ্রবৃত্তির সহিত এতদ্রূপ মিতাচার ও সত্য পরায়ণতা কি প্রকারে বর্ত্তিল?

নীল-প্রস্তুত-করণের প্রথা।

বি দেশীয় ধন সহকারে যে সকল বস্তু এতদ্দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে তন্মধ্যে নীল সর্ব্বাগ্র-গণ্য। অধুনা প্রায় ৪০ লক্ষ বিঘা ভূমি এই বস্তু উৎপাদনার্থে নিযুক্ত আছে;

ইহার চাসে প্রায় ৫ লক্ষ ব্যক্তি সপরিবারে জীবিকা প্রাপ্ত হইতেছে; এবং অল্পতঃ বিদেশীয় কোটিমুদ্রা এতৎকর্ম্মে প্রতি বৎসর ব্যয় হইয়া থাকে; এতদ্ব্যতীত এই কর্ম্ম সম্পাদ্য কুঠি ও যন্ত্রাদিতে ইংরাজদিগের দুই কোটি টাকা ন্যস্ত আছে। অধিকন্তু পূর্ব্বে যে সকল নিম্ন ভুমি সর্ব্বদা জলপ্লাবিত হওয়াতে নিষ্কর্ম্মণ্য ছিল তাহা এই ক্ষণে অর্থকরী হইয়া উঠিয়া আছে, এবং বঙ্গদেশে যে২ স্থানে নীলচাস আরব্ধ হইয়াছে তত্রত্য ভুমির মূল্য সর্ব্বতোভাবে বৃদ্ধি হইয়াছে। কলিকাতাহইতে যে একাদশ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য প্রতি বৎসর বিদেশে প্রেরিত হয় তাহার অধিকাংশ চিনি, সোরা, নীল এবং রেশম; সুতরাং এই বস্তু-চতুষ্টয়ে ব্যবসায়িদিগের বিশেষ আদর হইয়াছে। বন্য নীল তরু এতদ্দেশে বহুকালাবধি আছে, এবং পূর্ব্বে তাহাহইতে কিঞ্চিৎ নীল ও প্রস্তুত হইত, কিন্তু নীল বৃক্ষের চাসের প্রথা এতদ্দেশে প্রচার ছিল না, এবং লভ্যজনক কর্ম্ম মধ্যেও তাহা গণ্য ছিল না। ইংরাজদিগের আগমনানন্তর এই প্রথা আরব্ধ হয়, এবং তদবধি ইহার উত্তর২ সম্যগ্ বৃদ্ধি হইতেছে। ইহাতে বঙ্গদেশীয় অন্যান্য কোন চাসের হানি হয় নাই, কারণ নদীতটস্থ নিম্ন ধোয়াট জমি যাহাতে-পূর্ব্বে অন্য কোন চাস হইত না, নীল চাসের নিমিত্তে তাহাই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। নীলকর ব্যক্তিরা এই চাসে স্বয়ং প্রবৃত্ত হয় না, ইহারা প্রজাদিগকে তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করণার্থে প্রতি বিঘা ভুমির নিমিত্তে ২-৩ টাকা দাদন ও ভূম্যুপযোগ্য বীজ প্রদান করে, এবং প্রজারা ঐ ধনলোভে তাহাতে নিযুক্ত হয়।

নীলের বীজবপনকর্ম্ম কার্ত্তিক মাসে আরব্ধ হয়। তৎসময়ে নিম্নস্থ ভুমির জল শুষ্ক হইয়া কেবল কর্দ্দম প্রায় হইলে প্রজারা ঐ কর্দ্দমোপরি বীজ বপন করে। ইতিমধ্যে যে সকল ভুমি ত্বরায় শুষ্ক হইয়া যায় এবং তাহার উপরে কর্দ্দম থাকে না, তাহাকে হলদ্বারা কিঞ্চিৎ কর্ষণ করিয়া তদুপরি বীজ নিক্ষেপ করিতে হয়। কৃষাণেরা রোপণ শব্দের অপভ্রংশে "রোয়ন" শব্দ ব্যবহার করে; এবং তদনুসারে কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ন মাসের রোপিত কর্ম্মকে "কার্ত্তিকী রোয়া" কহে, এবং এই রোয়ার প্রতি বিঘা ভুমিতে ৬ সের পরিমিত বীজ বপন করিয়া থাকে।

যে সকল ভুমি কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ন মাসে বপনোপযোগ্য না হয়, কিম্বা তৎসময়ে অন্য শস্য উৎপাদনার্থে নিযুক্ত থাকে, তাহাতে চৈত্র মাসে নীল রোপণ করা যায়। কিন্তু নীলকরেরা চৈত্রীয় রোয়া মনোনীত জ্ঞান করে না, কারণ এতৎসময়ে ভুমি উত্তমরূপে কর্ষণ করিতে হয়, সুতরাং তাহাতে ব্যয়াধিক্য। পরন্তু এ সময়ে অধিক বীজ প্রয়োজন হয় না; প্রতি বিঘায় চারি সের বীজ নিক্ষেপ করিলেই যথেষ্ট হয়। এতদ্রূপে বীজ বপন করিলেপর কিঞ্চিৎ ঘাস নিড়ান ব্যতীত নীল বৃক্ষের পুষ্টির নিমিত্তে অন্য কোন পরিশ্রম করিতে হয় না; দুই তিন মাস মধ্যেই বৃক্ষ সকল সুপল্লবিত হইয়া নীল প্রস্তুত করণোপযোগ্য হয়। জ্যৈষ্ঠের শেষ অবধি আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত নীল বৃক্ষ প্রস্তুত হইলে চাসিরা ঐ বৃক্ষ সকল কাটিয়া আন্দাজি ১॥ মন পরিমাণের বোঝা বান্ধিয়া পূর্ব্বের নিরূপিত মূল্যে তাহা নীলকরদিগকে বিক্রয় করত প্রাপ্ত দাদন পরিশোধ করে।

নীলকরেরা নীল বৃক্ষের বোঝা সকল প্রাপ্ত হইলে তাহা এক বৃহৎ কুণ্ডে নিক্ষেপ করে। এই কুণ্ডের ইতর "নাম হৌজ", এবং ঐ হৌজ নীল বৃক্ষে পরিপূর্ণ হইলে "তীর" নামে প্রসিদ্ধ এক কাষ্ঠদণ্ডদ্বারা ঐ বৃক্ষ সকলকে কিঞ্চিৎ দাবন করিতে হয়। তৎ-

পরে ঐ কুণ্ড জলে পরিপূর্ণ করিলে ঐ জল ও বৃক্ষ অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, এবং নীলপত্রস্থ বর্ণ জলে দ্রুব হইয়া যায়। যদ্যপি কুণ্ডে নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই নীল-পত্র-সকল উত্তপ্ত হইয়া উঠে, অথবা তদুপরি অধিক ধুলি পড়ে তাহা হইলে উত্তম নীল প্রস্তুত হয় না, অতএব নীলপত্র পরিষ্কার ও শীতল স্থানে রাখা কর্ত্তব্য। কেহ২ কহেন যে আম্রবৃক্ষাদির চারা যে প্রকার বংশ নির্ম্মিত জালিদ্বারা বেষ্টিত করিয়া রাখা যায় তদ্রূপ জালি এক ২ টা নীল পত্রের বোঝার মধ্যে দিয়া রাখিলে পত্র শীতল থাকে, সুতরাং শীঘ্র নষ্ট হয় না।

কুণ্ডে পত্র নিক্ষেপ করিবা মাত্র যদ্যপি তাহা উষ্ণ হইয়া উঠে তবে ঐ পত্রকে দাবন করিবার আবশ্যক থাকে না; কিন্তু তাহা না হইলে, ও শীতল দিবসে, কিম্বা বৃষ্টি হইলে, পত্রকে উত্তম রূপে দাবন করিয়া দরমা দ্বারা কুণ্ড আচ্ছাদন করা কর্ত্তব্য, নচেৎ নীল প্রস্তুত করণে বিলম্ব হয়, এবং মালও উত্তম হয় না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে কুণ্ডস্থ পত্রে জল দিলে তাহা উত্তপ্ত হইয়া পত্রের বর্ণ জলে মিশ্রিত হয়; কিন্তু তাহা কত সময় মধ্যে নিষ্পন্ন হয় তাহা নির্দ্দিষ্ট নাই। সময় বিশেষে কোন ২ কুণ্ডে ৯॥০ ঘণ্টা পরিমাণ কাল মধ্যে তৎকর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়; অপর সময়ে বিশেষতঃ বৃষ্টি হইলে তাহার দ্বিগুণ সময় আবশ্যক। যে সময়ে কুণ্ডস্থ জলের বিম্ব সকল ভগ্ন হইলেও তাহার চিহ্ন জলোপরি প্রত্যক্ষ হয়,—যখন মধ্যে ২ মলিন বর্ণের বিম্ব সকল উত্থিত হয়,—যে সময়ে কুণ্ডের অধোভাগস্থ জল তৈলবৎ বোধ হয়, এবং জলের গন্ধ কিঞ্চিৎ গলিত বোধ হয়,—তৎসময়ে জ্ঞাতব্য যে জল সুপক্ক হইয়াছে, অর্থাৎ নীল জলে উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত কুণ্ডের সন্নিকটে এবং কিঞ্চিৎ নিম্নে অপর এক কুণ্ড থাকে, এবং ঐ উভয়ের মধ্যে এক ছিদ্র থাকায় অনায়াসে একের জল অন্যের মধ্যে যাইতে পারে। যে সময়ে নীলপত্র জলে ভিজান যায় তখন ঐ ছিদ্র এক ছিপিদ্বারা রুদ্ধ থাকে; জল পরিপক্ক হইলে ছিপি বিমোচন করা যায়।

উত্তমরূপে নীল পত্র গলিত হইলে ছিপি খুলিবামাত্র যে জল মিশ্রিত হয় তাহার বর্ণ উজ্জ্বল কমলানেবুর ন্যায়—নিয়মাতিরেক পরিপক্ক হইলে জলের বর্ণ ঈষদ্ লাল, এবং সুপক্ক হইবার কিঞ্চিৎ বিলম্ব থাকিলে—জল পীত বর্ণাক্ত হয়।

এক কুণ্ডের জল অপর কুণ্ডে আনিবামাত্র কএক জন মজুর তাহাদের পদ ও বটিয়াদ্বারা এ জলকে বিলোড়ন করিতে থাকে। এই কর্ম্মকে নীলকরেরা "গাজন" শব্দে কহে; এবং ঐ গাজন কর্ম্ম যাহাতে শীঘ্র নিষ্পন্ন হয় তদ্বিষয়ে তাহারা বিশেষ তৎপর হয়। মজুরদিগের তৎপরতানুসারে গাজন কর্ম্ম শীঘ্র বা বিলম্বে সম্পন্ন হয়; কিন্তু কদাপি-এক ঘণ্টার পূর্ব্বে সমাধা হইতে পারে না; সচরাচর ২-৩ ঘণ্টা কাল প্রয়োজন হয়। ফলতঃ অধিক কাল বিলোড়ন করিলে মাল অধিক হয় বটে, কিন্তু কঠিন হয়; আর অল্প বিলোড়ন করিলে উত্তম, অথচ অল্প হয়। জল উত্তম বিলোড়িত হইলে তদুপরি যে ফেণ জন্মে তাহা উজ্জ্বল শ্বেত বর্ণবিশিষ্ট বোধ হয়; এবং ঐ জল এক কাচ পাত্রে রাখিলে কিয়ৎকাল পরে তাহা ম্লান পীত-বর্ণাক্ত হয় এবং তাহার নিম্নে নীল থান ২ হইয়া জমে। জল অধিক বিলোড়িত হইলে জলের বর্ণ স্বর্ণাক্ত হয়, এবং তাহাতে যে পদার্থ নিপতিত হয় তাহা বালুকা রেণুবৎ এবং কঠিন হয়।

বিলোড়ন কর্ম্ম সমাধা হইলে কুণ্ডস্থ জল দুই তিন ঘণ্টা সময় মধ্যে স্থির হইয়া উপরে পরিষ্কার

জল ও নিম্নভাগে নীলপদাথ পৃথক্ হইয়া পড়ে। এই সময়ে কর্ম্মকারেরা ঐ কুণ্ডের পার্শ্বস্থ ছিদ্রের ছিপি মোচন পুর্ব্বক জল নির্গত করণানন্তর জমাট নীল পদার্থ বস্ত্র বা কম্বল নির্ম্মিত ছাঁকুনিতে পরিষ্কার করে। এই অবস্থায় ঐ জমাট্ পদার্থকে "গাদ শব্দে কহে." এবং ঐ গাদ ছাঁকা হইলে নির্ম্মল জলে মিশ্রিত করিয়া এক বৃহৎ কটাহে সিদ্ধ করিতে হয়। তিন চারি ঘণ্টা উত্তমরূপে যথেষ্ট জলে সিদ্ধ হইলে ঐ গাদকে পুনরায় ছাঁকিয়া বাফ্তা বস্ত্র বেষ্টিত করিয়া ছাঁচে পুরিয়া স্ক্রুযন্ত্রদ্বারা চাপিতে হয়। অনেকে চাপনার্থে এক ২ খানা ছাঁচ ব্যবহার করিয়া থাকে; কিন্তু সে বড় মন্দ রীতি। দুইখানা ছাঁচ একেবারে ব্যবহার করা ভাল; ইহাতে কর্ম্ম ও শীঘ্র হয়, এবং নীলের বড়ি স্থূল করিবার নিমিত্তে এক ছাঁচে দুইবার গাদ দিতে হয় ন।ছাঁচের চতুষ্পার্শ্বে যে সকল ছিদ্র থাকে তাহা প্রশস্ত হইলে চাপন কর্ম্ম শীঘ্র নিষ্পন্ন হয়; এবং নীলের বড়িও ফাটে না। ৮ ঘণ্টা চাপিলে বড়ি কাটিবার উপযুক্ত হয়; এবং তখন তাহাতে অঙ্গুলী দিয়া টিপিলে কোন দাগ হয় না। বড়ি কাটা হইলে ৩। ৪ দিবস তাহা এক প্রশস্ত গৃহে রাখিয়া শুষ্ক করিতে হয়; কিন্তু ঐ শুষ্ক করণ সময়ে বড়ি উল্টিয়া দিবার প্রয়োজন নাই; যে অবস্থায় বড়ি রাখা যায় সেই অবস্থায় শুষ্ক করা ভাল। যে সময়ে নীলের বড়ি শুষ্ক হইতে থাকে তৎ সময়ে তদুপরি এক প্রকার শৈবাল জন্মে। ঐ শৈবালের বর্ণ শ্বেত, এবং তাহাহইতেই নীল বটিকার শ্বেতবর্ণ হয়। সামান্যতঃ এই শৈবালকে "ছাতা" কহা যায়, ও যে দ্রব্যোপরি উহা জন্মে তাহাকে "ছাতাপড়া" বলে। নীল বানাইবার রীতি সর্ব্বত্রে তুল্য নহে। যাহা উক্ত হইল তাহা বঙ্গ দেশে প্রসিদ্ধ। অযোধ্যা ও ত্রিহুট দেশে ইহার কিছ অন্যথা হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা বর্ণন করা এইক্ষণে আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে।

তিন্নিবেলি দেশীয় পল্লিগার।

ভারত বর্ষের দক্ষিণাংশে মন্নার-খাড়ির তটে তিন্নিবেলি নামে এক প্রদেশ আছে। ঐ দেশ কন্যা কুমারী অন্তরীপ অবধি মাদুরা দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পুর্ব্বে ইহা আর্কটাধিপতি নবাবের অধীন ছিল। পরে উক্ত নবাবের অন্যান্য সম্পত্তির সহিত ইহা ইংরাজদিগের হস্তগত হয়, এবং অধুনা মান্দ্রাজের অন্তঃপাতি কর্ণাটক দেশের অংশরূপে গণ্য হইয়াছে। এই প্রদেশের বিস্তার ও বিশিষ্টরূপে প্রজাকীর্ণ, বটে; কিন্তু ইংরাজদিগের পক্ষে তত্রত্য জল ও বায়ু ইষ্টকর নহে। সমুদ্রতটে কয়েকটা বিস্তৃত লবণাক্ত জলাশয় আছে, তদ্ব্যতীত ইহার অন্যত্র সুরম্য বৃক্ষাদি ও সুমিষ্ট-জলপুর্ণ নদীতে সুশোভিত। পালামকোট্ট এবং তিন্নিবেলি এই প্রদেশের প্রধান নগর; এতদ্ব্যতীত সমুদ্রতটে তুতিকোরিন্ এবং এচিন্নডুর নামে দুই প্রসিদ্ধ বন্দর আছে, তাহাতে বিদেশীয় পোত সকলের সমাগম হয়।

এতদ্দেশীয় প্রজারা প্রায় সকলেই হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী; এবং ভারতবর্ষের অন্যত্র জাতি ও ধর্ম্ম বিষয়ক যে সকল নিয়ম প্রচার আছে, এখানেও তদ্রূপ। তত্রত্য ভূম্যধিকারিদের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, কিন্তু তাহারা কদাপি স্বয়ং ভূমি কর্ষণ্ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না; শূদ্রাদি হীন বর্ণে তাহাদিগের অধীনে তৎ কর্ম্মসম্পন্ন করে। মুসলমানদিগের হস্তে যে যৎকিঞ্চিৎ ভূমি আছে তাহা ক্রীতদাসদ্বারা কর্ষিত হয়।

পুর্ব্বতন কালে এই দেশ বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়া "পল্লিগার" নামে বিখ্যাত ভূস্বামিদিগের অধীনে

ছিল। এই ভুস্বামিরা মহাবলপরাক্রান্ত ছিল, এবং সর্ব্বদা লৌহময় কবচ এবং নানাবিধ অস্ত্র ধারণ করিত। যুদ্ধ বিষয়ে ইহারা মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধাদিগের তুল্য, কিন্তু তদ্বৎ-সুনিয়মানুগামী নহে। এক পঁক্তিস্থ ব্যক্তিব্যূহে সম প্রথায় অস্ত্র ধারণ না করিয়া কেহ অসি চর্ম্ম, কেহ বন্দুক, কেহ বা ধনুর্ব্বাণ, কেহ বা শেল লইয়া যুদ্ধ করে, অপর কেহ ২ কুঠার লইয়া সমরপরায়ণ হয়; পরন্তু কেহই খড়্গ পরিত্যাগ করে না। কবচ পরিধান করিলে ইহাদিগের অবয়ব যে প্রকার বিকৃতাকার হয় তাহা উপরে মুদ্রিত চিত্রে ব্যক্ত আছে। মস্তকে লৌহময় উষ্ণিষ ধারণ করা ইহাদিগের প্রথা, ঐ উষ্ণিষ বক্ষদেশ অবধি দোলায়মান হইয়া পড়ে। দেহাবরণার্থে ইহারা প্রথমতঃ কার্পাস-পূর্ণ অঙ্গরাখা পরিয়া তদুপরি লৌহ শৃঙ্খল নির্ম্মিত কবচ ধারণ করে। ইহাদিগের খড়্গ অতিসুতীক্ষ্ণ; এবং অশ্বারোহি পল্লিগারেরা ঐ অস্ত্র ব্যবহারে অতি তৎপর। যে প্রকার কোরাল খড়্গ তুর্ক ও পারসিক জাতীয়েরা ব্যবহার করে তাহা ইহাদিগের মনোনীত হয় না; দুদিকে ধার ঋজু খড়্গ ইহাদিগের প্রিয়: এবং তদ্রূপ উত্তম খড়্গ প্রাপ্য হইলে বহু মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া থাকে। বঙ্গাব্দ ১১৮৯ বৎসরে যখন টেঁপুশাহের সহিত ইংরাজদিগের বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তিন্নিবেলি দেশীয় পল্লিগারেরা আর্কটের নবাবের সমভিব্যাহারে ইংরাজদিগের হৃদ্যতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক টেপুশাহের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলে মান্দ্রাজের গবর্ণর কাপ্তান ফুলার্টন সাহেবকে ইহাদিগের দমনার্থে প্রেরণ করেন। ঐ সেনানায়ক বহু পরিশ্রমে এবং পুনঃ ২ ঘোরতর সংগ্রাম জয় করত স্বকার্য্য সাধন করেন। তৎপরে সমরকুশল পল্লিগারেরা স্বাধীন হইবার লালসায় কয়েকবার ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল; কিন্তু সে আশা সফলা করিতে পারে নাই। কর্ণাট দেশের অন্যত্র যে প্রকার বহুল দুর্জয় দুর্গ আছে, তিন্নিবেলি প্রদেশেও তদ্রূপ ছিল, কিন্তু এইক্ষণে তাহার অধিকাংশ

নষ্ট হইয়াছে; এবং অবশিষ্ট ভগ্ন দশায় পড়িয়াছে; বোধ হয়, অল্পকাল-মধ্যেই ধ্বংস হইবেক।

ডোকো জাতির বিবরণ।

আফরিকা খণ্ডের মধ্যবর্ত্তি দেশ সকলের যথার্থ বিবরণ জনসমাজে প্রচার নাই। মঙ্গোপার্ক, রুপেল্, স্মিথ্, বিক্ ও অন্যান্য ভ্রমণকর্ত্তারা উক্তদেশ ভ্রমণোন্মুখ হইয়া পথিমধ্যে যে বিষম ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণে আর কেহ তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন নাই। আর তত্তদ্দেশ বিষয়ে যাহা কিছু প্রচার আছে তাহা জনশ্রুতি মাত্র, সুতরাং সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে। অনেকে কহিয়া থাকেন যে আফরিকা খণ্ডের মধ্যস্থান বালুকাময় মরুভূমি; তাহাতে কোন উদ্ভিজ্জ পদার্থ জন্মে না। প্রচলিত ভূগোল গ্রন্থে এই মরুভূমি "সাহারা" নামে প্রসিদ্ধ আছে, এবং ইহার পরিমাণ ভারতবর্ষের দ্বিগুণরূপে নিরূপিত হইয়াছে; কিন্তু এ বিষয়ের কোন বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ নাই। এই মরুভূমির দক্ষিণে আবিসিনিয়া দেশের দক্ষিণ পশ্চিমে কাফা নামে এক প্রদেশ আছে; এবং কাফরি-দাস-ক্রয়-করণার্থে ক্রীতদাস-ব্যবসায়িরা তথায় সর্ব্বদা গমনাগমন করিয়া থাকে। বিক্ নামক বিখ্যাত ভ্রমণকর্ত্তা এই দেশে গিয়া তত্রস্থ বিজ্ঞব্যক্তিবর্গহইতে ইহার দক্ষিণ পশ্চিমে যে সকল দেশ আছে তাহার যে বিবরণ সংগ্রহ করত প্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে "ডোকো" নামে এক বামন জাতি বিশেষের বিবরণ আছে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ পাঠকবর্গদিগের সুগোচরার্থে-প্রকাশ করা গেল।

বিক্সাহেব লেখেন "ডোকোদিগের দেশ কাফাহইতে এক মাসের পথ অন্তর। ইহাতে ক্রীতদাস ব্যবসায়ি ভিন্ন অন্য কেহ গমন করে না। এই দেশে গমনের প্রচলিত পথ কাফাহইতে দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখী। এই পথ দিয়া প্রথম দাম্রু দেশ পরে কুচা ও কুলু দেশ ভ্রমণ পূর্ব্বক ইরোনদী পার হইয়া টুফ্‌টে গ্রামে যাইতে হয়; তৎপরে যে দেশ তাহাতে ডোকোনামক জাতি বিশেষের অবস্থান। **** অন্যত্রের দশ বার বৎসর বয়স্ক বালকেরা যে পরিমাণে দীর্ঘ. ডোকোদিগের স্ত্রী পুরুষেরাও তদ্রূপ; অতি বৃদ্ধ বয়স্ক ডোকোরাও তদপেক্ষায় দীর্ঘ হয় না। ইহারা সর্ব্বদা উলঙ্গ থাকে; কোন বস্ত্রাদি ধারণ করে না; এবং পিপীলিকা সর্প, মূষিকাদি জন্তু ও অন্যান্য হেয় পদার্থ যাহা অপর মনুষ্যেরা ভোজ্য মধ্যে গণ্য করে না তাহাই ইহারা ভক্ষণ করত দিনপাত করে। কথিত আছে যে পিপীলিকা-সর্পাদি ধৃত করণে ইহারা এতাদৃশ তৎপর যে তন্নিমিত্তে প্রতিবাসী অন্য জাতিদিগের প্রশংসা ভাজন হইয়াছে। তাহারা এই নিকৃষ্ট ভোজ্য এতাদৃশ প্রিয় জ্ঞান করে যে নিয়ত সুখাদ্য প্রাপ্ত হইলেও ইহার অন্বেষণে বিরত হয় না। স্বদেশে ইহারা অলঙ্কার-স্বরূপে সর্প-চর্ম্ম ধারণ করে। এবং বৃক্ষাদি আরোহণ করিতে ইহারা অতি তৎপর. এবং মস্তক অধঃ রাখিয়া ঊর্দ্ধপাদ হইয়া তৎকর্ম্ম সাধন করে। মনুষ্যের দুর্গম্য অতি নিবিড় বন ইহাদিগের বাসস্থান; এবং দাসান্বেষকেরা কখন ২ এই বন মধ্যে এক বৃক্ষোপরি বহু সংখ্যক ডোকোদিগকে দেখিতে পাইলে তাহাদিগকে কোন সুদৃশ্য পদার্থ দর্শাইলে তল্লোভে ডোকোরা ভূমিতে নামে তাহাতে তাহারা অনায়াসে ধৃত হয়। ধৃত-করণ সময়ে কোন ডোকো ক্রন্দন করিলে দাসান্বেষকেরা তৎক্ষণাৎ তাহাকে বধ করে; নচেৎ তাহার ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করত তাহার সমভিব্যাহারিরা পলায়ন করিয়া দাসান্বেষকদিগের শ্রম বিফল করে।

"ডোকোরা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে; কিন্তু বি-

বাহ বিষয়ে তাহাদের কোন নিয়ম নাই; ইচ্ছানুসারে পরস্পর স্ত্রী পুরুষে ঐক্য হয়; এবং ইচ্ছানুসারে পৃথক্ হয়। যে পর্য্যন্ত মাতারা পিপীলিকান্বেষণে সক্ষম না হয় তদবধি তাহাদিগের অপত্যকে স্তনপান করায়; এবং ঐ অপত্য স্বয়ং পিপীলিকা ধৃত করণে পারগ হইলে পিতামাতার সহিত তাহার আর কোন সংশ্রব থাকে না। ডোকোদিগের মধ্যে কোন পদের ভেদ নাই; সকলেই তুল্য; কেহ কাহাকে আজ্ঞা করে না; কেহ আজ্ঞাবহ নাই; কেহ দেশরক্ষক নাই, এবং স্বদেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীও কেহ নাই। শত্রুহইতে রক্ষার্থ পলায়ন করাই তাহাদের প্রধান উপায়। এবং নিয়ত তাহাই অবলম্বন করে

"ডোকোদিগের ঈশ্বর জ্ঞান আছে; এবং কখন২ ইহারা ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া উর্দ্ধে পদ নিক্ষেপ করত অত্যন্ত কাকুক্তির সহিত "ইয়ার" "ইয়ার" শব্দ উচ্চারণ করে; এবং কহে "ইয়ার যদ্যপি তুমি থাক; তবে কেন আমাদিগকে মরিতে দেও; আমরা অন্ন বস্ত্রাদি যাচ্ঞা করি না; কেবল সর্প পিপীলিকা ও মূষিক ভক্ষণ করত দিনপাত করি।" কখন২ ৫ ৬ ব্যক্তি একত্র মিলিয়া এতদ্রূপ ভজনা করে। ফল ভক্ষণ করিলে কদাপি ডোকোরা পরস্পর বিবাদ করত সবল দুর্বলের প্রাণ নাশ করিয়া থাকে।

"ডোকোদিগের ভাষা অতি অস্পষ্ট গুণ২ শব্দ প্রায়; পরন্তু তাহা উহাদের পরস্পর ও দাসান্বেষকদিগের বোধগম্য বটে। অপর দাস রূপে বিক্রীত হইয়া ভদ্র সমাজে নীত হইলে ইহারা সুবুদ্ধিমান্ ও কর্ম্মে তৎপর হয়; ও স্ব২ স্বামির সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল চেষ্টা করিয়া থাকে, এতৎ প্রযুক্ত কাফা দেশবাসিরা ডোকোজাতীয় ক্রীত দাসদিগকে কদাপি বিক্রয় করে না।"

কণিকা সমুচ্চয়।

আশ্চর্য্য অভ্যর্থনা।

ব্যবহার বশতঃ নানাবিধ কুৎসিত ক্রিয়া ভিন্ন২ জাতির নিকটে সমাদরণীয় হইয়াছে। নিম্ন লিখিত আচরণ যাহা আমাদিগের পক্ষে ব্যঙ্গ বোধ হইবেক তাহা তিব্বত জাতি মধ্যে সুসভ্যাচরণ রূপে গণ্য হইয়া থাকে। পাদরি হুক্ সাহেব তাঁহার রচিত "চীন ও তাতার দেশ ভ্রমণ বৃত্তান্ত" গ্রন্থে লেখেন যে "উত্তরতিব্বত দেশীয় মনুষ্যেরা পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে অভ্যর্থনা বিধায়ে উভয়েই বাম হস্তে আপন২ বাম কর্ণ ধারণ করত দক্ষিণ হস্তে মস্তক কণ্ডূয়ন করে. ও আপন২ জিহ্বা নিঃসৃত করিয়া পরস্পর দেখায়"।

উদ্বাহ মাহাত্ম্য।

মহম্মদ স্বীয় প্রণীত কোরাণ শাস্ত্রে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে উদ্বাহ ক্রিয়াকে গণ্য করিয়াছেন; এবং সিন্ধু দেশীয় মনুষ্যেরা ঐ আজ্ঞা সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করিয়া থাকে। তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত শ্রুতি বাক্যে এমত বিধান আছে যে এক সহস্র বৎসর ব্রত-যজ্ঞে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, এক বিবাহেতে তদপেক্ষায় অধিক ফল প্রাপ্য। অপিচ ব্রতোপাস অপেক্ষা বরযাত্রিদিগের সহিত একত্র হইয়া ভোজন করা অধিক পুণ্যজনক, কারণ ২॥ ছটাক স্বর্গীয় খাদ্য দ্রব্য দৈববলে তথাহইতে আনীত হইয়া বরযাত্রিদিগের ভোজ্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয়। আর যে ব্যক্তি বিবাহ করে, তাহাকে সমাধি মধ্যে কোন যাতনা ভোগ করিতে হয় না; তাহার গোর স্বর্গীয় জ্যোতিতে প্রদীপ্ত থাকে; এবং ৮০ জন স্বর্গীয় দূত তাহার পরিচর্য্যা করে।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ।

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

১ খণ্ড] শকাব্দা ১৭৭৪, বৈশাখ। [৮ সংখ্যা।

কাম্স্কাট্কা দেশের বিবরণ।

আশিয়া খণ্ডের উত্তর পূর্ব্বাংশে জাপান্ দ্বীপ-মণ্ডলীর উত্তরে কাম্স্কাট্কা নামে এক বিস্তৃত দেশ আছে। তাহার অধিকাংশ সমুদ্রদ্বারা বেষ্টিত; এবং তদ্ধেতুক ভূগোলবেত্তারা তাহাকে "প্রায়দ্বীপ" শব্দে কহেন। ব্রিটন দ্বীপ যে প্রকার বিস্তার, এবং যে প্রকার শীতল স্থানে স্থিত, এই দেশও তদ্রূপ; কিন্তু ইহার মধ্যভাগে নীহার-মণ্ডিত এক দীর্ঘ পর্ব্বত থাকাতে ব্রিটন অপেক্ষায় ইহা অত্যন্ত শীতল হইয়াছে। এতদ্দেশে গ্রীষ্ম ঋতু অত্যল্পকালস্থায়ী,

এবং তৎসময়ে অত্যন্ত বৃষ্টি হয়, ও নভোমণ্ডল কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। আর শীত ঋতু দীর্ঘকাল-ব্যাপক ও অত্যন্ত প্রখর; এবং তৎকালে অকস্মাৎ পুনঃ২ ঝড় ও নীহার বর্ষণ হয়। ঐ ঝড় নিতান্ত ভয়ানক, এবং পথিকেরা তাহার আগমন-সময় নিরূপণ করিতে না পারিলে প্রাণে বিনষ্ট হয়। পরন্তু তদ্দেশীয়-লোকেরা আকাশ-দৃষ্টি করত ঝড় ও বৃষ্টি আগমনের এক দিবস পূর্ব্বে তাহা নিরূপণ করিতে পারে; সুতরাং ঐ ঝড়-বৃষ্টিতে তাহাদের অনিষ্ট হয় না। যদি দৈবাৎ কেহ পথি মধ্যে এই ঝড়েতে পতিত হয়, এবং সন্নিকটে কোন গৃহাদি না থাকে, তবে সে তৎক্ষণাৎ ভূমিতে শয়ন করে, এবং ত্বরায় নীহারদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া যায়; পরে ঝড় ও নীহার-বৃষ্টি সমাধা হইলে দেহোপরিস্থ নীহার স্তর ভগ্ন করিয়া গাত্রোত্থান করে। এতদ্দেশে নদী, হ্রদ ও জলাশয় যথেষ্ট আছে, কিন্তু উষ্ণতার অভাবপ্রযুক্ত কৃষিকর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মে, সুতরাং শস্যাদি সুপ্রতুল উৎপন্ন হয় না। অপিতু বন্য বৃক্ষের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব আছে, এবং মৎস্য ও জলচর পক্ষী সুপ্রচুর প্রাপ্য হওয়াতে শস্যের অভাবে তদ্দেশীয় জনগণের ক্লেশবোধ হয় না। আর্গালি নামক ছাগ বিশেষ এতদ্দেশে অতি সুপ্রাপ্য; তন্মাংস ভক্ষণ ও ব্যাঘ্র ভল্লুকও শৃগালাদির চর্ম্ম পরিধান করত কাম্স্কাট্কা দেশীয়েরা অক্লেশে কাল যাপন করে। তাহাদিগের দেশে তৈল নাই, তৎপরিবর্ত্তে দীপে ব্যবহারার্থে ও মৎস্যাদি ভর্জ্জিত করিতে তাহারা পশুমেদ (চরবি) ব্যবহার করিয়া থাকে।

কাম্স্কাট্কা দেশীয় জলাশয় সকল মৎস্যে পরিপূর্ণ; এবং তত্রত্য ভল্লূক, কুক্কুর, শৃগালাদিও প্রধানতঃ তদ্ভক্ষণ করত প্রাণ ধারণ করে।

এতদ্দেশীয় মনুষ্যেরা তিন বংশে বিভক্ত; এবং তাহারা সকলেই এই ক্ষণে রুশিয়া রাজ্যের অধীন হইয়া স্বীয় প্রাচীন ধর্ম্ম ও ভাষা পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক তদ্রাজ্যের ভাষা ব্যবহার, ও তত্রত্য প্রচলিত ধর্ম্ম প্রচার করত কাল যাপন করে। পরন্তু তাহারা অদ্যাপি স্বীয় প্রাচীন ভাষা বিস্মৃত হয় নাই; এবং কেহ২ গোপনে প্রাচীন ধর্ম্মও যাজন করিয়া থাকে। কার্পাস না থাকায় পূর্ব্বে এতদ্দেশে কেবল লোমপূর্ণ পশুচর্ম্ম পরিধান করাই রীতি ছিল। অধুনা রুশীয় লোকেরা প্রতি বৎসর এস্থলে কিঞ্চিৎ কার্পাস বস্ত্র আনয়ন করিয়া থাকে; কিন্তু দুর্দান্ত হিম-প্রধান দেশে লোমশ চর্ম্ম সুলভ ও সুপ্রচুর সত্ত্বে বহু মূল্য কার্পাস বস্ত্র যথেষ্ট ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা কি? কামস্কাটক-লোকেরা স্বতঃ লোমশ-চর্ম্মেই দেহাচ্ছাদন করে; কেবল গ্রীষ্মকালে কিঞ্চিৎ সূত্র-বস্ত্র ধারণ করে। ককরেণ্ নামক এক জন বিলাতি সেনাধ্যক্ষ তদ্দেশে বহুকাল বাস করত কামস্কাটক এক স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া বিলাতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তথাকার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিবরণ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে এদেশে পাঁচ সহস্র নির্দ্দিষ্ট গৃহস্থ প্রজা আছে, এবং তদ্ব্যতীত অস্থির, ভ্রমণশাল, নির্দ্দিষ্ট-গৃহহীন, রাখাল প্রজা কতকগুলিন আছে, তাহাদের সংখ্যা করা দুষ্কর। নির্দ্দিষ্ট গৃহস্বামিদিগের সম্পত্তি মধ্যে চারি সহস্র কুক্কুর ও দ্বাদশ সহস্র "রিন" নামক হরিণ বিশেষ অগ্রগণ্য, এবং সকটাদি বহন কর্ম্ম যাহা অন্যত্র অশ্ব ও বৃষদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, এতদ্দেশে তাহা ঐ কুক্কুর ও রিন হরিণদ্বারা সুসম্পন্ন হয়।

আতিথ্যকর্ম্মে এতদ্দেশীয় লোকেরা অত্যন্ত তৎপর; এবং এক২ অতিথিকে ক্রমাগত ৫।৬ সপ্তাহ সমাদরপূর্ব্বক প্রতিপালন করে। তৎপরে খাদ্যাদির অনাটন হইলে মৎস্য-মাংসাদি একত্র

পাক করিয়া এক পাত্রে অতিথিকে প্রদান করিলে সে ব্যক্তি তাহা ভক্ষণ করত পরস্পর সন্তুষ্ট হইয়া তথাহইতে প্রস্থান করে। মধ্যাহ্ন সময়ে কেহ কাহারো বাটীতে আগমন করিলে তাহাকে সে দিবস অবশ্যই তথায় আহার করিতে হয়; এবং গৃহস্বামিরা তদর্থে কাহাকে অনুরোধ করেন না। যদ্যপি কেহ এতদ্রীতির অন্যথা করিয়া অনাহারে প্রত্যাগমন করে, তবে গৃহস্বামী আপনাকে অপমানিত স্বীকার করিয়া ঐ অবমানকারির প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হন। প্রস্তর বা ইষ্টক নির্ম্মিত অট্টালিকা এতদ্দেশে নাই। গৃহমাত্রই দারুময় অতি সামান্য; এবং তাহা দুই প্রকার; গ্রীষ্মাবাস,এবং হৈমন্তিকাবাস। গৃষ্মাবাস ১০ হস্ত প্রশস্ত, এবং ৮ হস্ত উচ্চ এক মাচানের উপর নির্ম্মিত হয়, এবং তাহা তৃণাদিদ্বারা আচ্ছাদিত হয়। হৈমন্তিকাবাস মৃত্তিকাদ্বারা লেপিত হয়, এবং তাহার নীচে মাচান থাকে না। অধিকন্তু ইহা গ্রীষ্মাবাস হইতে প্রশস্ত হয়, এবং প্রয়োজনানুসারে অনায়াসে স্থানান্তর করা যাইতে পারে।

আরব দেশের বিবরণ।

(বন্ধুহইতে প্রাপ্ত।)

আরব অতি প্রসিদ্ধ দেশ। আশিয়ার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে ইহা অবস্থিত, এবং মহম্মদীয় ধর্ম্মের উৎপত্তি স্থান। ইতিহাসবেত্তারা যে সকল প্রাচীন দেশের ইতিবৃত্ত জ্ঞাত আছেন তন্মধ্যে এতদ্দেশ অগ্রগণ্য, এবং গণিত ও জ্যোতিঃশাস্ত্রাদির সূত্রপাত এই স্থানহইতেই হয়। ইহার আকার ত্রিকোণমণ্ডল, এবং তন্মণ্ডলের পশ্চিম সীমা রক্ত সমুদ্র, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব সীমা আরব্য সমুদ্র, পারসিক খাড়ি, ও ইউফ্রেটিস্ নদী, এবং উত্তর সীমা তুর্ক দেশ। এই ত্রিকোণমণ্ডল নীল নদীর মুখহইতে ইউফ্রেটিস্ নদী পর্য্যন্ত ৫০০ ক্রোশ প্রস্থ; এবং আডন্ নগরহইতে পালমীরা নগর পর্য্যন্ত ৭৫০ ক্রোশ দীর্ঘ। ইহার সমুদ্র-তটস্থ ভূমি-সকল উর্ব্বরা ও বহু-প্রজাকীর্ণ; এবং অপরাংশ বালুকাময় মরুভূমি। ঐ মরুভূমি-সকল সমুদ্রের ন্যায় অত্যন্ত বিস্তৃত; এবং সমুদ্রের মধ্যে যদ্রূপ উপদ্বীপ থাকে ইহার মধ্যে স্থানে২ জলাশয়বিশিষ্ট ও খর্জ্জুর বৃক্ষে মণ্ডিত "ওসিস্" নামে বিখ্যাত জনসমাজ আছে। সমুদ্রযাত্রিরা বিস্তীর্ণ সলিল তরঙ্গ উত্তীর্ণ হইয়া তথাকার কোন উপদ্বীপে পৌঁছিলে যাদৃশ হর্ষিত হয়, আরব দেশের বনিক্ সমূহ তদ্দেশীয় সমুদ্র-তুল্য বিশাল বালুকা ক্ষেত্রের মধ্যে২ এই দ্বীপবৎ ওসিসে উত্তীর্ণ হইলে তাহা হইতেও অধিক সন্তুষ্ট হয়; কারণ এই স্থানে তাহারা প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্য ও জল প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ ধারণ ও দেশ পর্য্যটন করিতে সক্ষম্ হয়। সমুদ্র যাত্রিদিগের আবশ্যক সলিল ও খাদ্য-দ্রব্য তাহাদের পোতমধ্যেই থাকে, সুতরাং তাহাদের পক্ষে উপদ্বীপ তাদৃশ উপকারী বোধ হয় না।

আরবদেশের স্থানে২ অতিগভীর২ কূপ আছে। তাহার গভীরতার পরিমাণ ১০০ শত হস্ত। পথিকেরা জলপানার্থে তথায় গমন করিয়া থাকে, ও তন্নিকটে অনেক বিশ্রাম স্থান থাকাতে সেই স্থানে যাইয়া বিশ্রাম করে। যদি আরব দেশে ইহা না থাকিত, তবে পথিকেরা প্রান্তর দিয়া যাইতে২ অনেকেই শমন ভবনের অতিথি হইত। পথিকলোকেরা ঐ কূপ দর্শন করিলে নিজ নিজ পথ নির্ণয়ও করিতে সমর্থ হয়। অধিকন্তু এতদ্দেশে কূপ অতি প্রয়োজনীয়, কারণ কখন২ তদ্দেশে ক্রমাগত ২। ৩। বৎসর বৃষ্টি না হইলে অত্যন্ত জলকষ্ট সময়ে ইহাই জীবন প্রাপ্তির একমাত্র উপায় থাকে। কোন২ স্থানে পর্ব্বতের উচ্চতা

হেতুক বৃষ্টি ও বাস্পদ্বারা জল জন্মে। এমন্ নামক দেশের পশ্চিমদিকে আষাঢ় মাসাবধি আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত,—ও পূর্ব্বদিকে অগ্রহায়ণ মাসাবধি ফাল্গুণ মাস পর্য্যন্ত,—ও এয়ামাল-দেশে ফাল্গুণ মাসাবধি চৈত্র মাস পর্য্যন্ত,—বায়ুর গত্যনুসারে নিয়মিত জল বর্ষণ হয়। মরীচিকা এতদ্দেশে স্বতই দৃষ্ট হয়; এবং পথিক লোক তৃষিত হইয়া ঐ মরীচিকার প্রতি জলভ্রমে শীঘ্র গমন করিয়া কেবল বালুকাময় স্থান দেখিয়া হতাশ হওত জলাভাবে মৃত্যুমুখেপতিত হয়। মহম্মদ কোরাণে নাস্তিক লোকের ধর্ম্ম-চর্য্যাকে মরীচিকার তুল্যরূপে বর্ণন করিয়াছেন। রাজপুতনার পশ্চিম-দেশ-নিবাসি-লোকেরা তত্রত্য প্রান্তরে কখন২ মরীচিকা দেখিতে পায়।

আরব দেশের মধ্যভাগে "মহাপ্রান্তর" নামক মরুভূমি আছে। তাহা ৪০০ ক্রোশ দীর্ঘ, এবং ঐ পরিমাণে উহার প্রস্থতা। ইহাতে কোন প্রকার জলাশয় নাই; প্রত্যুত তথায় এক প্রকার ভয়ানক প্রাণঘাতক "সিমূম্" নামে খ্যাত বায়ু বহন করিয়া থাকে, তাহাতে অনেক বালুকা উড়িয়া পথিকদিগকে নিশ্বাস রোধ করত বিনাশ করে। ঐ বায়ুর আগমনসময়ে মস্তক মৃত্তিকাতে নত করিয়া রাখাই এই আপদহইতে পরিত্রাণ পাইবার সদুপায়। তাহা না করিলে ত্বরায় প্রাণে বিনষ্ট হইতে হয়; বিদ্যুদগ্নিতে লোক মৃত হইলে শরীর যে রূপ শীঘ্র পচিয়া যায়, সিমূম্ বায়ুতে আহত ব্যক্তিদিগের শরীরও সেই রূপ শীঘ্র পচিয়া থাকে।

অন্যত্রে যে প্রকার ঋতু-জ্ঞাপক বায়ু ছয় মাস দক্ষিণহইতে ও অপর ছয় মাস উত্তরহইতে বহে এই স্থানে তদ্রূপ ঋতু জ্ঞাপক-বায়ু-বিশেষ বহে না। তথায় উচ্চ কোন পর্ব্বত নাই, ও বৃষ্টি ও শিশিরের অভাবে তত্রত্য ভূমি কদাচ উর্ব্বরা হয় না।

আরব দেশ ৩ খণ্ডে বিভক্ত, তাহার অধিকাংশ অরণ্যময়। এই দেশে অনেক আগ্নেয় পর্ব্বত ও অনেক উষ্ণকুণ্ড আছে। ঐ কুণ্ডের জল এমত উষ্ণ যে তাহাতে অণ্ড রাখিলে ত্বরায় সিদ্ধ হইয়া যায়। এতদ্রূপ কুণ্ড মুঙ্গেরে ও চট্টগ্রামে "সীতাকুণ্ড" নামে খ্যাত আছে। আডন্ নামক প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর যে স্থানে স্থাপিত ঐ স্থানে পূর্ব্বে আগ্নেয় পর্ব্বতের গুহা ছিল। আরব দেশের পশ্চিমস্থ রক্ত সাগরে কীটদ্বারা অনেক প্রবাল প্রস্তুত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ ঐ প্রবাল বৃদ্ধি হইয়া ক্ষুদ্র২ উপদ্বীপ হইয়া উঠে। তাহামা প্রদেশের গৃহ সকল এই প্রবালদ্বারা নির্ম্মিত। ঐ প্রবাল স্বভাবাধীন জল মধ্যে কোমল থাকে, এবং স্থলে বায়ু সংস্পর্শ হইলে ক্রমে২ কঠিন হয়।

আরবদেশে দুই প্রধান জাতি আছে; প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। গ্রন্থকারেরা লেখেন, যে তন্মধ্যে প্রাকৃত জাতি শামবংশীয় জবটন হইতে উৎপন্ন; এবং অপ্রাকৃত জাতি ইস্মায়েল্ হইতে পরম্পরাগত। আরব দেশীয় কোরেশ জাতীয়েরাও ইস্মায়েল্ হইতে উৎপন্ন বলিয়া অহঙ্কার করে। কথিত আছে যে কূশজাতীয়েরা হাবেশ নামক স্বদেশহইতে আপনাদের অনেককে আরব দেশে প্রবাস করিতে পাঠাইয়াছিল।

আরব দেশের মরুভূমিবাসি বিদাইন জাতির বিষয় অতি বিস্ময়জনক। এই জাতীয়েরা স্বাধীনতার অত্যন্তপ্রিয়; এবং তৎপ্রতিপালনার্থে শিলাময় পর্ব্বতে ও নির্জন স্থানে বাস করাও শ্রেয় জ্ঞান করে। ইহারা কহে "পরমেশ্বর অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে প্রধান চারি বস্তু দিয়াছেন; যথা মুকুটের পরিবর্ত্তে উষ্ণিক্ অর্থাৎ পাগড়ি; দুর্গের পরিবর্ত্তে খড়্গ; গৃহের পরিবর্ত্তে শিবির,-এবং লিখিত শাস্ত্রের পরিবর্ত্তে কবিতা।"

এই জাতীয়েরা ব্যবস্থাবর্জ্জিত,এবং তস্কর-বৃত্তিদ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে, ও ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলস্থ ঠগ জাতির ন্যায় ইহারা দেশ লুণ্ঠন বৃত্তিকেই সম্ভ্রম সূচক কর্ম্ম জ্ঞান করে। ইস্মাএল্ নামক তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ পিতৃগৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যে প্রকার প্রান্তরে বাস করিয়াছিল, তদনুসারে ইহারাও প্রান্তরে বাস করত, কহে; "ইহা আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম"।

এই বিদাইন লোক আতিথ্য ধর্ম্ম অতি যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিয়া থাকে। তাহাদের লবণ যাহারা একবার মাত্র ভক্ষণ করিতে পায়, তাহারা দস্যুভয়হইতে সম্যক্ নিঃশঙ্ক হয়। পথিকগণ তাহাদের গৃহের নিকটবর্ত্তী হইলে তাহাদের আতিথ্য করিতে গৃহস্থেরা পরস্পর বিবাদ করিয়া থাকে। নেজেড়-দেশীয় লোকেরা পথিকদিগকে অতিথি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগের মস্তক ঘৃতদ্বারা অভিষিক্ত করে, এবং পথিকেরা রাত্রিকালে তাহাদিগের গৃহ অনায়াসে দর্শন করিতে পারিবেক এই অভিপ্রায়ে স্ব২ ভবন-নিকটে পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখে। এক ব্যক্তি তিন দিবস কাল এক স্থানে অতিথি হইয়া থাকিতে পারে; তৎপরে তথায় থাকিতে হইলে গৃহস্থদিগের গৃহ-কর্ম্মে সহায়তা করিতে হয়।

বিদাইন জাতীয়েরা অনেক বংশে বিভক্ত; এবং পরস্পর ঈর্ষ্যা বশতঃ তাহাদের মধ্যে ভূরি২ যুদ্ধ উপস্থিত হয়। প্রতি বৎসর চারিমাস ইহারা যুদ্ধে ক্ষান্ত থাকে, এবং ঐ কএক মাস অতি পুণ্যমাস বোধ করিয়া তৎসময়ে বল্লমের ফলা খুলিয়া রাখে। ঐ সময়ে আপন পিতৃহা কি মাতৃহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেও কেহ তাহার প্রতি কোন অত্যাচার প্রকাশ করে না।

আরব দেশে মেদিনা নামক এক প্রসিদ্ধ নগর আছে। তাহাতে ২০০০০ সহস্র লোক বসতি করে। তন্মধ্যে মহম্মদের সন্তান এক্ষণে অতি অল্প। এই নগরে মহম্মদের সমাধি গৃহ সংস্থাপিত হওয়াতে তদ্দর্শনার্থে অনেক যাত্রি-লোক সেই স্থানে যাইয়া থাকে। মুসলমানেরা বিশ্বাস করে যে পৃথিবীর চরমাবস্থায় স্বর্গে পুনঃ২ তুরীধ্বনি হইবেক, এবং তাহার এক২ ধ্বনিতে এক২ সৃষ্টির ধ্বংস হইবেক, ও তৃতীয় তুরী ধ্বনিতে জগৎ নষ্ট হইবে; তাহা হইলে যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গহইতে অবরোহণ করিয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত মহম্মদের গোরমধ্যে মৃত হইয়া অবস্থিতি করত উভয়ে একত্রে স্বর্গারোহণ করিবেন। অধিকন্তু ইহাও বিশ্বাস করে, যে যাহারা এই নগরের প্রধান মস্জিদে ৪০ ঘণ্টা বাস করে তাহাদের আর নরক যন্ত্রণাভোগ করিতে হয় না।

এতদ্দেশীয় নেহেড় পর্ব্বতে অনেক প্রকার ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র এবং বানর আছে। এই দেশের উত্তম পশুর মধ্যে অশ্বই প্রধান। ইহার উৎকৃষ্টতার মহিমা পূর্ব্বাপর চিরকাল বিশেষরূপে প্রচার আছে। এই অশ্ব-সকল এতাদৃশ সুশিক্ষিত হয় যে স্ব২ স্বামির সহিত এক গৃহে বাস করে, এবং ঐ অশ্বস্বামিরা তাহাদের প্রতি ভৃত্যবৎ ব্যবহার না করিয়া স্বীয় সখার ন্যায় বোধ করে, এবং পুত্রের ন্যায় তাহাদিগকে প্রতিপালন করে। তাহাদিগের উৎকৃষ্ট ঘোটক সকলের কুল রক্ষা করণার্থে এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহাদের বংশাবলী লিখিয়া রাখে, এবং কোন ২ জাতীয় অশ্বের দুই সহস্র বৎসর পর্য্যন্তের বংশাবলী ইহারা বর্ণন করিতে পারে; তথায় মহম্মদের অশ্বশালাস্থ ঘোটকের বংশাবলীও বর্ণিত আছে। পরন্তু আরব দেশে উৎকৃষ্ট অশ্ব অনেক নাই। আথবা হইতে হাড়মাট্ পর্য্যন্ত যে অশ্ব আছে তাহা পাঁচ সহস্রের অধিক হইবেক না; ও

তাহার প্রত্যেকের মূল্য তদ্দেশে ১৫০০ শত টাকা। আরবীয়েরা অশ্বশাবকের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করে, আর কখন তাহাদিগকে কশাঘাত করে না।

অশ্বাপেক্ষায় আরব দেশে গর্দ্দভ অধিক কার্য্যে লাগে; কারণ গর্দ্দভ মরুভূমিতে বাস করিতে পারে, এবং অল্প ও সামান্য বস্তু ভক্ষণ করিয়া স্বচ্ছন্দে থাকে। আরবীয়েরা কুক্কুরকে অপবিত্র জ্ঞান করিয়া মেদিনা নগরে প্রবেশ করিতে দেয় না। মনুষ্য-ব্যবহারোপযোগ্য পশুর মধ্যে আরব দেশে উষ্ট্র সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইহা স্থূলকায় হইয়াও অল্প মাংসবিশিষ্ট হওয়াতেই অল্পাহারী হয়, আর উহার খাদ্য শাক এবং কণ্টকবিশিষ্ট তৃণ। তাহাদের উদরে চারি আধার-স্থলী আছে, তাহাতে তাহারা এক সপ্তাহের পানোপযুক্ত জল ধারণ করিতে পারে। তাহাদের হাঁটুতে কড়া পড়া মাংস-পিণ্ড থাকাতে তদ্দ্বারা হাঁটু পাতিবার সময়ে ক্লেশ পায় না। আরব দেশীয় উষ্ট্রের পৃষ্ঠে ও স্কন্ধে ককুদাকৃতি দুই কুঁজ হয়, এবং তন্মধ্যে দ্রব্যাদি রাখিলে কোন দিকে পড়িতে পারে না। হিমপ্রধান দেশে শীতকালে স্থূলকায় ভল্লূক সকলে অনাহারে নিদ্রায় কালক্ষেপ করত, শীত অতীত হইলে অত্যন্ত কৃশ হইয়া গাত্রোত্থান করে, কিন্তু আহারাভাবে মৃত হয় না। সেই রূপ উষ্ট্রেরাও আহার না করিয়া থাকে। অধিক দিন উপযুক্ত আহার না পাইলে তাহাদের ককুদদ্বারা প্রতিপালিত হয়, অর্থাৎ ঐ ককুদের রক্ত মাংস তাহাদের শরীরের অন্যত্র পোষণ করে। উষ্ট্রের পদতল প্রশস্ত, একারণ তাহারা মরুভূমিতে গমনকালীনবালুকামধ্যে মগ্ন হয় না। তাহাদের নাসিকা রন্ধ্র বিস্তৃত, ও তাহা সঙ্কোচ করা যাইতে পারে; তন্নিমিত্তে উষ্ণ বায়ু ও বালুকা তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

আরবদেশীয় গোজাতির স্কন্ধোপরি বিশিষ্ট কক্কুদ হইয়া থাকে। আর এই দেশে এক প্রকার বৃহৎ গোসর্প হয়, তাহার বল কুম্ভীরের তুল্য। অনেক শলভ অর্থাৎ পঙ্গপালও এতদ্দেশে আছে। লোকে ইহাদিগকে উষ্ট্র-কন্যা বলিয়া থাকে। এবং তত্রত্য লোকেরা পূর্ব্বকালে যে রূপ এই পতঙ্গ ভক্ষণ করিত, অদ্যাপিও সেই রূপ খাইয়া থাকে। আরব দেশে অনেক কূর্ম্ম পাওয়া যায়, এবং যে সকল পর্ব্বদিনে মাংসাহার নিষিদ্ধ তদ্দিবসে তদ্দেশস্থ খ্রীষ্টিয়ানেরা ঐ কূর্ম্মমাংস খাইয়া থাকে। আরব দেশের সান্নিধ্য রক্ত-সাগরে অনেক পক্ষবিশিষ্ট মৎস্য বিশেষ আছে। উহাদিগকে গ্রাস করিতে জলে অপর বৃহৎ মৎস্য-সকল ও শূন্যে পক্ষিসকল ধাবমান হয়; সুতরাং ইহাদের প্রাণ রক্ষা করা উভয়ত্রই সঙ্কট।

আরব দেশের প্রান্তরে এক প্রকার অজগর সর্প আছে, তাহারা পুচ্ছ সংলগ্ন করণদ্বারা বৃক্ষের এক শাখাহইতে অন্য শাখায় ও মূলহইতে অগ্রভাগে গমন করিতে পারে। অপর এই দেশে শাঃমোরগ্ বা শুতরমুর্গ (উষ্ট্রপক্ষী) নামে এক প্রকার পক্ষী আছে, সে জীর্ণ-বস্ত্র কাষ্ঠখণ্ড ও লৌহ-খণ্ড প্রভৃতি ভক্ষণ করিতে পারে।

পূর্ব্বকালে আরব দেশে অনেক কাওয়া পাওয়া যাইত; হাবেস দেশে ঐ গাছ প্রথমে জন্মে। এই কাওয়া পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশে ও অধিত্যকায় অর্থাৎ চাতালে জন্মে। এই বৃক্ষে কখন২ এক কালে ফুল ও ফল দেখা যায়। হাবেস দেশের প্রান্তরে গালা নামে এক জাতি বাস করে। তাহারা কাওয়া ফলের গুটিকা বানাইয়া তদবলম্বনে ২০। ২৫ দিন অন্য কোন বস্তু না খাইয়া কাল যাপন করে। আরব দেশে কুন্দুরু ও গন্ধরস ও এরণ্ড-তৈল অনেক পাওয়া যায়; ও কাস্সীয়া নামক বৃক্ষ বিশেষ হইতে অনেক বহু

মূল্য নির্যাসও উৎপন্ন হয়। ইহার নিকটবর্ত্তী মিসর দেশীয় প্রান্তরে অনেক প্রস্তরীভূত বৃক্ষ আছে; তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে পূর্ব্বে সেখানে অনেক লোকের বসতি ছিল।

আরব দেশের সমুদ্র তটবাসি ব্যক্তিরা সুসভ্য, এবং ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত উত্তম গৃহে বাস করে। যাহারা তত্রত্য মরুভূমিবাসী তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষায় অধম, এবং উহারা নিয়ত তাম্বুতে কাল যাপন করে; কদাপি গৃহে বাস করে না। প্রত্যুত তীর্থপর্য্যটনার্থে মক্কা, কায়রো অথবা এলেপো নগরে উত্তরিলে তথায়ও গৃহে বাস না করিয়া গ্রাম-প্রান্তভাগে তাম্বু সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে বাস করে। তাহারা বোধ করে, মৃত্তিকা গৃহে বাস করা অতি অপমানের বিষয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে তাহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় অতিশয় প্রবল, একারণ নগরের বাষ্প ও দুর্গন্ধ সহ্য করিয়া তথায় বাস করিতে পারে না। স্ত্রীত্যাগ-করণ-রীতি তাহাদের মধ্যে সাধারণরূপে চলিত আছে। পূর্ব্বে কোন২ ব্যক্তি পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে পঞ্চাশৎ স্ত্রী বিবাহ করিত; কিন্তু অনেক বিবাহ করণের প্রথা তাহাদের সচরাচর চলিত নাই। ফলতঃ বহু বনিতা-ভরণ-পোষণ-করিতে অনেক ব্যয়, সুতরাং অনেকে তাহাতে প্রবৃত্ত হয় না।

আরব দেশে রাজা নাই। তত্রত্য এক২ বংশের সমুদয় পরিবারের প্রধান২ লোক-সকলে একত্র হইয়া এক ব্যক্তিকে বংশের প্রধান করিয়া গণিত করে; এবং সেই বংশীয় অপর সকলে তাহার আজ্ঞানুগামী হয়।

ওয়াল্‌রস্‌ বা সিন্ধু-ঘোটক।

জলচর স্তন্যজীবি পশুর মধ্যে শিশুক জাতির বিবরণ পূর্ব্বে প্রকাশ করা গিয়াছে, সম্প্রতি তদ্বর্গান্তর্গত সিন্ধুঘোটক নামে বিখ্যাত অপর এক জাতীয় পশুর চিত্র ১২০ পত্রে মুদ্রিত করা গেল। এই পশুরা পৃথিবীর কেন্দ্র-নিকটস্থ হিম-প্রধান সমুদ্রে বাস করে; এবং অপত্য প্রসব করণ সময়ে ও কখন ক্রীড়ার্থে তত্রত্য বরফ-ক্ষেত্রে কদাপি সমুদ্র-তটে আগমন করিয়া থাকে; কিন্তু কোন কারণ বশতঃ ভয়প্রাপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ বরফ-ক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক জলে নিমগ্ন হয়।

অবয়বদৃষ্টে ইহাদিগকে সিল নামক প্রসিদ্ধ সমুদ্রচর পশুর সহিত এক শ্রেণিতে পরিগণিত করাগিয়াছে। ইহাদিগের প্রধান লক্ষণ সুদীর্ঘ গজদন্ত। ঐ দন্ত প্রায় ডেড় হস্ত দীর্ঘ; এবং তদ্দ্বারা ইহারা জলজ-তরু উৎপাটনপূর্ব্বক ভক্ষণ করে, এবং পিচ্ছল বরফ-ক্ষেত্রে ভ্রমণ সময়ে উহা বরফে আরোপ করিয়া তৎকর্ম্ম সহজে সুসম্পন্ন করে। ঐ দন্ত আয়ুধরূপেও সতত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং সিন্ধু ঘোটকের মাংস-লোভে ভল্লুকেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে ঐ দন্তদ্বারা তাহারা ভয়ানক সংগ্রাম করিতে সক্ষম হয়।

সিন্ধুঘোটকের মস্তক গোলাকার, এবং তৎপুরোভাগে অন্য পশুর ন্যায় ইহাদিগের দীর্ঘ থুঁতি থাকে না; যৎকিঞ্চিৎ যাহা থাকে তাহা স্থূল শ্মশ্রুদ্বারা মণ্ডিত হয়। ইহাদিগের দেহ বৃহৎ বৃষ-হইতেও স্থূল, ও ১০।১২ হস্ত দীর্ঘ; এবং তাহার সর্ব্বত্র খর্ব্ব স্থূল কেশদ্বারা আবৃত থাকে।

সীল জাতীয় পশুরা স্ত্রী সংসর্গ বিষয়ে কোন নিয়মানুবর্ত্তী হয় না, যথেচ্ছ স্ত্রী পুরুষ একত্র হয়,

এবং তন্নিমিত্ত পরস্পার তুমুল যুদ্ধ করিয়া থাকে। সিন্ধুঘোটকেরা তদ্রূপ নহে; তাহারা প্রত্যেকে এক২ স্ত্রীর সহিত উদ্বাহ বন্ধনে নিবদ্ধ হইয়া চির-কাল তাহার সহবাস করে। সিন্ধুঘোটকেরা এক কালে এক শাবক মাত্র প্রসব করে; এবং ঐ শা-বক ভূমিষ্ঠ হওন সময়ে এক বৎসর বয়স্ক শূকরের তুল্য বোধ হয়। স্বভাবতঃ সিন্ধুঘোটক কোন বস্তু দৃষ্টে আশু ভীত হয় না; পরন্তু নির্ভয় হওয়াতে অসাবধানও থাকে না। প্রসিদ্ধ পোত-ভ্রমণকর্ত্তা কাপ্তান কুক্ সাহেব লেখেন যে বরফ-ক্ষেত্রে অব-স্থান করণ-সময়ে ইহাদিগের দলস্থ সকলে একত্র নিদ্রিত হয় না; নিয়ত কএক ব্যক্তি জাগ্রৎ থাকিয়া দলের রক্ষা করে, এবং নৌকাদি তাহাদের নিকট-বর্ত্তী হইলে তাহারা নিদ্রিত স্বজাতীয়দিগকে সচে-তন করে। সিন্ধুঘোটকের এক ২ দলে শত২ সঙ্খ্যক পশু থাকে; এবং তাহা স্থলে বাস-করণ-সময়ে একত্রে অনিয়মে উপর্য্যুপরি রাশীকৃত হইয়া থাকে; এবং সতত চাৎকার ধ্বনি করে। নিকটে মনুষ্যের সমাগম হইলে ইহারা পলায়ন করে না; পরন্তু দলস্থ দুই চারি ব্যক্তি বন্দুকদ্বারা আহত হইলে তাহারা তথায় আর তিষ্ঠে না; ব্যস্তসমস্তে সকলেই জলে ঝাঁপ দিয়া পলায়ন পরায়ণ হয়। কখন ২ পলায়ন না করিয়া শত্রুর প্রতি আক্রমণও করিয়া থাকে। মার্টিন্স্ নামক জনৈক নাবিক একটা সিন্ধুঘোটককে আঘাত করাতে অপর সিন্ধুঘোটকে তাহার নৌকা বেষ্টন করিয়া দন্তদ্বারা তরি ভগ্ন

"ব্যক্তি" শব্দ পশুর প্রতি প্রয়োগ করিবার বাধা কি? নৈয়া-য়িকেরা বিচার করণ সময়ে "ধূম এক ব্যক্তি" "অগ্নি এক ব্যক্তি" ইত্যাদি শব্দ সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকে।

করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; এবং অনেকে উল্লম্ফন-পূর্ব্বক তরির গর্ভে আগমন করিতেও চেষ্টা করিয়াছিল। কাপ্তান ফিপস্ সাহেব লেখেন যে একদা তাঁহার পোতহইতে দুই জন নাবিক সিন্ধুঘোটক হননাভিলাষে একটা তজ্জাতীয় পশুকে বন্দুক মারিয়াছিল। তৎসময়ে সেই জীবটী একক ছিল; কিন্তু আহত হইবামাত্র জলে নিমগ্ন হইয়া কএকটি আত্মীয় বর্গকে সমভিব্যাহারে আনিয়া একত্রে নাবিকদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগের তরির কিয়দংশ ভগ্ন করিয়াছিল; এবং তৎসময়ে নাবিকেরা সহযোগি পোতহইতে অন্য এক নৌকা ও আশ্রয় না পাইলে অবশ্যই প্রাণে বিনষ্ট হইত।

সিন্ধুঘোটকেরা আপন আপন অপত্য প্রতি সম্যক্ স্নেহান্বিত, এবং সর্ব্বদা তাহাদিগকে পৃষ্ঠে লইয়া ভ্রমণ করে, ও আপদ্ উপস্থিত হইলে ডানাবৎ পদের নীচে আচ্ছাদন করিয়া রাখে, এবং তাহাদের রক্ষার্থে প্রাণপণে যত্নবান হয়। জান ডি লিয়ট্ সাহেব লেখেন যে বর্ষ্টিয়স্ নামক জনৈক চিকিৎসক একটা দশ-সপ্তাহ-বয়স্ক সিন্ধুঘোটক শাবককে পুষিয়াছিল; এবং ঐ শাবক তাঁহার বশীভূত হইয়া খাদ্য-প্রার্থনায় তাঁহার পশ্চাৎ২ ভ্রমণ করিত, কদাপি কোন অনিষ্ট করিত না। উক্ত চিকিৎসক ঐ পশুকে নোবা-জেম্বলা নামক উত্তর সমুদ্রস্থ দ্বীপহইতে আনিয়াছিলেন; এবং সিদ্ধ যব খাওয়াইতেন। পরন্তু সে পক্ব মাংসও ভক্ষণ করিতে পারিত; এবং ইহা সপ্রমাণও আছে যে সিন্ধুঘোটকেরা মৎস্য, মাংস ও উদ্ভিজ্জ, সকল পদার্থ ভক্ষণ করিয়া থাকে।

হিমকটিবন্ধস্থ মনুষ্যেরা সিন্ধুঘোটকের মাংস সুখাদ্য জ্ঞান করেন, এবং কাপ্তান কুক্ ও তাঁহার সমভিব্যাহারিরা লবণাক্ত মাংস, যাহা জাহাজে নিয়ত ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহাহইতে ঐ মাংস উত্তম জ্ঞান করিয়া কিয়ৎকাল তদ্ভক্ষণ করিয়াছিলেন। অপিতু ইহাদিগের দন্ত, তৈল এবং চর্ম্মই মনুষ্যের বিশেষ প্রয়োজনীয়; এবং তদর্থে প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক সিন্ধুঘোটক ধৃত হইয়া থাকে। কথিত আছে যে কথন২ এক২ দিবসের মৃগয়ায় তিনচারি-শত সিন্ধুঘোটক বিনষ্ট হইয়াছে।

সম্পত্তি শাস্ত্র।

(১০১ পত্রহইতে ক্রমাগত।)

বিনিময়।

প্রত্যেক মনুষ্য কেবল এক২ প্রকার বস্তু পরিশ্রমপূর্ব্বক উৎপন্ন করিয়া আপনার প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত তাহা পরিবর্ত্ত করে। কেহ কার্পাস চাস করে; কেহ সূত্র কাটে; কেহ বস্ত্র বপন করে; কেহ ইষ্টক নির্ম্মাণ-কেহ বা গৃহ নির্ম্মাণ-করে। এই রূপে অনেকেই কোন না কোন বস্তুর উৎপন্ন করিতে নিযুক্ত আছে। কিন্তু আপন২ পরিশ্রমোৎপন্ন দুই এক বস্তু ব্যতীত পৃথিবীর অন্য অনেক-বস্তুতে তাহাদের প্রয়োজন হইয়া থাকে। দেখ যে ব্যক্তি পাদুকা প্রস্তুত করে, তাহার সেই পরিশ্রমোৎপন্ন পাদুকাদ্বারা ভোজন, পান, পরিধানাদি কার্য্য সকল কদাপি নির্ব্বাহ হইতে পারে না। সুতরাং তাহার যে২ বস্তুতে আবশ্যক হয় তাহার জন্য সে অবশ্যই স্বকীয় প্রস্তুতীকৃত পাদুকা দিয়া থাকে। অন্যান্য অনেক ব্যক্তি এই রূপে নানাবিধ বস্তু প্রস্তুত করিয়া থাকে; এবং দেখিতে পাই যে তাহারা প্রতি দিন সভ্য সমাজহইতে ভূরি২ বস্তু তৎপরিবর্ত্তে লইয়া আইসে। এই রূপে এক বস্তুর পরিবর্ত্তে অন্য বস্তুর গ্রহণকে "বিনিময়" শব্দে কহা যায়; এবং এই বিনিময়ক্রিয়াহইতে বাণিজ্যের সূত্রপাত হইয়াছে।

অংশ করণ।

এক বিশেষ বাণিজ্য উপলক্ষেই যে এক২ মনুষ্য কেবল পরিশ্রমাদি করে এমন নহে; বিশেষ২ বস্তু উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত অনেকেই একত্রে পরিশ্রম করিয়া থাকে, এবং তাহা না হইলেও সে কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় না। পরস্পর সাহায্য না করিলে এক খানি কাষ্ঠ পীঠক নির্ম্মিত করিতে হইলে প্রথমতঃ খানিস্থ লোহা উৎপাদন করিয়া তদ্দ্বারা অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করত তাহাদ্বারা বৃক্ষচ্ছেদ, এবং তজ্জাত কাষ্ঠে পীঠক প্রস্তুত হয়; ফলতঃ এক পীঠকের নিমিত্তে এক ব্যক্তির সমুদায় পরমায়ুক্ষেপ করিতে হয়। পরস্পর সাহায্যে ঐ পীঠক নির্ম্মাণে এক দণ্ড কালও লাগে না। এতদ্রূপে এক২ খানা ছুরিকা কিম্বা এক২ টা আলপিন নানা কর্ম্মণ্য ব্যক্তির হস্তে গিয়া তাহাদের প্রত্যেক হইতে ইহা নিজ অবয়বের কিয়দংশ প্রাপ্ত হয়। অবশেষে উৎপন্ন বস্তু বিক্রয়দ্বারা উপস্বত্ব উৎপন্ন হইলে পর স্ব২ শ্রমানুসারে শ্রমিরা সকলেই তাহা অংশ করিয়া লইবার যোগ্য হয়। আর যে ভাবে এই লব্ধ বস্তু অংশ করিয়া লওয়া যায় সুবিজ্ঞ পরিমিত ব্যয়িরা তাহাকে "অংশ করন শব্দে" কহিয়া থাকেন।

ব্যয় করণ।

বস্তু সকল উৎপন্ন হইলে মনুষ্যের ব্যবহারে আইসে, কখন বা ঐ উৎপন্ন বস্তুতে অন্য কিছু উৎপন্ন করিতে আবশ্যক হয়। গম প্রস্তুত হইলে পর তাহাতে ময়দা প্রস্তুত করা যায়; অথবা তদবলম্বনে মানবজাতির প্রয়োজন সম্পাদন করা যায়; কারণ ইহাতে রুটী প্রস্তুত হয়; এবং তাহাতে ক্ষুধার শান্তি হয়। এই রূপে বস্তুর ব্যবহারকে সম্পত্তি শাস্ত্রজ্ঞেরা "ব্যয়" শব্দে ব্যক্ত করেন।

এবং বিধায়ে সম্পত্তি বা মিতব্যয়শাস্ত্র উপস্বত্ব, বিনিময়, অংশ করণ, এবং ব্যয় করণ, এই চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

মূল পরিবর্ত্তন।

সচরাচর মনুষ্যেরা এক মূল্যের বস্তু অন্য মূল্যের বস্তুর সহিত পরিবর্ত্ত করিতে যত পরিশ্রম করিতে থাকে মূলবস্তু ততই উত্তরোত্তর অপরিমিতরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু যদুদ্দেশে বস্তু বস্ত্বন্তরের সহিত পরিবর্ত্ত করণে পরিশ্রম করা যায় তাহার মূল্য পোষাইলে ইহার মূলের যত ইচ্ছা তত কেন পরিবর্ত্ত হউক না তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না।

মূলবৃদ্ধি।

প্রকৃত বস্তু যদি আকারান্তরে পরিবর্ত্ত করিতে দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহার মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঐ বস্তুর পূর্ব্ব মূল্য ও বর্ত্তমান মূল্যে যাদৃশ বিভিন্নতা তাহার তুল্যই প্রকৃতের বৃদ্ধি পরিগণিত হয়। বিভিন্নতার তুল্য বৃদ্ধি বলিবার হেতু এই যে বস্তুতে একটা নূতন মূল্য নির্দ্ধারিত হইলেই তাহার পূর্ব্ব মূল্যের ধ্বংস অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক; এবং প্রকৃত বস্তু দিয়া বস্ত্বন্তর প্রস্তুত করিয়া আমরা যে অধিক মূল্য পাই তাহাতেই আমাদের লাভ বোধ হয়। এইরূপে কৃষকেরা শস্যোৎপাদন বিষয়ে শস্যের বীজ বপন, সার মাটি প্রদান, দৈহিক পরিশ্রম, জলসেচনাদি করিয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের এক বস্তু দিয়া অন্য বস্তু লাভ করা হইল। আর শস্য উৎপন্ন করিতে তাহার যত আবশ্যক হইয়াছিল তাহার অধিকাংশ লাভ করিয়া তাহারা ধন সম্পন্ন হইয়া উঠে।

মূলধন দুই প্রকার; "উৎপাদক" এবং "অনুৎপাদক"। যে মূলের পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি হয়, কিম্বা যাহাতে বার্ষিক আয় বৃদ্ধি করে, তাহার নাম "উৎপাদক মূল"। যে মূলহইতে কিছুই

উৎপন্ন বা বৃদ্ধি হয় না, কেবল অকর্ম্মণ্যরূপে থাকে তাহার নাম "অনুৎপাদক মূল"।

বাণিজ্যে বা ঋণে ন্যস্ত টাকা, যাহা ব্যাজ বা মুনফাদ্বারা প্রত্যহ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা উৎপাদক ধনের মধ্যে গণ্য হয়। স্বর্ণাভরণাদি বহুমূল্য বস্তু যাহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয় না তাহা সুতরাং অনুৎপাদক-শব্দ-বাচ্য হয়।

ধনপরিমাণাপেক্ষায় মুদ্রার ভাগ অতি অল্প, কিন্তু সভ্য জাতিদিগের মূল ধনের মধ্যে ইহা অতি প্রয়োজনীয় অংশরূপে পরিগণিত। অপিতু টাকার বিরহে আমরা পরস্পর অনায়াসে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় বিনিময়াদিদ্বারা সাধন করিতে পারি। ফলতঃ ইহা সপ্রমাণবোধ হইতেছে যে টাকা দেশীয় মূলধনের কিয়দংশমাত্র। এই রূপ নগরীয় কোন ব্যক্তির নিকটে যে কিছু টাকা থাকে সে তাহার অন্যান্য মূলধনের অপেক্ষায় অত্যল্প অংশ হয়। এতাদৃশ সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে প্রত্যেক ২ ব্যক্তির নিকটস্থ টাকা অল্লাংশ হওয়াতে সুতরাং অন্য ধনাপেক্ষায় টাকার সমষ্টি অল্লাংশ অবশ্যই হইবেক।

স্থায়ি এবং ব্যাপক মূলধন।

অবস্থান্তরে মূলধন অপর দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হয়। প্রথমতঃ, যে ধনের অবলম্বনে মূলধনস্বামী তাহার আকার পরিবর্ত্তন করিয়া বিশিষ্ট প্রকার লাভ করিয়া থাকে, তাহার নাম "ব্যাপক মূলধন"। আর (দ্বিতীয়) এতাদৃশ পরিবর্ত্ত করিবার জন্যে ধনস্বামী যাবৎ পর্য্যন্ত যে সকল যন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকে এবং তাহারই দ্বারা লাভ জন্মায় তাবৎ পর্য্যন্ত তাহার নাম "স্থায়ি মূল" কহা যায়। এই নিয়মানুসারে গম, এবং সার প্রভৃতি কৃষকদিগের শস্য সামগ্রী, ও পশম, এবং শিল্পকরদিগের অসম্যক্ প্রস্তুত তুলকাদিকে ব্যাপক মূলধন কহিতে পারি। লাঙ্গল, চাসের মই, গোলাঘর, এবং একের ভূমি, অপরের গৃহ ও যন্ত্রাদিই তাহাদের স্থায়ি-মূলরূপে গণ্য হয়।

ব্যক্তিদিগের সৌভাগ্যাবস্থা হইলেই তাহারা সততই উক্তরূপ স্থায়ি মূলধন ব্যাপক মূলধনের সহিত পরিবর্ত্ত করিয়া থাকে। কৃষকগণ ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু প্রাপ্ত হয় তদ্দ্বারা অতিরিক্ত ভূমি ও অস্ত্রাদি ক্রয় করে, কিম্বা তদ্দ্বয়ে উত্তম বেড়া দেয়, ও শস্য রাখিবার গোলাঘর বাঁধে। শিল্পিরা এক বৎসরের লভ্যে পর বৎসর তাহার শিল্প স্থানের উন্নতি করিবার চেষ্টা করে। এই রূপে বর্ষে২ শিল্পী ও ব্যবসায়িদিগের যে উপস্বত্ব হয় তাহা অধিকাংশ রথ্যা, খাল, কর্ম্মশালা, এবং অন্যান্য উন্নতির উপায়-সকল করিতে ব্যয় হইয়া থাকে।

এতাদৃশ ব্যাপারের সততানুশীলনের লাভজনক ফল অনায়াসেই আমাদের নয়নগোচর হইতেছে। কিন্তু স্থায়িমূলের ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া থাকে, একারণ এক পুরুষের ধন পুরুষান্তরে সংক্রান্ত হয়; এবং বর্ষে২ জীবনোপযোগি দ্রব্যজাতে নগর যত সুশোভিত হইতে থাকে ততই তাহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়। বহুকাল অতীত হইল এদেশীয়েরা স্বদেশে যে স্বচ্ছন্দ ভোগ করিয়াছিল তদপেক্ষায় আমরা এক্ষণে যে অধিক সুখ সম্ভোগ করিতেছি সে কেবল সম্পূর্ণরূপে ভূমির উর্ব্বরাতৃনিবন্ধন। যেমন মনুষ্যের পরিশ্রমের ফল তাহাদের বংশপরম্পরায় সংক্রান্ত হইয়া থাকে, তেমনি এক কালের মনুষ্যের কৌশল ও পরিশ্রম এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও রীতির অবলম্বনে তৎপর সময়ের মনুষ্যেরা উপস্বত্ব-সকল আত্মসাৎ করিতে সমর্থ হয়।

হার্পি বাজ।

পরে মুদ্রিত চিত্রে যে বিহঙ্গমের অবয়ব অঙ্কিত হইয়াছে তাহা অদ্যাপি এতদ্দেশীয় জনগণের নয়নগোচর হয় নাই, কারণ দক্ষিণ অমরিকা দেশের নিভৃত বন ইহাদিগের বাসস্থান, এবং তদন্যত্র ইহা প্রাপ্য নহে। অপিতু খেচর প্রাণিমধ্যে এই পক্ষী সর্ব্বগরিষ্ঠ। ইহার বৃহৎকায়, গম্ভীর স্বভাব এবং অতুল্য

শক্তিদ্বারা এই পক্ষি-জাতি সকল প্রাণিকে পরাস্ত করিয়া অবিরোধে আকাশ-পথের রাজত্ব করিতেছে। ইহার তুল্য বলবান্ আর পক্ষী নাই; এবং প্রচণ্ডতা ও নির্ভয়তা বিষয়েও কোন জীব ইহাহইতে অগ্রগণ্য নহে। এই মহাবল-পরাক্রান্ত অকুতোভয় বিহঙ্গম, ছাগ, মেষ,বৎস, হরিণ,বানরাদি বন্য পশু বধ করিতে সর্ব্বদা তৎপর; এবং অবকাশানুসারে মনুষ্যকেও আক্রমণ করিতে ত্রুটি করে না। পরন্তু "স্লথ" নামক বানর বিশেষই ইহার বিশেষ খাদ্য; এবং এতন্মাংস ভক্ষণদ্বারা তাহারা সতত উদর-পূরণ করিয়া থাকে। সামান্য বাজ পক্ষিরা যে প্রকারে আকাশ-পথে অপর পক্ষিদিগকে বিনাশ করে, বৃহৎকায় প্রযুক্ত হার্পি বাজ তদ্রূপ পারে না; একারণ বৃক্ষোপরি অথবা ভূমিতে নামিয়া প্রাণি-হিংসা করে, এবং নির্জন-নিবিড়বনমধ্যে আপন নীড়-নিকটে ঐ লব্ধ নষ্ট-জীব লইয়াগিয়া ভক্ষণ করে।

কএক বৎসর হইল লণ্ডন নগরীয় জীবসংস্থানুসন্ধায়িনী সভার উদ্যানে একটা হার্পি বাজ আনীত হইয়াছিল। ঐ বাজ সর্ব্বদা মতগর্ব্বে গম্ভীর হইয়া থাকিত; কাহার প্রতি দৃক্পাতও করিত না। অপর পিঞ্জরের বহির্দ্দেশ হইতে কেহ তাহাকে বিরক্ত করিলে সে ভীষণরূপে কটমটিয়া দৃষ্টিপাত করত এমত ভাব প্রকাশ করিত, যাহা দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইত যেন সে এই মনে করিতেছে, যে "আমি যদি স্বাধীন থাকিতাম তাহা হইলে তোমার এ স্পর্দ্ধার অনায়াসেই শাস্তি করিতাম"। ইহার স্থূল-পদ ও প্রখর-নখ দৃষ্টিমাত্রেই স্পষ্ট বোধ হয় যে যে কোন দুর্ভাগ্য জীব উহার পদতলে পতিত হয় তাহার আর ত্রাণ নাই। ফলতঃ বিড়ালাদি চতুষ্পদ পশু ঐ পিঞ্জর মধ্যে নিক্ষেপ করিলে তাহার আর নিশ্বাস প্রশ্বাসের অবকাশও থাকে না; নিক্ষেপ করিবামাত্র ঐ পক্ষী তাহাকে পদদ্বারা এতদ্রূপে দাবন করে যে সে তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়।

বাজ শব্দ এই পক্ষির প্রতি প্রয়োগ করা যুক্ত নহে; কারণ ইহা বাজহইতে অনেক লক্ষণে পৃথক; পরন্তু অন্যান্য পক্ষিহইতে বাজের সহিত ইহার নৈকট্যসম্বন্ধ থাকায়,—এবং বাজ শব্দদ্বারা পাঠকদিগের পক্ষে ইহার স্বভাব ও লক্ষণ অনায়াসে বোধগম্য হইবার সম্ভাবনায়—ঐ শব্দ ইহাদিগের প্রতি প্রয়োগ করা গেল। যথার্থতঃ এই পক্ষিদিগকে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া নির্ণয় করা কর্ত্তব্য; এবং এতদ্বিবেচনায় ইউরোপীয় প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা "হার্পি" নামে ইহাদিগের এক বিশেষ শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

হার্পি পক্ষির পৃষ্ঠের বর্ণ "স্লেট" নামক প্রস্তর ফলকের ন্যায় কাল; এবং তাহা ক্রমশঃ ম্লান হইয়া মস্তকে পাংশুলকৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহার পুরোভাগের বর্ণ শ্বেত, এবং তদুপরি বক্ষোদেশে ঘোর পাংশুল বর্ণের এক প্রশস্ত রেখা হয়। পুচ্ছের বর্ণ কৃষ্ণ; এবং তদুপরি বক্ষোদেশে যে প্রকার রেখা হয় তদ্রূপ প্রশস্ত পাংশুল রেখা হয়। মস্তকের চতুস্পার্শ্ববর্ত্তি পক্ষ সকল দীর্ঘ গোলাকার ও কৃষ্ণবর্ণ, এবং শিখায় দীর্ঘ হইয়া এক প্রকৃষ্ট চূড়ার ন্যায় হইয়া উঠে। ঐ চূড়া ও তচ্চতুর্দিক্স্থ পক্ষ-সকল ইচ্ছানুসারে চালিত হইতে পারে। এই পক্ষিরা অতি বেগে এবং অত্যন্ত উচ্চে উড্ডীয়মান হইতে সক্ষম; কিন্তু ভীমকায় প্রযুক্ত এবং পক্ষ সকল খর্ব্ব হওয়াতে অন্য বাজের ন্যায় অনায়াসে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিতে পারগ হয় না। দক্ষিণ আমেরিকার অন্যত্রহইতে গোয়ানা দেশে হার্পি পক্ষী অধিক সুলভ; ফলতঃ সে স্থানেও ইহা অত্যন্ত প্রচুর নহে; কারণ সিংহাদি হিংসুক পশু ও হার্পাদি হিংসুক পক্ষির সঙ্খ্যা কুত্রাপি অধিক হয় না।

আফ্গান্ বা পাঠান্ জাতি।

ভারতবর্ষে যবনদিগের প্রদুর্ভাব হওনাবধি আফ্গান্দিগের বলবীর্য্যের গরিমা এতদ্দেশে সম্যগ্-রূপে প্রচার আছে, এবং তাহাদিগের দৌরাত্ম্যে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিরা কি পর্য্যন্ত জর২ হইয়াছিলেন তাহাও পাঠকদিগের অবিদিত নাই। এতজ্জাতীয় ব্যক্তিরা ১১১০ শক অবধি ১৪৪৫ শক পর্য্যন্ত ৩৩৫ বৎসরকাল দিল্লির রাজ সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া ভারতবর্ষের অনেকাংশ স্বজাতীয় রাজ-প্রতিনিধিদ্বারা অতিনিষ্ঠুররূপে শাসন করিয়াছিল। পরন্তু ইহারা স্বভাবতঃ অতি নিষ্ঠুর নহে, এবং স্বাধীনতা ও স্বদেশানুরাগ এতজ্জাতীয়দিগের প্রধান ধর্ম্ম।

ইহাদিগের আদিম উৎপত্তি-স্থান সিন্ধুনদের দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বস্থ ভূমি; এবং এতজ্জাতির বাস হইতে উক্ত ভূমির নাম "আফ্গানস্তান" বা "আফ্গানস্থান" হইয়াছে। এই আফ্গানস্থান-দেশের উত্তর-সীমা হিন্দুকুষ পর্ব্বতশ্রেণী, পূর্ব্বসীমা সিন্ধুনদ, পশ্চিমসীমা পারস্য দেশ, এবং দক্ষিণসীমা আরব্য সমুদ্র। এতৎ-সীমান্তর্গত ভূমির অধিকাংশ পর্ব্বতময়। পূর্ব্বদিকে সিন্ধু নদের দক্ষিণ তটের অনতিদূরে "সুলেমান" নামক এক অতিদীর্ঘ পর্ব্বত-শ্রেণী; উত্তরে হিন্দুকুশ এবং পারোপেমিসন্ পর্ব্বত-শ্রেণী, ও পশ্চিমে ক্ষুদ্র২ অনুচ্চগিরিসকল বিস্তৃত হইয়া আছে। ফলতঃ এতদ্দেশ পর্ব্বত শৃঙ্গোপরি স্থাপিত; এবং অনেক নিহার মণ্ডিত অত্যুচ্চ পর্ব্বত শিখরে বিরাজিত। পরন্তু ইহার মধ্যে২ অনেক তরু-পল্লব-মণ্ডিত উর্ব্বরা উপত্যকা থাকায় এ স্থানে শস্যের অভাব নাই।

আফ্গানস্থানের অন্তঃপাতি দেশসকলের মধ্যে কাবুল, কন্ধাহার, খাইবর, সিজিস্তান্, খোরাসান্, বেলুচিস্তান, মেকরাণ্, কটোর, কিলান্, তুকারিস্তান্, এবং বল্খ, অতি প্রসিদ্ধ; এবং ইহাতে প্রজাসংখ্যা এক কোটি চাল্লিশ লক্ষ। তন্মধ্যে আদিম আফ্গান্ জাতির সমষ্টি ৪৩,০০,০০০; অপর প্রজারা হিন্দু, পারস, তাতার, তুর্ক ইত্যাদি জাতীয়, এবং আদিম-প্রজা-মধ্যে গণ্য নহে।

আফ্গান্ শব্দের উৎপত্তি আমরা জ্ঞাত নহি; বোধ হয় ইহা আফ্গান্ জাতির প্রাচীন নাম না হইবেক। পারসিক লোকেরা তাহাদিগকে আফ্গান্ শব্দে কহে। তাহারা স্বয়ং আপনাদিগকে "পুয্তুন্" শব্দে বিখ্যাত করে; এবং ঐ শব্দের বহুবচন "পুয্তানঃ"। দুরানি শাখাস্থ আফ্গনেরা শেযোক্ত শব্দের মূর্দ্ধন্য যকার খকারের ন্যায় উচ্চারণ করে, এবং বোধ হয়, তাহা হইতে "পাঠান্" শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। এই পাঠান্ শব্দ ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র আফ্গান্দিগের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আফ্গানেরা কহে তাহাদিগের আদি পুরুষের নাম কৈশ; এবং সেই কৈশের সেররাবন্, ঘুরঘুস্ত, বেত্নি এবং কুর্লে নামক পুত্র চতুষ্টয় হইতে তাহাদিগের চারি প্রধান শাখার উৎপত্তি হইয়াছে। আদৌ এই শাখাচতুষ্টয় জ্যেষ্ঠ শাখার অগ্রজের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিত। পরে ঐ শাখা-সকল বহু বংশে বিভক্ত হইলে প্রত্যেক-বংশ আপন ২ বংশাগ্রজের অধীনস্থ হইয়া অপর বংশাবলী হইতে পৃথক্ হয়। এই পৃথক্২ বংশের নাম তাহাদের আদিপুরুষের নাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং কদাপি আবাস স্থান হইতেও বংশের নাম উদ্ভব হইয়াছে। অপর এই বংশ সকলের সামান্য নাম "উলুয;" এবং প্রত্যেক উলুযের জ্যেষ্ঠ শাখার অগ্রজ তাহার অধিপতি হইয়া "খাঁ" নামে বিখ্যাত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি কুকর্ম্মশীল বা

অক্ষম হইলে উলুষস্থ ব্যক্তি-বর্গের অভিমতে তাহার ভ্রাতৃবর্গহইতে নিপুণতর অন্য এক জন তৎপদাভিষিক্ত হয়।

কোন২ উলুষের খাঁ মৃত হইলে দেশের সম্রাট্‌ পূর্ব্ব খাঁর বংশীয় কর্ম্মদক্ষ, বয়ঃপ্রাপ্ত, সদাচার, অন্য এক জনকে তৎপদে নিযুক্ত করিয়া থাকেন; কিন্তু পূর্ব্ব খাঁর বংশ ভিন্ন অন্য বংশহইতে খাঁনিযোজন করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। উপযুক্ত পাত্র উপস্থিত না থাকিলে কোন২ উলুষ বহুকাল খাঁহীন হইয়া থাকে।

প্রত্যেক উলুষান্তর্গত ব্যক্তিগণ নানাবিধ শাখা প্রশাখায় পরিগণিত হয়। তদ্বিশেষ এই; প্রতিবাসি দশ বার ঘর জ্ঞাতিরা আপনাদিগের বংশ-জ্যেষ্ঠের এবং তাহার অবর্ত্তমানে তাহার জ্যেষ্ঠের প্রতি গ্রামস্থ সাধারণের মঙ্গল-চেষ্টার ভারার্পণ করিয়া তাহার আজ্ঞাবহ হয়। বংশ-জ্যেষ্ঠ-সকলে একত্র হইয়া তৎপল্লীর "স্পিন্‌জেরা" অর্থাৎ শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডলী নামে বিখ্যাত হইয়া তাহার মঙ্গল-চেষ্টায় নিযুক্ত থাকে; এবং তদর্থে এক পল্লী-প্রধানেরে নিযুক্ত করে। ঐ পল্লী-প্রধান "কণ্ডিদার" নামে প্রসিদ্ধ; এবং তাহাদের কিয়দ্ব্যক্তি একত্র হইয়া জনৈক গোষ্ঠীপতিকে নিযুক্ত করে। তাহার আফ্‌গান্‌ অভিধান "মল্লিক"; ও তৎশব্দহইতে বঙ্গদেশীয় মল্লিক উপাধি উদ্ভব হইয়াছে। মল্লিকেরা আপন২ উলুষের খাঁর অর্থাৎ দলপতির অধীন হয়, এবং কখন২ তিন চারি উলুষের মল্লিকেরা ও তদীয়-দলপতিরা এক প্রধান-দলপতির (খাঁন্‌খানানের) অধীন হইলে সেই দল-সঙ্ঘ (উলুষ-সঙ্ঘ) "খেল" নামে বিখ্যাত হয়। এই খেলান্তর্গত ব্যক্তিদিগের অভীষ্ট অত্যুত্তম রূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে। গ্রামে কোন অমঙ্গল ঘটিলে-অথবা কোন মাঙ্গল্য কর্ম্মের উদ্যোগ হইলে প্রত্যেক পল্লীস্থ লোকেরা এক সভা করিয়া তাহাতে শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডলীর নিকটে আপনাদিগের অভিমত প্রকাশ করে। পরে শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডলীরা পল্লী-প্রধানদিগের সভায় তদ্বিষয়ের মত ব্যক্ত করে; এবং পল্লীপ্রধান হইতে মল্লিক সভায় তাহা ব্যক্ত হয়; তথা গোষ্ঠীপতিরা (খাঁরা) ঐ মল্লিকদিগের অনভিমতে কোন কর্ম্ম করেন না; সুতরাং তাঁহার কৃত কর্ম্ম গোষ্ঠীর সমস্ত ব্যক্তির অভিমতেই হইল। অতি সামান্য কর্ম্ম হইলে খাঁরা মল্লিকদিগের সহিত পরামর্শ করেন না, এবং কখন২ অতি ক্ষমতাপন্ন কোন খাঁ মল্লিকদিগের অনভিমতেও কর্ম্ম করিয়া থাকেন; কিন্তু এতদ্রূপ অনিয়ম সচরাচর ঘটে না; এবং উলুষস্থ সমস্ত ব্যক্তি আপন২ উলুষের মঙ্গল চেষ্টায় সম্যক্‌ আগ্রহ থাকায় কোন খাঁ তাহার উলুষের অনভিমতে কোন বিশেষ অনিষ্টকর কর্ম্ম করিতে কদাপি সাহসী হইতে পারে না। কোন ভয়ানক শত্রু উপস্থিত হইলে দুই তিন উলুষের ব্যক্তিরা ও খাঁরা একত্র হইয়া তদ্দমনে উদ্যুক্ত হয়, এবং কখন২ পরস্পর বিষম বিবাদও করিয়া থাকে; ও তৎ সময়ে উলুষের সমস্ত অস্ত্রধারণে-সক্ষম ব্যক্তিরা অগ্রসর হইয়া থাকে; কেহ তদন্যথা করিলে দণ্ডনীয় হয়।

আফ্‌গান্‌ জাতীয়েরা মহম্মদের ধর্ম্মপরায়ণ; এবং তদ্ধর্ম্মগ্রন্থানুসারে প্রত্যেক গ্রামে ধর্ম্মোপদেষ্টা মোল্লা এবং বিচারকর্ত্তা কাজি নিযুক্ত আছে; কিন্তু ঐ কাজিরা অর্থ সম্বন্ধীয় বিবাদের বিচার করিয়া থাকে। অনর্থ সম্বন্ধীয় বিচার গ্রামস্থ প্রধান সভায় নিষ্পন্ন হয়; এবং ঐ সভায় আফ্‌গানদিগের "পোস্তান্‌ বলি" নামক প্রাচীন নিয়ম-গ্রন্থ বলবান্‌। এই গ্রন্থানুসারে নৃহত্যা করিলে যে পরিবারের ব্যক্তি হত হয় তাহাদিগকে সালঙ্কারা ছয় যুবতী স্ত্রী ও অলঙ্কার-হীনা

অপর ছয় যুবতী স্ত্রী-দানরূপ দণ্ড দিতে হয়। এবং কাহার হস্ত কি নাসিকা কি কর্ণচ্ছেদ করিলে তাহার দণ্ড ছয় যুবতী স্ত্রী। দন্ত-ভগ্ন-করণ, পাপের দণ্ড তিন স্ত্রী, এবং মস্তকে আঘাত করণের দণ্ড এক স্ত্রী। চপেটাঘাত-আদি সামান্য লঘু পাতক করিয়া গ্রাম্য সভার সম্মুখে হীনতা স্বীকার করত অভিযোগ-কর্ত্তার মার্জ্জনা প্রার্থনা করিলেই তাহার শান্তি হয়। অন্যান্য অপরাধ করিলে সভার বিবেচনানুসারে অর্থ দণ্ড দিতে হয়। কেহ সভার আজ্ঞাবহ না হইলে সভাস্থ সকলে সে ব্যক্তিকে উলুস হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তাহার ধন লুণ্ঠন করিয়া লয়; এবং যে ব্যক্তির অনিষ্ট করে সে তাহাকে স্বহস্তে বধ করিলে নৃহত্যার দণ্ডনীয় কি নিন্দনীয় হয় না।

আফ্গান্ জাতীয় ব্যক্তিসমূহ এই প্রকার সভ্যশৃঙ্খলায় বদ্ধ হওয়াতে তাহাদিগের দেশে রাজবিপ্লব হইলে তাহাদের কোন অনিষ্ট হয় না। ফলতঃ তাহাদিগের সম্রাট্ কেবল নিয়মিত কর প্রাপ্ত হন, ও যুদ্ধ সময়ে প্রজারা তাঁহার সৈন্য দলে পরিগণিত হইয়া শত্রুহইতে দেশ-রক্ষার্থে অগ্রসর হইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন সম্রাট্ প্রজাদিগের ইষ্টানিষ্ট কোন কর্ম্মে খাঁদিগের পরামর্শ ও সম্মতি ব্যতীত নিযুক্ত হইতে পারেন না। কেহ কদাপি এতদ্রূপ অত্যাচার করিলে স্বাধীনতাপ্রিয় প্রগাঢ়-স্বদেশানুরাগ-ভক্ত আফ্গানেরা তৎক্ষণাৎ তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। এতদ্বিষয়ে এই প্রভেদ আছে যে রাজপাটে এবং প্রধান ২ নগরে সম্রাটের ক্ষমতা সম্যগ্ বলবতী, এবং অন্যত্র বিশেষতঃ রাজপাট হইতে দূরস্থ গ্রামে অতি ক্ষীণা। সুতরাং রাজ্যে সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া থাকে, এবং বিদেশীয় লোকদিগের পক্ষে ইহা অতি আশ্চর্য্য বোধ হয়, কিন্তু আফ্গানেরা স্বয়ং ইহাতে গর্ব্ব প্রকাশ করে; এবং কহে, যে "আমরা সকলেই তুল্য, এবং ঐ তুল্যতা রক্ষার্থে সর্ব্বদা কলহ, ও শত্রুভয় ও পরস্পর রক্তমোক্ষণ করিয়াও সুতৃপ্ত আছি; কিন্তু কদাপি পরাধীনতা সহ্য করিতে পারি না"। অপিতু পরাধীনতার শৃঙ্খল পুষ্পহারের তুল্য লঘু হইলেও কি তাহা ভদ্র লোকের গ্রাহ্য?

কণীকাসমুচ্চয়।

বাসর গৃহের কর্ত্তব্য।

বাসর-গৃহে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য মধ্যে সিন্ধু জাতীয়দিগের মধ্যে এক বিশেষ রীতি আছে। তাহারা বাসর-গৃহে প্রবেশ করত আদৌ স্বহস্তে নববধূর পদপ্রক্ষালন করে, পরে প্রক্ষালিত জল গৃহের চতুষ্কোণে নিক্ষেপ করত বধূর কেশাগ্রভাগ ধারণ করিয়া মাঙ্গল্য মন্ত্র পাঠ করে। তন্মন্ত্র যথা; "হে ঈশ্বর, আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে আশীর্ব্বাদ কর; হে ঈশ্বর, আমাকে এবং আমার পরিজনকে উপজীবিকা প্রদান কর। হে ঈশ্বর, এমত করিও যেন এই স্ত্রীর গর্ভের সন্তান অতি সুশীল ও সাধু হয়, মুসলমান্ ধর্ম্মপরায়ণ হয়, এবং শয়তানের সহচর না হয়।"

পাঠ পরিবর্ত্তন।

বিবিধার্থ সঙ্গ্রহের ৭ সংখ্যায় নীলচাস-প্রকরণে "রোয়া" শব্দ অপ্রসিদ্ধ প্রয়োগ হইয়াছে। সংস্কৃত "বপন" ও "রোপণ" শব্দ তুল্যার্থ, কিন্তু কৃষাণেরা তাহার প্রভেদ করিয়া রোপণের অপভ্রংশে "রোয়া" শব্দ তরুর রোপণ কর্ম্ম প্রতি প্রয়োগ করত বীজ রোপণ কর্ম্মকে বপনের অপভ্রংশ "বোনা" শব্দে প্রকাশ করে। তদনুসারে ১১০ পত্রে "কার্ত্তিকি-রোয়া" শব্দের পরিবর্ত্তে "কার্ত্তিকি বোনা" হইবেক।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ।

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

১ খণ্ড] শকাব্দা ১৭৭৪, আষাঢ়। [৯ সংখ্যা।

আফ্‌গান্ জাতীয়-স্ত্রীদিগের অবস্থা এবং বিবাহ-রীতি।

স্ত্রীলোকেরা ইউরোপে যে প্রকার স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়া থাকে, এশিয়া খণ্ডে তদ্রূপ নহে; বিশেষতঃ ইদানীন্তনের হিন্দু ও মোসলমানদিগের বনিতারা স্বাধীনতার কণিকামাত্রও ভোগ করিতে পান না। পরন্তু দেশ-ভেদে এতদ্বিষয়ের অনেক প্রভেদও আছে। যদিচ কোন২ বিদ্যায় নবানুরাগিনী বিবিধার্থসঙ্গ্রহ বিলাসিনী আমাদিগের প্রতি বিরক্তা হইতে পারেন, তত্রাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবেক যে এতদ্বিষয়ে বঙ্গদেশীয় অঙ্গনারা সর্ব্বতোভাবে নিকৃষ্টাবস্থায় পতিতা আছেন। রাজবারা-দেশীয়া শৌর্য্যশালিনী বীরপ্রসুতা রাজপুত্ররমণীদিগের সহিত